

সুমা চিং হাই

আশ্চর্যজনক  
প্রাপ্তির উপায়

বিনা মূল্যে বিতরনের জন্য

## —:সূচীপত্র:—

পঞ্চা সংখ্যা

ভূমিকা

সুমা চিঙ হাই-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

পরলোক রহস্য

জাতি সংঘ, যুক্তরাষ্ট্রে

২৬শে জুন, ১৯৯২ সালে

সুমা চিঙ হাই-এর প্রদত্ত

বর্ত্ততা।

দীক্ষা:—

কোয়ান ইন পদ্ধতি

পাঁচটি বাণী

কেন মানুষ অবশ্যই নিরামিষ ভোজী হবেন

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

পরিবেশ ও তাহার ভারসাম্য

বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা

প্রাণী হত্যা

সাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ

প্রভু প্রশ়ে উত্তর দিলেন

আমাদের প্রকাশিত বই

কিরূপে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন

আমাদের প্রকাশিত বই

# সুমা চিং হাই

## আশ্ব ভানের আলোক প্রাপ্তির উপায়

প্রথম সংস্করণ 1996

লেখিকা: **Suma Ching Hai**  
Postal Box 9, Hsihu, Miaoli Hsien,  
Formosa, Republic of China

ঠিকানা: **No. 39, Dong San Hu, Sanhu Village,  
Hsihu Hsiang, Miaoli Hsien,  
Formosa, R.O.C.**

ভারত: **26, Malipanghara Street,  
Liluah, Howrah-711004**

প্রকাশক: **Suma Ching Hai  
International Association**

মুদ্রক: **Yugnilam, Howrah-711001**

আমাদের বিনা অনুমতিত এই প্রস্তাবকর কোর ভাগ প্রকাশিত  
করা যাবে না।

## ବାଣୀ ସଂକଳନ

/ଆମି ବୌଦ୍ଧ ନଇ ଅଥବା କ୍ୟାଥଲିକ ନଇ, ଆମି ସତ୍ୟର ଅନୁସାରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ, ତୋମରା ଇହାକେ ବୌଦ୍ଧ, କ୍ୟାଥଲିକ, ତାଓବାଦ ଅଥବା ଯାହା କିଛୁ ବଲତେ ଚାଓ ତାହାଇ ବଲିତେ ପାର । ଆମି ସକଳକେ ସ୍ଵାଗତ ଜାନାଇ ।\*

~ ସୁମା ଚିଙ୍ଗ ହାଇ ~

/ଅନ୍ତରେର ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଲେ ଆମରା ସବକିଛୁଇ ଲାଭ କରିବ । ସମସ୍ତ ପରିତ୍ରଷ୍ଟି, ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ପରିତ୍ରଷ୍ଟି ଆମେ ଈଶ୍ୱରର ରାଜ୍ୟ ହାଇତେ — ଆମାଦେର ଶାଶ୍ଵତ ଏକ୍ୟେର ଅନ୍ତରେ ଜ୍ଞାନେର ଏବଂ ଅସୀମ କ୍ଷମତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅନ୍ତରେ ଡପଲଙ୍କି । ଆମରା ଯଦି ଏଇଗୁଲି ନା ପାଇ ଆମରା କଖନେ ତୃପ୍ତି ପାଇବ ନା, ତା ଯତଇ ଆମାଦେର ଅର୍ଥ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥାକୁକ ନା କେନ ।\*

~ ସୁମା ଚିଙ୍ଗ ହାଇ ~

/ଆମାଦେର ଶିକ୍ଷା ହଲ ଏହି ଯେ ତୋମାର ଏହି ପୃଥିବୀତେ ଯା କିଛୁ କରାର ଆଛେ କର, ସର୍ବାନ୍ତକରନେ କର । ଦାଯିତ୍ୱ ସଚେତନ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଗଭୀରଭାବେ ଚିନ୍ତା କର ବା ଧ୍ୟାନ କର । ନିଜେକେ ଏବଂ ପୃଥିବୀକେ ସେବା କରିବାର ଜନ୍ୟ ତୁମି ଆରଓ ଜ୍ଞାନ, ଆରଓ ଶାନ୍ତି, ଆରଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଲାଭ କରିବେ । ଭୁଲିଓ ନା ଯେ ତୋମାର ଭିତରେ ନିଜସ୍ତ୍ର ଏକ ସ୍ଵ ସତ୍ତ୍ଵ ଆଛେ, ଭୁଲିଓ ନା ଯେ ତୋମାର ଦେହ ଭଗବାନେର ବାସନ୍ଥାନ, ଭୁଲିଓ ନା ଯେ ତୋମାର ଅନ୍ତରେ ଆଛେ ବୁଦ୍ଧ ।\*

~ସୁମା ଚିଙ୍ଗ ହାଇ ~

# ভূমিকা

**য**ে যুগে মানব সমাজে বিরল ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিযৌগিক শক্তি। শাকামুনি বুদ্ধ এবং মহম্মদ হলেন এরকম এক এক জন ব্যক্তিত্ব। এই তিনজন আমাদের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু আরও অনেকে আছেন যাঁদের নাম আমরা জানি না। যাঁদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন এবং অনেকেই তাঁদের নাম জানে আর অনারা রয়ে গেছেন অজানা। এইসব ব্যক্তিদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। তাঁদের প্রভু, অবতার, সিদ্ধপুরুষ, ত্রাণকর্তা, মেসাই বা যীশু, দেবী, দেবদূত, শুক্র সন্ত ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। তাঁরা আমাদের যা দিতে আসেন তা হলো জ্ঞানের আলোক, মুক্তি, উপলক্ষ্মি ও জাগরণ। এই শব্দগুলো বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু তাদের মূলকথা হলো এক: একই আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য, নেতৃত্ব শুদ্ধতা এবং মানুষকে অতীতের গভৰ্ত্ত থেকে দেবাত্মের পর্যায়ে উন্মীত করার উপায় আজ এখানে আমাদের কাছে আছে তবুও আমরা অল্প কয়েকজনই তাঁদের উপরিত্বির কথা জানি। তাঁদের একজন হল সুমা চিঙ হাই।

মহীয়সী চিঙ হাই জীবিত সন্ত হিসাবে বাপকভাবে পরিচিত হওয়ার দাবী করতে চান না। তিনি একজন নারী এবং অনেক বৌদ্ধ ও আদর্শ অনেকে এই প্রবাদে বিশ্বাস করেন যে নারী বুদ্ধ বা জ্ঞানী হতে পারেন না। তিনি হলেন এশিয়ার বংশোদ্ধূর এবং অনেক পশ্চিমী ব্যক্তি অশে করেন যে তাঁদের ত্রাণকর্তা দেখতে হবে তাঁদের মত। তবু আমাদের মত নারী পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মনুন্মুক্তিগুলোর যাঁরা তাঁদের জানলে আপনি আপনার মনের প্রদারতা ও হৃদয়ের অকপটতার পরিমাপ করতে পারবেন। এজন্য আপনার সময় ও মনোযাগ ছাড়া আর কিছুর দরকার নেই।

আমরা যারা সুমা-চিঙ-হাই এর শিষ্য বলে মনে করি এবং তাঁর সাধন পদ্ধতি (কোয়ান-ইন্পদ্ধতি) অনুসরণ করি আপনাদের এই উপক্রমণিকা উপহার দিচ্ছি। আশা করি এটা আপনাকে দৈশ্বর উপলক্ষ্মি বাজিগত অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে তা সে আমাদের প্রভু বা অন্ত করে মাধ্যমে হবে।

প্রভু চিঙ হাই অমাদের তপস্যা, ধৰ্ম ও প্রার্থনা অভাসের প্রয়োজনীয়তার দ্বারা বিজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বৃক্ষতল ক্ষেত্রে তাঁর তত্ত্বাত্মক অন্তরে দৈশ্বর চতুর্দশক অবিদ্যার কর্তব্য পরিদৃষ্ট করে আসেন যাঁর সত্ত্বে তাঁই হতে চাই তাঁকে

তিনি আমাদের বলেছেন যে ঈশ্বরজ্ঞান লভি কোন ওপু বা দুর্ভ জিনিয় নয়, যা যাঁরা সৎসার তাগ করেন কেবল তাঁরাই পেতে পারেন তাঁর কাজ হলো স্বাভাবিক জীবন যাপন করেও অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে জাগিয়ে তোলা। তিনি বলেছেন — এটা 'হালে' এরকম — আমরা সবই জানি সত্তা কি? কিন্তু এটা 'ও' ঠিক আমরা সবাই তা ভলে যাই। সেজন্য কখন কখন কাউকে আসতে হয় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, কেন আমরা সত্যকে জানবো, কেন আমরা তপস্যা করবে এবং কেন আমরা ঈশ্বর বা বুদ্ধ অথবা যাঁকে আমরা পৃথিবীতে সর্বশক্তিমান বলে মনে করি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখবো। তিনি কাহাকেও তাঁর অনুসারী হতে বলেন নি। তিনি শুধু নিজের লক্ষ জ্ঞান উদাহরণ স্বরূপ আমাদের দেখান যাতে অন্যেরা শেষপর্যন্ত মুক্তি পেতে পারে।

এই পুস্তিকা হোলো সুমা-চিং-হাই-এর বাণী বা উপদেশাবলীর একটা ভূমিকামূল্য। মনে রাখবেন যে এখানে উল্লেখিত বক্তৃতার অংশ, বাণী বা প্রভু চিং হাই-এর উদ্ভৃতি ঠাঁহার নিজের, বিভিন্ন স্থান হতে গৃহীত, অনুদিত ও ভাষাস্তরিত করে এগুলি প্রকাশের জন্য সম্পাদনা করা হয়েছে। আসল অডিও বা ভিডিও টেপগুলো শোনা বা দেখার জন্য আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি। নেখার থেকে এগুলির দ্বারা আপনাদের তাঁর সম্পর্কে আরও ভালো উপলব্ধি হবে। তবে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে দেখাই হলো সবচেয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা।

কারো কারো কাছে সুমা-চিং-হাই হলেন তাঁদের মা, কারো কাছে তিনি তাঁদের পিতা। আবার কারো কারো কাছে তিনি তাঁদের প্রিয়জন। কিন্তু অন্ততপক্ষে তিনি পৃথিবীতে পাওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। তিনি এখানে দিয়ে এসেছেন নিয়ে আসেন নি। ঠাঁহার বাণী, ঠাঁহার সাহায্য বা দৈনন্দিন জ্ঞান কেন ওরকম মূল্য তিনি নেননা। তিনি আপনার কাছ থেকে ন্যূনতম অপেক্ষা দুঃখ, আপনার কষ্ট আপনার বেদন কেবল যদি আপনি এটা চান।

/ তোমাকে গুরু বানাবার চাবি ঘাঁর কাছে আছে তিনিই গুরু তুমিও  
একজন গুরু এবং স্টশ্বর ও তুমি একাত্ম এই উপলক্ষ্মিতে যিনি সাহায্য করেন  
তিনিই গুরু। এই শেষ কথা ..... গুরুর একমাত্র কাজই হোলো এই।\*

~ সুমা-চিঙ-হাই ~

আমাদের পথ ধর্মের পথ নয়। আমি কাহাকেও ক্যাথলিক, বৌদ্ধ  
বা অন্য কোন মতবাদে দীক্ষিত করি না। আমি কেবল একটা পথ দেখাই  
যাতে তুমি নিজেকে জানতে পারো, তুমি কোথা থেকে এসেছ পৃথিবীতে  
তোমার কাজ কী তা জানতে পারো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য জানতে পাবো  
আর বুঝতে পারো পৃথিবীতে এত দুঃখ-তাপ কেন এবং মৃত্যুর পর আমাদের  
জন্য কি অপেক্ষা করে আছে।\*

~ সুমা-চিঙ-হাই ~

আমরা স্টশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন কারণ আমরা খুব ব্যস্ত। /যদি কেউ  
তোমার সঙ্গে কথা বলতে থাকে আর টেলিফোন বাজতে থাকে, যদি তুমি  
রাম্ভার কাজে বা অন্যলোকের সঙ্গে খোসগঞ্জে ব্যস্ত থাক তাহলে কেউ  
তোমার নাগাল পাবে না। স্টশ্বরের বেলায়ও সেই রকম একই ব্যাপার।  
তিনি রোজ আমাদের ডাকছেন আর তাঁকে দেওয়ার মতো ও তাঁর উপরে  
নির্ভর করে, থাকার মতো সময় নেই\*

~ সুমা-চিঙ-হাই ~

## সুমা-চিং-হাই-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রভু সুমা-চিং-হাই /আউলাক\* বা ভিয়েতনামের এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীর কন্যা। একজন ক্যাথলিক হিসোব তিনি মানুষ হন এবং তাঁহার ঠাকুরমার কাছ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হল। শৈশবকালেই তিনি দার্শনিক ও ধর্মশিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ দেখাড়। সমস্ত জীবিত প্রাণীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ করুণার ভাব দেখা যায়। আঠার বৎসর বয়সে প্রভু চিং হাই পড়াশুনার জন্য ইংলণ্ডে যান এবং তারপর ফ্রান্স ও জার্মানীতে যান। সেখানে তিনি বেঙ্গলের কাজে যোগ দেন এবং একজন জার্মান বিজ্ঞানীকে বিবাহ করেন।

দুইবৎসর সুধী বিবাহিত জীবন কাটানোর পর তিনি স্বামীর সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ করেন এবং দিবাঙ্গান লাভের চেষ্টায় নিজেকে নিয়োগ করেন করণ হইতে ছিল শৈশবকাল থেকেই তাঁর আদিশ: এইসময়ে তিনি বিভিন্ন প্রকার সাধন-পদ্ধতি শিক্ষা করেন ও বিভিন্ন আধ্যাত্মিক মতবাদ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। এইকাজে বিভিন্ন ধর্মাণুর তাঁহাকে বিভিন্ন উপরোক্ষ দেন। দুর্গত মনবতাকে সাহায্য করিবার চেষ্টার অসারতা তিনি উপলক্ষি করেন এবং বুঝিতে পারেন যে মানুষকে সাহায্য করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হোলো সম্পূর্ণ আয়োপলক্ষি।

এই একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি দিবাঙ্গান লাভের সঠিক উপায়ের অনুসৰণ প্রদর্শনীর বিভিন্ন দলকে ভূমন করেন। দৃষ্টব্যস্থ অন্তর্ক পরীক্ষা ক্লিনিকের প্রতি পর্যবেক্ষণ করছেন ইন সাধন প্রচারিত কর্তৃত সংস্থার কাছের উপর সম্পর্কে অবগত হন। দীর্ঘদিন কাটার তপস্যার পর, হিন্দুলক্ষ্ম অবস্থান কালে

তিনি সম্পূর্ণ দিবাজ্ঞান লাভ করেন। দিবাজ্ঞান লাভের পর প্রভৃ চিঙ-হাই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীনির মত শাস্তি সমাহিত জীবন যাপন করেন। তিনি ছিলেন লাজুক স্বভাবের এবং কেহ না চাইলে তিনি কাউকে ধর্মোপদেশ বা দীক্ষা দেন না। ফরমোসা (তাইওয়ান), যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বেকার শিষ্যগনের একান্ত অনুরোধে ও ঐকাণ্টিক প্রচেষ্টায় প্রভৃ চিঙ হাই তাহার বক্তৃতামালা প্রদান করিতে আসিয়াছেন। হাজার হাজার মোক্ষলাভেচ্ছু বাক্তিকে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি দীক্ষা দিয়াছেন। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমস্ত ধর্মের সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি আরও অধিক সংখ্যায় তাহার নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট আশিত্তেছেন। তাঁহার প্রদর্শিত কোয়ান-ইন সাধন পদ্ধতিতে দ্রুত জ্ঞানালোক লাভের জন্য সাধনার পদ্ধতি শিক্ষা করিতে ও অভ্যাস করিতে কাহারা ইচ্ছুক প্রভৃ চিঙ হাই তাঁহাদিগকে দীক্ষা ও উন্নতিকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় উপদেশের লী দিতে সম্মত আছেন।

## মৃক আঁসু

এই পৃথিবী ভবে আছে নানা অশাস্তিতে

কিন্তু আমার মন ভবে আছ তুমি।

তোমাকে পৃথিবীতে যদি রাখা যেত

তাহলে সব বাধা বিপত্তি হত, অপগত।

কিন্তু বাধা বিপত্তিতে এই ধরা পূর্ণ

তাই তোমার হয় না কোনও স্থান।

আমি বিক্রী করে দেবো সব সূর্যা, চন্দ্র ও নক্ষত্র

ও যা আছে এই ব্ৰহ্মাণ্ডে,

হে অনন্ত আলোকদীপ্তি প্ৰভু

শুধু তোমার মনোহৰ কৃপাদৃষ্টি পেতে

দয়া কর আৱ আমার তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের একটু কৃণ বৰ্ধন কৰো।

পৃথিবীৰ মানুষ নৃতা-গীতেৰ জন্ম বাব হয় রাখ্বে

পার্তিৰ আলোকে ও পার্থিব গীত বাদোৱ মধ্যে চলে তাৱ নাচগান

ওধু মোহাছন্ম আমি বসে থাকি একা।

অন্তৱেৱ দীপ্তি ও মৃচ্ছন্ম হই আলোলিত।

যে দিন থেকে, হে প্ৰভু বুঝেছি তোমার মহায়া,

এ ধৰায় আৱ কিছুই আমার ভাল লাগে না,

আমাকে বুকে টেনে নাও

চিৰতৱে

এই আমার প্ৰার্থনা।

Slient Tears হইতে



# পরলোকের রহস্য



জাতি সংঘ, যুক্তরাষ্ট্রে

২৬ শে জুন, ১৯৯২ সালে

সুমা-চিঙ হাই এর প্রদত্ত

বক্তৃতা।

সম্মিলীত জাতীপুঞ্জকে স্বাগত জানাই। আসুন, আমরা নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাসঅনুযায়ী একটু সময় প্রার্থনা করি যে আমাদের যা আছে আমাদের যাদেওয়া হইয়াছে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা কামনা করি যে, আমরা আসা করি যে যাহাদের যথেষ্ট নাই তাহাদের, আমাদের মতো দেওয়া হবে। পৃথিবীর উদ্বাস্তু যুদ্ধের বলি, সৈন্যগণ, সরকারী নেতৃবৃন্দ এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের নেতৃগণ তাদের যা দরকার তা দেবে এবং একসঙ্গে শান্তিতে বাস করবে আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা যা চাই তা আমাদের দেওয়া হবে এবং বাহিবলে একথা বলা হয়েছে।

আপনাদের ধন্যবাদ। আমি দীর্ঘদিন এখানে আছি আপনারা যারা এখানে আছেন তাদের কেউ আয়ে আমার বক্তৃতা শুনেছেন? কখন? ও হ্যাঁ? অনেক? আপনাদের ধন্যবাদ আপনারা জানেন আজ আমাদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু হল /পরলোক\* কারণ আমি মনে করি না এই পৃথিবী সম্বন্ধে আপনাদের কিছু বলার আছে। আপনারা সবাই তা জানেন। আপনারা জানেন এই পৃথিবীতে আমাদের সম্মিলীত রাষ্ট্রীয়পুঞ্জ আছে আমাদের আমেরিকা, নিউইয়র্ক (বড় আপেল) আছে। কিন্তু এই পৃথিবীর ওপারে আমাদের আছে অন্য জিনিস। আমর মনে হয় আপনারা সবাই যারা এখানে এসেছেন তারা তারা এ ব্যাপারে আগ্রহী স্টীফেন যে অলৌকিক বিষয় সম্পর্কে বলেছেন অথবা আজগুবি যা

আপনারা বিশ্বাস করেন না এটা কিছু নয়। এটা তেমন কিছু যা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমরা বিভিন্ন ধর্মপুস্তকে শুনেছি যে তাতে আছে চেতনার বিভিন্ন স্তর। আর অস্তরে আছে ঈশ্বরের রাজত্ব বুদ্ধের জ্ঞান প্রভৃতি। কিছু জিনিস আছে যা ইহলোকের অতীত কিন্তু এই সকল ধর্মপুস্তকের কথা খুব বেশী লোক জানতে পারে না। আমি বলছি না কেউ না, কিন্তু খুব বেশী লোক না। পৃথিবীর জনবসতির তুলনায় এই ঈশ্বরের রাজ্যতে অথবা থাকে আমরা বলি পরলোকে প্রবেশাধিকার আছে খুব অল্প কয়েকজনের।

আর যদি আপনি আমেরিকায় থাকেন তাহলে পরলোকের বর্ণনা আছে এমন অনেক বই পড়ার সুযোগ আপনার আছে। এছাড়া আমেরিকার কিছু লোক কিছু চলচিত্র করেছেন যা একেবারে কাঙ্গনিক নয় কারণ এই সমস্ত লোক সম্ভবতঃ কিছু বই পড়েছেন যা পরলোক সম্পর্কে অবহিত বা পরলোকের কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগণের লেখা।

তাই ঈশ্বরের রাজ্যে বা পরলোকে কি আছে? কেন আমরা পরলোক সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হবো যদি এই পৃথিবীতে আমাদের করার মতো যথেষ্ট কাজ থাকে এবং এই পৃথিবীতে আমাদের যথেষ্ট কাজ আছে — আমাদের আছে শাস্তিময় গৃহ আছে প্রিয়পরিজন ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলতে গেলে যেহেতু আমাদের ইতিমধ্যে সবকিছু আছে সেহেতু আমাদের ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে উবিশ্ব হওয়া উচিত। আমরা যখন ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বলি তখন সেটা খুব ধর্মের কথা মনে হয়।

এটা প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর চেতনার কতগুলো স্তর। প্রাচীনকালের লোকেরা একে বলেছেন স্বর্গ কিছু বিজ্ঞানের পরিভাষায় আমরা বলতে পারি এটা একটা পৃথক উচ্চস্তরের জ্ঞান, উচ্চস্তরের বোধ। এই স্তরে আমরা প্রবেশ করতে পারি যদি আমরা জানি তা কিভাবে করতে হয়।

তাই সম্প্রতি আমেরিকায় আমরা সর্বশেষ এক আবিষ্কারের কথা শুনেছি ..... এমন এক যন্ত্র আছে যা লোককে সমাধি মঞ্চ করে দেয়। আপনাদের কি এর কোন অভিজ্ঞতা আছে? নেই? না? আমেরিকায় এটা বিক্রী হচ্ছে। চারশ

স্য

সমস্ত কুঁড়ে লোকদের জন্য যারা ধ্যান করতে চান না, শুধু সমাধি মগ্ন হতে চান। এখন যদি আপনারা না জানেন আমি সংক্ষেপ আপনাদের এ বিষয়ে বলছি।

তাঁরা বলেন যে এইস্ত্র আপনাকে একটা শিথিল মানসিক অবস্থায় এনে দেবে তখন আপনি উচ্চ পর্যায়ের বৃধ্যক্ষ (I. Q.) লাভ করতে পারবেন। মনে করা হয় এটা আপনাকে উচ্চ জ্ঞান ও উচ্চ বোদ্ধ দেবে তখন আপনি নিজেকে মহৎ প্রভৃতি, বলে অনুভব করবেন। এই যন্ত্রে কিছু কিছু নির্বাচিত আধ্যাত্মিক সঙ্গীত ব্যবহার করা হয় তাই আপনাকে শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। এরপর তারা কিছু সম্ভবতঃ বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রয়োগ করে যা আপনাকে উত্তেজিত করে, তখন আপনি সম্ভবতঃ আপনি কিছু আলোর ঝলক দেখতে পান তাই আপনাকে চোখ বেঁধে রাখার দরকার হয়। এই শ্রবণ যন্ত্র এবং চাঁথের বাঁধন আপনার দরকার সমাধির জন্য। এটা খুব ভালো কথা এবং চারশ ডলার — খুব সস্তা কিন্তু আমাদের সমাধি আরও সস্তা, এর কিছুই দাম লাগে না এবং এটা চিরদিনের, চিরকালের জন্য এবং এর জন্য আপনার ব্যাটারী চার্জ দিতে হয় না বিদ্যুৎ সংযোগ যুক্ত বা বিছুর করার প্রয়োজন হয় না আর খারাব হয়ে গেলে এটাকে মেরামত করার দরকার হয় না।

এখন যদিও কৃত্রিম আলো, কৃত্রিম সঙ্গীত মানুষকে এত শিথিল এবং এত জ্ঞানী করতে পারে যাতে তাদের প্রয়োজন মেটে এবং এই যন্ত্র তাই করে। কিন্তু আমি একটা সংবাদপত্রে পড়েছি এটা কি করতে পারে, আমি এটা নিজে পরীক্ষা করে দেখেনি। আমি শুনেছি এইজন্য এটার এত চাহিদা এবং এর বিক্রী এত বেশী। যদি এই সমস্ত কৃত্রিম জিনিস আমাদিকে একটা শিথিল মানসিক অবস্থায় এনে দিতে পারে এবং বৃধ্যক্ষ (I. Q.) বাড়িয়ে দিতে পারে তাহলে আপনারা অনুমান করতে পারেন প্রকৃত জিনিস আমাদের বোদ্ধলাভে কতটা সহায় করতে পারে? এই প্রকৃত জিনিসটি আছে পরলোকে এবং সেখানে সকলেই যেতে পারে যদি আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করি। এটা হলো অন্তরের দ্বর্গায় সঙ্গীত এবং অন্তরের দ্বর্গায় মুর্ছনা। আর এই সঙ্গীতের গভরনার উপর নির্ভর করে আমাদের অন্তরের আলোক এবং সঙ্গীত। যার উপর নির্ভর করে নিজেদের পরলোকের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাও পারি এবং বোধের গভীরতর হয়ে পৌঁছাও পারি।

আমার মনে হয় এটা প্রকৃতিবিজ্ঞানের নিয়মের মতো। আপনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে কোন রকেট পাঠাতে চান, তাহলে আপনাকে এর পিছনে যথেষ্ট ক্ষেপণ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। আমার যখন এটা দ্রুতবেগে উৎক্ষিপ্ত হয় তখন এটা আলোক উৎপন্ন করে। তাই আমি মনে করি যখন আমরা দ্রুত পরলোক অভিমুখে যাত্রা করি আমরাও ..... কিভাবে বোঝাব? আমি খুব বেশী চীনাভাষায় কথা বলছি। আমরা কিছু আলোকও বিতরণ করতে পারি, আমরা কিছু শব্দ শুনতে পারি। এই শব্দ হল এক ধরণের অনুকম্পন শক্তি যা আমাদের উচ্চতর স্তরের দিকে পাঠিয়ে দেয় কিন্তু এটা নিঃশব্দে শান্তভাবে একাজ করে এবং এর জন্যে তাকে কোন অশাস্তি ভোগ করতে হয় না পরলোকে যাওয়ার এই হচ্ছে পথ।

পরলোকে আমাদের পৃথিবীতে যা আছে তার থেকে ভাল কি আছে? যা আমরা কল্পনা করতে পারি, যা আমরা কল্পনা করতে পারিনা সবকিছুই আছে। একবার এটা জানতে পারলে তখন আমরা বুঝতে পারি কেহই আমাদের সঠিক কিছু বলতে পারবে না। এই ব্যাপারে আমাদের আগ্রহী হতে হবে, সত্ত্বিকারের আন্তরিক হতে হবে অন্যথায় অন্য কেহই আমাদের জন্য কিছু করতে পারবে না। যে রকম সম্মিলীত জাতীপুঞ্জের কার্যালয়ে কাজের জন্য অন্য কাউকে দেওয়া যায় না যে কাজ করবে এবং পারিশ্রমিক আপমি নেবেন। যে রকম কেউ আমাদের ভোজনে সাহায্য করতে পারে না যাতে আমরা তৃপ্ত হই। সে জন্য নিজে অভিজ্ঞতা লাভ করাই হচ্ছে পথ। যারা এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাদের আমরা বলতে শুনি কিন্তু তাতে আমাদের কোন লাভ হয় না। ভগবৎ দৃষ্টা ব্যক্তির ক্ষমতা বলে আমরা একবার কিছু সময় বা কয়েকদিন এই অভিজ্ঞতা লাভ করি তারপর কিছু আলো দেখতে ও শব্দ শুনতে পারি এবং এর জন্য আমাদের কোন চেষ্টা করতে হয় না কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দেখা বা শোনা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সুতরাং আমাদের নিজস্ব অনুভূতি দরকার

ইহলোকের বাইরে আরা বিভিন্ন লোক আছে। আমরা ঠিক উদাহরণ দিতে পারব না। তবে এটা ইহলোক থেকে একটি উচ্চস্তরের। পাশ্চাত্য পরিভাষায় একে আমরা বলি আধ্যাত্মিক ডগৎ। এই আধ্যাত্মিক ডগতে একশ বা তত্ত্বাধিক বিভিন্ন প্রকার আছে: প্রতিটি প্রকার একটি ডগৎ। ইহা আমাদের উপলব্ধির ত্রয়ের পরিচায়ক। এটা হল যেমন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই এবং তারপর

আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি পর্যায় পাঠ শেষ করি বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান আমাদের উন্নয়নের বাড়ে এবং ক্রমশ আমরা স্নাতক স্তরে উন্নীত হই। আধ্যাত্মিক জগতে আমরা অনেক তথাকথিত অলৌকিক দৃশ্য দেখি এবং আমরা সম্ভবতঃ এসিব অলৌকিক দৃশ্য দ্বারা প্রলুক্ত হই এবং আমাদেরও অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়। আমরা অসুস্থকে সৃষ্টি করিতে পারি, আমরা কখন কখনও অন্যে যা দেখতে পায় না তা দেখতে পাই। আমাদের কমপক্ষে ছয় প্রকার অন্তর্ভুক্ত ক্ষমতা আছে। সাধারণ দৃষ্টি সীমার অতীত জিনিস দেখতে পাই মহাশূন্যের সীমানার বাইরের শব্দ আমরা শুনতে পাই। দূরত্ব আমাদের কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না এটাই হল ঐশ্বরিক দৃষ্টি ঐশ্বেবরিক শৃঙ্খল। তখন আমরা মানুষের চিন্তার মধ্য দিয়ে দেখতে পাই এবং তার মনে কি আছে কখনও কখনও দেখতে পাই। পরলোকের প্রথম স্তরে উন্নীত হলে আমরা কখন কখনও এই সকল অলৌকিক শক্তি লাভ করি।

আমি আগেই বলেছি যে এই প্রথম স্তরের মধ্যে আছে আরও অনেকগুলো পর্যায় যা আমাদের এমন কিছু দেয় যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় নায় আর যখন আমরা সেই স্তরে পৌঁছাই তাহলে যেমন দীক্ষা গ্রহণের পর যদি আমরা জপ তপ করি এবং যদি আমরা এর প্রথম পর্যায়ে থাকি তাহলে আমরা আরও অনেক শক্তি লাভ করি, তখন আমরা আমাদের সাহিত্য-প্রতিভাকে উন্নত করতে পারি যা আমাদের পূর্বে ছিল না। অন্য ব্যক্তি যা জানে না এমন অনেক কিছুই আমরা জানতে পারি এবং স্বর্গ থেকে আশীর্বাদের মত অনেক কিছুই আমাদের উপর বর্ধিত হয়। সেটা কখন কখন আর্থিক হতে পারে আবার কখন কখন ব্যক্তি কেন্দ্রিক অন্যকিছু হতে পারে। আমরা কবিতা লিখতে পারি, এমন হতে পারে যে আমরা ছবি আঁকতে পারি অথবা এমন কিছু করতে পরি যা আগে আমরা করতে পারতাম না বা করার কথা ভাবতেও পারতাম না। এটা হলো প্রথম স্তর। আমরা সুন্দর কবিতা লিখতে বা সুন্দরভাবে বই লিখতে পারি। যেমন আগে ছিলাম অপেশাদার লেখক আর এখন ভালোভাবে লিখতে পারি। আমাদের চেতনার প্রথম পর্যায়ে আমরা এগুলো পাই। এগুলো কিন্তু আসলে দ্বিতীয়ের দান নয়। এইসব স্বর্গীয় জিনিয় আমাদের অন্তরে আছে তারা জেগে ওঠে কারণ আমরা তাদের জগিয়ে তুলে তারপর আমরা সেগুলোকে বাবহার করতে পারি। এগুলো হলো প্রথম স্তরের কিছু বাপার। ঠিক আছে তো?

আপনারা আরও কিছু শুনতে চান। বেশি শালো কথা। এগুলো কি আপনি আগে শুনেছেন? আর যদি শুনে থাকেন তবে কে বলেছে? হ্যাঁ, তিনি কি আর কিছু বলেছেন?

তারপর আমরা যখন উচ্চতর স্তরে পৌছাই তখন আমরা অনেক কিছু দেখি, অনেক কিছু পাই, অবশ্য আমরা সব কিছুই পাই না। কেক বা মিছরি আপনি কখনও খাননি তাই তার ভাল উপাদান সম্পর্কে আপনার জানার প্রয়োজন নেই। আমি কেবল আপনার খিদেটা একটু বাড়িয়ে দিতে চাই। যদি অস্তিত্ব এগুলো খেতে চান তা হোলো অন্য কথা। আমরা পরে আপনাদের সত্যিকারের উপাদেয় খাবার দেবো পরে। হ্যাঁ, যদি আপনারা সত্তি সত্তি সেগুলো খেতে চান।

এখন, এইস্তরে যদি দ্বিতীয় স্তরে একটু যাই, আমরা দ্বিতীয় বলছি ব্যাপারটাকে একটু সহজ করার জন্য। তাহলে আমরা প্রথম স্তর থেকে সন্তুষ্ট আরও বেশী ক্ষমতা অর্জন করবো এবং তার মধ্যে থাকবে অলৌকিকতা কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে সব থেকে আকর্ষণীয় জিনিসটা হবে বাধ্যতা এবং বিতর্কের ক্ষমতা। দ্বিতীয় স্তরে যে পৌছছে তাকে কেউ জয় করতে পারবে না কারণ তার থাকবে অসাধারণ বাধ্যতা এবং তিক্ষ্ণ ধিশক্তি।

অধিকাংশ লোক যাদের সাধারণ বুদ্ধি আছে ও সাধারণ মনন শক্তি আছে তারা এই ব্যাস্তির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন না কারণ তাঁর মেধাশক্তি অত্যন্ত উচ্চস্তরের। এটা কিন্তু আমাদের শারীর বৃত্তের মস্তিষ্কের উন্নত গঠন নয়, ইহা হচ্ছে একটা অলৌকিক শক্তি, একটা স্বর্গীয় ক্ষমতা আমাদের সহজাত অস্তরের মেধা যেটা এখন বিকাশ লাভ করতে শুরু করেছে। ভারতে লোকে এই স্তরকে বলে বুদ্ধি যার অর্থ প্রতিভার স্তর যখন আপনি এই ‘বুদ্ধি’ লাভ করেন তখন আপনি হও একজন বুদ্ধ। বুদ্ধ শব্দটা বুদ্ধ থেকে এসেছে। সংক্ষেপে বুদ্ধের অর্থ এই। আমি কিন্তু আপনাদের শুধু বুদ্ধকে বোঝাচ্ছি না এচা তার থেকে অনেক বেশী, অধিকাংশ সংস্কার মুক্ত লোককে আমরা বলি বুদ্ধ। যদি অদ্বিতীয় স্তরের বেশী না জানো তা হলে সন্তুষ্ট সে নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত ভাববে। হ্যাঁ, সে ভাববে সে একজন জীবস্তু বৃক্ত তার অনুগামীর তাকে বুদ্ধ নামে অভিহিত করবে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে যদি দ্বিতীয় পর্যায়ে উপনিষত হতে

পারে ও হলে সে ব্যাক্তির ভৃত শিশুসাত ও বর্তমান দেখাতে পায় এবং সে বাঞ্ছিতা আয় ও করে কিন্তু ঈশ্বর লোকের এইটি শেষ নয়।

ভৃত-শিশুসাত ও বর্তমান জানার এই ক্ষমতা নিয়ে কাহারও গর্বিত হওয়া উচিত নয় কারণ পাশ্চাত্য পরিবায়া অনুযায়ী এটা হলো একটা তত্ত্ব। আপনারা সবাই যারা যোগ বা কোন ধরনের যপ-তপ করেন তারা এই তত্ত্ব বুঝাতে পারবেন যেটা হলো এক ধরনের লাইব্রেরী যা এই রাষ্ট্রপুঁজির পাশের বাড়িতেই আছে। আপনারা জানেন আপনাদের লাইব্রেরীতে আরবি, রাশিয়ান, চীনা, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি সকল ভাষার বই পাশের লাইব্রেরীতে আছে। কিন্তু আপনার কি এইসব ভাষার বই পড়ার ক্ষমতা আছে? সে সব দেশে কি হচ্ছে তাকি আপনি জানতে পারবেন? সেইরকম যিনি দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করেছেন তিনি কোন একজন ব্যক্তির প্রকৃতি, নিজের জীবন দর্শনের প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারবেন।

চেতনার এই দ্বিতীয় স্তর থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আছে কিন্তু কোনও ব্যক্তি যখন দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হয় তখন তাঁর অদ্ভুত অনুভূতি হয় কারণ ইতিমধ্যে সে হয়েছে জীবস্ত ‘বৃদ্ধ’ কারণ তাঁর মধ্যে চেতনার বা বুদ্ধির উন্মেষ হয়। তখন আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি যা কোন নামে আখ্যায়িত করা যাবে না। এবং আমাদের কাছে অনেক অলৌকিক ঘটানা ঘটবে তা আমরা চাই বা না চাই, কারণ আমাদের মেধার সবে উন্মেষ ঘচেছে এবং আমরা সবে জেনেছি কীভাবে উচ্চতর পদ্ধতিতে আরোগ্য লাভ করা যায় এবং জীবনকে কীভাবে আরও সুন্দর ও ভালভাবে কাটানোর জন্য আরও ভালভাবে গড়া যায়। আর আমাদের চেতনার বা বুদ্ধির উন্মেষ ঘটেছে যাতে অতীত এবং বর্তমান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাদের প্রয়োজন মতো সজিয়ে পুছিয়ে আমরা অতীতের কোন ভুলের সংশোধন করতে পারি এবং আমাদের জীবনকে আরও ভালো করতে পারি।

আমরা যদি না জানি যে আমাদের কোন অনিচ্ছাকৃত কাজের ফলে আমাদের কোন প্রতিবেশী অস্তিত্ব হয়ে থাকেন তা আমরা এখন জানতে পারব। এটা খুব সহজ ব্যাপার যদি আমরা না জানি যে আমাদের প্রতিবেশী নিঃশব্দে আমাদের অগোচরে আমাদের কিছু ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন যার কারণ

ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଆମାଦେର ଭୁଲ ବୋକାବୁଝି ଅଥବା ଆମାଦେର କରା କୋନ କାଜ ଯା ପ୍ରତିବେଶୀର ଅପ୍ରତିକର କିନ୍ତୁ ଏଥିନ ଆମରା ବୁଝାତେ ପାରି କେନ ଏଠା ଘଟେଛିଲ, ତାରପର ବ୍ୟାପାରଟା ଖୁବ ମୋଜା। ଆମରା ପ୍ରତିବେଶୀର କାହେ ଯେତେ ପାରି, ଟୋକେ ଟେଲିଫୋନ କରାତେ ପାରି, କୋନ ଭୋଜସଭାର ଆସରେ ଟୋକେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଆମାଦେର ଭୁଲ ବୋକାବୁଝିଟା ମିଟିଯେ ନିତେ ପାରି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରେ ଗେଲେ ଆମାଦେର ଏହିରକମାତ୍ର ଏକଟା ବ୍ୟାପାର ଘଟେ। ଆମରା ନିଃଶ୍ଵରେ ନିଜେର ଇଚ୍ଛାଯ ଏହିମର ଅନୁଧାବନ କରି ଏବଂ ନୀରବେ ଏମନ କୋନ ଶକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାର ଚଢ୍ରୀ କରି ଯିନି ଆମାଦେର ଆରଓ ଭାଲୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା, ଆରଓ ଭାଲୋ ଜୀବନଧାରୀ ଏଣେ ଦିତେ ପାରି। ସ୍ମୃତରାତ୍ ଆମାଦେର ଆନେକ ଦୁର୍ଦ୍ଵିତ୍ତନା ଥେକେ ରେହାଇ ପାଇ ଏବଂ ଜୀବନେର ଅନେକ ଅବାଞ୍ଛିତ ଓ ଅପ୍ରିୟ ପରିହିତିକେ ଏଡ଼ାତେ ପାରି। ବୁଝାଲେନ ତୋ? ସଥିନ ଆମରା ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ତରେ ପୌଛାଇ ତଥିନ ଏହି ସବ ଆନ୍ଦୁତ ଘଟନା ଘଟେ।

ତାହି ଆମି ଆପନାଦେର କାହେ ଯା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଇ ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମନେ କରାର କାରଣ ନେଇ ଯେ ଏକଜନ ଯୋଗୀ ବା ତପସୀ ଏକ ଧରଣେର ରହସ୍ୟଜୀବନକ ଏବଂ ଅତି ପାର୍ଥିବ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାରା ଆମାଦେର ମନୋ ପାର୍ଥିବ ମାନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାରା ଆଭ୍ୟାସିତ ଘଟିଯେଇଛନ କାରଣ କୀଭାବେ ତା କରାନେ ହ୍ୟ ତାରା ତା ଯାନେନ। ଆମେରିକାତେ ଆମରା ବଲି ସବକିଛୁ ନିର୍ଭର କରେ କୃତ କୌଶଳେର ଉପର ତାହି ଆମରା ସବ ଜାନାନେ ପାରି। ଠିକ କଥା ଆମରା ସବକିଛୁ ଜାନାନେ ପରି ସ୍ମୃତରାତ୍ ଏଠା ଏକଧରଣେର ଲୋକାତିତ ବିଜ୍ଞାନ ଯାର ଦାରୀ ଆମରା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି। ଏଠା ଖୁବ ଆନ୍ଦୁତ ଶୋନାଛେ କିନ୍ତୁ କୋନ ଜିନିସ ଯତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରେର ହ୍ୟ ତତେ ସେଟୋ ଆରଓ ମହଜ ହ୍ୟ। ଏଠା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଲ ଗଣିତର ପ୍ରଶ୍ନ ବା ସମସ୍ୟା ନିଯେ ଫୁଲେ ବା କଲେଜ ଯାଏୟାର ଥେକେଓ ମହଜ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ — କାରଣ ଆରଓ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆହେ। ଆମି ବଲାଇ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭିତରଓ ଆରଓ ଅନେକ ସ୍ତର ଆହେ। ଆମି ଏଠାକେ ସଂକ୍ଷେପେ କରାଇ କାରଣ ସ୍ଵର୍ଗେର ସମନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଆମି ବିଶ୍ୱଦଭାବେ ବଲାନେ ଚାହି ନା। କିନ୍ତୁ ଏସବକିଛୁ ଆପଣି ଜାନାନେ ପାରାବେ ଯଦି ଆପଣି ଏମନ ଏକଜନ ଶୁରୁର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଥାକ ଯିନି ସବକିଛୁ ଜାନେନ। ତାହି ଏଠା କୋନ ଗୋପନ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣି ଜାନେନ ଯଦି ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମାଦେର ଥାମାତେ ହ୍ୟ, ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ତାର ଉପପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଆମାଦେର ପରୀକ୍ଷା କରାନେ ହ୍ୟ ତାହାନେ ପଥଟା ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ହାରେ ତାହି କଥନଓ କଥନ ଓ ଏକଜନ ଶୁରୁ ଆପନାକେ ଏକପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥେକେ ଆର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖୁବ

তাড়াতাড়ি নিয়ে যান। চলুন চলুন চলুন! কারণ শুরুগিরি নিয়ে যদি আপনার করার না থাকে তাহলে আপনার খুব বেশী শেখার দরকার নেই। এটা আপনার মাথা ব্যাথার কারণ হবে তাই আপনি শুধু যান এবং ঘরে ফিরে আসুন কারণ তাহলেও আপনার অনেক সময় লাগবে। কখনও কখনও হয়তো সারাজীবনও লাগবে। কিন্তু জানের আলোক আমরা খুব তাড়াতাড়ি পারি। কিন্তু এটা হচ্ছে, সবেমাত্র শুরু ঠিক নিজের নাম তোলার মতো। যেদিন আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হও সেদিন থেকে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কিন্তু তার সঙ্গে পি- এইচ.ডি করার কোন সম্পর্ক নেই। চার, ছয় অথবা বারো বছর পরে স্বাতক হন। কিন্তু আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি সত্ত্বিকারের একজন ছাত্র হতে চান। ঠিক কিনা? সুতরাং দুইপক্ষকে সহযোগীতা করতে হবে।

অনুরূপভাবে আমরা লোকাতিত জগতে যেতে চাই ধরণ একটু মজা করার জন্য যেহেতু আমাদের নিউইয়র্কের যাওয়ার মতো কোনও জায়গা নেই আমরা মানহাটান, লং বিচ, শর্টবিচ প্রভৃতি সম্পর্কে সব কিছু জানি। মনে করণ আমরা অপার্থিব কোন জায়গায় সেখানে কি ঘটেছে তা দেখার জন্য যেতে চাই। ঠিক আছে, যাব না কেন? যেমন আমরা মিয়ামি, ফ্লোরিডা প্রভৃতি জায়গায় যাওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করি শুধু একটু সুন্দরীজন করার জন্যে। তেমন আমরা বর্হিজগতে যাব না কেন আমাদের প্রতিবেশী প্রহকে কেমন দেখতে এবং সেখানকার লোকেরা কি করে তা জানতে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই এটা হচ্ছে একটা একধরণের ভ্রমণ, সশরীরে ভ্রমণের পরিবর্তে মানসিক ভ্রমণ আধ্যাত্মিক ভ্রমণ।

ভ্রমণ দুধরনের আছে। এটা খুব যুক্তি সন্তুষ্ট ও বোঝাও খুব সোজা এখন আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে আছি আমার আর আপনাদের কি বলা উচিত? আমার বলা উচিত এই পৃথিবীতে আমরা কীভাবে থাকব। কিন্তু তাহলে তো আমাদের অন্যালোক সম্পর্কে অবহিত থাকা দরকার ঠিক যেমন আপনি একজন আপনি একজন আমেরিকা অথবা পৃথিবীর অন্যদেশের নাগরিক এবং আপনি আপনার প্রতিবেশী দেশ কেমন তা জানার জন্যে এক দেশ থেকে আর এক দেশে বেড়াতে যান। আমার মনে হয় সন্ধিলৌক রাষ্ট্রীয়প্রক্রিয় আপনারা আগোকেই আমেরিকা বাসি নন সুতরাং আপনারা এই ডিনিমস্টা দ্বারেন। আমরা

পরবর্তীগৃহে ভ্রমণ করতে পারি বা জীবনের পরবর্তী পর্যায় জন্য যেতে পারি। যেহেতু দূরত্বটা এত বেশী যে আমরা হেঁটে বা রাকেটে করে যেতে পারি না, এমন কি আমরা উন্নত্ত্বাকি (U F O) ব্যবহার করতে পারি না। এমন জগৎ আছে যা উন্নত্ত্বাকিরও সীমার বাইরে আমাদের একটা বস্তু আছে যে কোন উন্নত্ত্বাকি থেকেও দ্রুতগামী সেটা হলো আমাদের আত্মা। কখনও আমরা একে প্রেত বলি। আমরা কোনরকম জ্বালানী ছাড়া কোনও পুলিশ ছাড়া কোনরকম ঘনাজট বা অন্য কিছু ছাড়া এটা নিয়ে যেতে পারি। আরবেরা আমাদের কাছে তেল বিক্রী করবে না এর জন্য আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। এটা কখনও বিগ্রে যায় না এবং আমরা না চাইলে এটার কেউ ক্ষতি করতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের শাশ্বত বাণী স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের চিরস্তন ঐক্যকে ভঙ্গ করলে তবেই এটার ক্ষতি করা যায় এবং এই ক্ষতি এড়ানো খুব সহজ। আমরা আপনাকে বলব কীভাবে আপনি জানতে পারেন যদি আপনি আগ্রহী হল। ছোট করে বলছি আমি গুরু নই, চিত্তিত হবেন না, আমি আপনাকে গীর্জায় নিয়ে যাচ্ছি না।

ব্রহ্মাণ্ডের কিছু নিয়ম আছে যেটা আমাদের জানা দরকার, ঠিক যেমন আমরা যারা গাণি চালাই আমাদের যান চলাচলের নিয়ম জানা দরকার। লাল আলোয় চলি এবং সবুজ আলোয় চলি, বাঁদিকে যাই, ডানদিকে যাই, রাজপথের গতি কত প্রভৃতি। সেরকম এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কতগুলি সহজ নিয়ম আছে। এই পার্থিব লোকের বাইরে কোন নিয়ম নেই, আমরা সেখানে মুক্ত নাগরিক। আমাদের মুক্ত হতে গেলে সেখানে যেতে হবে। যতদিন আমরা এই নশ্বর দেহ নিয়ে এই পৃথিবীতে থাকব ততদিন আমরা যতটা সম্ভব এইসব নিয়মকানুন মেনে চলব যাতে আমাদের কোন বিপত্তি না ঘটে তাহলে আমাদের যানের কোনও ক্ষতি হবে না এবং আমরা ভালভাবে আরও দ্রুত আরও উচ্চে উঠতে পারব।

এই নিয়মগুলো আপনাদের বাইবেল, বেদ ও ত্রিপিটক-এ লেখা আছে। সহজ নিয়মগুলো হলো আমার প্রতিবেশীর ক্ষতি করব না, প্রাণীহত্যা করব না চঁরি করব না, অশোর প্রতি অন্যায় করব না প্রভৃতি। আর আজকের ড্রাগের মতে কেবল মাদক সেবন করব না। বিংশ শতাব্দীতে বৃক্ষদের সম্মুখতে জানতেন যে আমরা কোকেন বা ই মুরগের জিনিস যাবিদ্ধার করব। তই তিনি বাল

গেছেন মাদক সেবন করো না। ড্রাগ বলতে সব প্রাণের জয়া খেলা বা আমা কোন কিছু যা আমাদের দৈহিক তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং আধ্যাত্মিক জগতের বিচরণের কথা ভুলিয়ে দেয় তাকে বুঝিয়েছেন যদি আমরা দ্রুত নিরাপদে উচ্চলোকে যেতে চাই তাহলে প্রকৃতি বিজ্ঞানের নিয়মের মধ্যে এগুলি হলো শরীরবিজ্ঞানের নিয়ম। যখন একটা রকেট উড়তে যায় তখন বিজ্ঞানীদের কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ পালাল করতে হয়। ঠিক তো? তাহলে আমরা যদি উড়ন্ত - চাকির থেকে জোরে রকেটের থেকে উপরে উন্নতে চাই, তাহলে আমাদের আরও কত সাবধান হতে হবে। কিন্তু এর কতকগুলো বিশদ ব্যাখ্যা দরকার, যদি তুমি এতে আগ্রহী হও এবং সেই ব্যাখ্যা দেওয়া হবে দীক্ষা দানের সময়। এখন আমরা আপনাকে এইসকল বাণী দিয়ে ভারাক্রস্ত করতে চাই না। কারণ আপনি বলবেন, /আমি এগুলো জানি, আমি এগুলো বাইবেলে পড়েছি, দশটি নির্দেশ\* তাই না?

প্রকৃতপক্ষে আমাদের অনেকেই এই বাণীগুলো পড়েছি কিন্তু এগুলো গভীরভাবে বুঝি না বা গভীরভাবে চিন্তা করি না। অথবা এমন ও হতে পারে, আমরা বুঝতে চাই কিন্তু যেভাবে আমরা বুঝতে চাই সেটা ঠিক না, তাই এটা কোন ক্ষতি করে না কিন্তু কখন কখন এর গভীর অর্তটা বোঝার কথা মনে করিয়ে দেয়। যেমন বাইবেলে ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পাতায় ভগবান বলেছেন আমি সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছি তোমার বন্ধু হওয়ার জন্যে, তোমাকে সাহায্য করার জন্যে, এবং তুমি তাদেরকে সাহায্য করবে। এবং তারপর তিনি বলেছেন, তিনি সমস্ত প্রাণীদের খাদ্য দিয়েছেন এবং প্রত্যেককেই স্বকীয়তা দিয়েছেন কিন্তু তিনি আমাদের সেগুলো খেতে বলেলেনি, তিনি বলেছেন — আমি ভূমিতে সমস্ত খাদ্য, সমস্ত লতাপাতা সৃষ্টি করেছি, গাছে সুদৃশ্য ও রসাল ফল ফলিয়েছি এগুলো হবে তোমাদের খাদ্য। কিন্তু অনেকেই এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেন না। তাই বাইবেলের অনুগামীদের অনেকেই এখন ও ভগবান কি বলতে চেয়েছেন তা না বলে অবস্থা থান। এবং যদি আমরা গভীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করি, তাহলে আমরা জন্মতে পারি যে আমরা আমিষ ভোজী নই। আমাদের দেহের গঠন অমুদ্রের অংশ আমাদের পাকস্থলী সবকিছুই বিজ্ঞানসম্মত ভাবে নিরামিষ খাদ্যের উপরে... করে তৈরী, অবাক হওয়ার কিছু নই অধিকৎশ ক্লাক অসুস্থ হয়, কৃত দ্রব্যক্য উপনীত হয়, ক্লাস্ট হয়, অলস, হয় কিন্তু তারা

বুদ্ধিমান এবং প্রতিভা সম্পন্ন হয়ে জন্মায়। তারা দিনের পরদিন আরো বুদ্ধিহীন হতে থাকে এবং যত বয়স হয় ততই তাদের অবস্থার অবনতি হয়। এর কারণ আমারা আমাদের বাহনের, আমাদের উড়ন্টচাকির ক্ষতি করি, তাই যদি আমরা আমাদের এই বাহনকে নিরাপদে আরো বেশি দূর নিয়ে যেতে চাই, তাহলে যথাযথভাবে এর যত্ন করতে হবে। ধরণ আমাদের এক টা বাড়ি আছে, আপনারা সবাই গাড়ি চালাতে জানেন। যদি আপনি গাড়িতে খারাপ পেট্রল দেন তাহলে কি হবে, কেমন হবে, সম্ভবতঃ এটা একটু গিয়েই থেকে যাবে, তাহলে কি গাড়ির দোষ দেবেন এটা হচ্ছে আমাদের ভুল আমরা ভুল করে অন্য জুলানী এতে দিয়েছিলাম অথবা যদি আমাদের পেট্রলে কিছু জল থাকে তাহলে গাড়িটা সম্ভবতঃ কিছু ক্ষণ চলবে কিন্তু নানান ঝামেলা হবে। ঠিক তো? অথবা যদি আমাদের তেল খুব নোংরা হয় এবং আমরা একে পরিষ্কার না করি, তাহলেও ঝামেলা হবে। কখন কখন গাড়িতে হয়ত বিহুরণ হবে, কারণ আমরা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করি না।

অনুরূপভাবে আমাদের শরীর হচ্ছে গাড়ির মতন, যেটা করে আমরা এখান থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অতি উচ্চস্থরে অনন্তের পথে যাত্রা করতে পারি কিন্তু কখনও কখন আমরা এর জগৎ করি, আমরা একে যথাযথভাবে ব্যবহার করি না। যেমন আমাদের গাড়ি, আমাদের অফিসে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বন্ধুদের কাছে যাওয়ার জন্য অথবা নানা সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্য অনেক দূরে যায়। কিন্তু তারপর আমরা তাকে দেখাশুনা করি না, খারাপ পেট্রল ভরি অথবা তেল সম্পর্কে সাবধান হই না বা জলের পাত্রের যত্ন করি না। তাহলে এটা জোরে চলবে না, বেশি দূর ও চলবে না তাহলে আমাদের উঠোনের চারিপাশে বা বাড়ির আশেপাশে বেরিয়ে বেড়াত এইটাই ঠিক, বুঝলে তো? এর ফলে গাড়ি কেনার উদ্দেশ্যই বার্থ হয়, এটা হচ্ছে আমাদের অর্থ সময় ও উৎসাহের অপচয়। তাই তো? কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না। এরজন্য কোন প্রলিশ আপনাদের অভিযোগ করবে না। এটা ঠিকই যে আপনি দূরে যেতে পার বিভিন্ন জিনিস ও বিভিন্ন দৃশ্যবলী উপভোগ করতে পারো তখন তুমি গাড়ি, তেমার আর্থের অপচয় কর।

অনুরূপভাবে আমাদের পার্টির শব্দের আমরা এই পৃথিবীতে বাস করতে পারি নি ন্তু এই পার্থিব শব্দের অন্য ক্ষেত্রে জিনিস আছে বা আমাদের

ଲୋକାତୀତ କୋନ ଥାମେ ନିଯୋ ଯେତେ ପାରେ, ତାର ଦିକେ ଆମାଦେର ସ୍ଵତ୍ତ୍ଵ ନିତି ହବେ । ଠିକ୍ ଯେମନ ଏକଜନ ମହାକାଶଚାରୀ ତାର ରାକେଟ୍ ବସେ ଥାକେନ । ରାକେଟ୍ଟା ହଛେ ତାର ସ୍ଵତ୍ତ୍ଵ, ତାକେ ସ୍ଵତ୍ତ୍ଵ ନିତି ହବେ, ସେ ଯେବେ ପ୍ରକୃତିବିଦ୍ୟାର ନିୟମ ଲଞ୍ଜନ ନା କରେ ଯାତେ ସେ ନିରାପଦେ ଏବଂ ଦ୍ରଷ୍ଟି ଉଡ଼ିତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମହାକାଶଚାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାକେଟ୍ ତାକେ ଗଞ୍ଚିତାହୁଲେ ନିଯୋ ଯାଯା ରାକେଟ୍ଟାଟି ପ୍ରଧାନ ଜିନିସ ନା ଆସିଲ ଜିନିସ ହଳ ମହାକାଶଚାରୀ । ଏଥିନ ସେ ସାଦି ଏଟାକେ ଏକଟା ବଡ଼ ଦୀପ ପରିବ୍ରମଣେର କାଜେ ବ୍ୟାବହାର କରତ ତାହଙ୍କେ ସେଟା ହତ ସମୟେର ଅପଚୟ । ଏଟା ହଳ ଜାତିର ଅର୍ଥେର ଅପଚୟ ତାହିଁ ଆମାଦେର ଶରୀରଟାଟି ହଛେ ସବଚେଯେ ମୂଲ୍ୟବାନ । କାରା ଏତେ ଆଛେ ଭଗବାନ । ମେହିଜନ୍ୟ ବାହିବେଳେ ବଲା ହେଯେଛେ — ତୁମି ଜାନନା ଯେ ତୁମି ହଛୁ ଈଶ୍ୱରେର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରେର ଅଧିଷ୍ଠାନ ତୋମାର ମଧ୍ୟେଇ ଯଦି ଆମାଦେରକେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରେର ଆବଶ୍ୟକ ବଳେ ମନେ କରି, ତାହଙ୍କେ ଭାବରେ ପାର ସେଟା କି ହାନିତ୍ୱବାହୀ ହବେ । କିନ୍ତୁ ଅବୁଲାର୍କାଇ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମି ପରେ ବନ୍ଦ ବୋବେନ ନା, ଏହି ବାକେଓର ସାହାଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରନେ ନା ଏବଂ ଏଟା ଖୋଜାର ଚେଷ୍ଟା କରେନ ନା । ଏହିଜନାଇ ଆମାର ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ଆମାର ଶିକ୍ଷକ ଅନୁମରଣ କରନ୍ତେ ଚାଯ କରଣ ତାର ଖୁଜେ ପାଇ ତାମର ଅନ୍ତରେ କି ଆହେନ ଏବଂ ପରମୋକ୍ତ କି ଆଛେ? ଦୈନିକିନ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ, ଅର୍ଥ ଉପଭାବ, ଆହ୍ଵାନ, ନାନାରକ୍ତମ ଶାରୀରିକ ସମ୍ମାନ, ସବକିଛୁ ଦେଖେ ଏଟା ଆଲାଦା ଆମାଦେର କି ଅନ୍ତରେ ଆରୋ ମୌଳିକ ଆରେ ହୀବୀନତା, ଆରୋ ଜ୍ଞାନ ଆଛେ । ଏବଂ ସାଦି ଆମରା ଏର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାର ନୃତ୍ୟ ଉପାୟ ଜାନି ଆମରା ଏଣ୍ଣିଲିକେ ଆମାଦେର କାହାର ପରି କରଣ ହେଉଛି । ସବେହି ଆମାଦେର ଅନ୍ତରେ ଆଛେ । ଏକବର୍ଷ ହୁଏ କରନ୍ତେ ଆମରା ଜାନି ନା, ଯେ ଆମାଦେର ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଛେ ଏବଂ ଆମରା ଏଟାକୁ ବିର୍ଦ୍ଦିନ ଏକ ବନ୍ଦ କୁତ୍ତିରେ ରେଖେ ଦିଯେଛି ଚାର ଚାରି କୋଥାଯ ଅଅମରା ଜାନି ନା । ଏହିଇ ମର ତାହିଁ ତଥାକଥିତ ପ୍ରଭୁ ହାଚେନ ଏକଜନ ବ୍ୟାକି, ଯିନି ଆମାଦେର ଏହି ନରଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ ଏବଂ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟ କି ଆଛେ ତା ଜାନନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର ଏର କାହିଁ ପୋଛାନେ ଏବଂ ଆମାଦେର ଯା ତଥାହୁ ତାର ପ୍ରତିତି ଜିନିସ ପର୍ଦୀନ୍ତର କରନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ର ଲାଗିବ ଏ ପର୍ବତ ଆମରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାନେ ଭାବରେ ଛିଲା ଆପନାର କି ଆମରା ଯାତେ ଆପଣିଏ ଆମାଦେର ଉତ୍ତର । ହୀ ହୀ ହେବ ହେବ ହେବ, ତାପନାର କାହନ କାହନେ, ଅନ୍ତରେ ତଥାହୁଟି କିରକମ ଆହାର ତଥାର ପରିପରା ହେବ ହେବ ହେବ ହେବ ହେବ ହେବ

ଅନୁତ୍ତ ଆପଣି ଆଗ୍ରହୀ ଯେ ଆପଣି ସେଖାନ ଯେତେ ଚାନ। ସ୍ଵତରାଂ ଏବାର ଦିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପାରେର କଥା ବରି। ଦିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସକଳ କଥା ଆମି ଏଖନାକୁ ଶେଷ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣାରା ଜୀବନ ଆମରା ସାବଦିନ ଚଢ଼ କରି ବାସ ଥାକଣେ ପାରିନା। ତାହିଁ ଦିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପର ଆମାଦେର ଧାରଣ୍ୟ ଶକ୍ତି କରାଯାଉ ହବେ ବାଦି ଆପଣାରା ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହନ ଏବଂ ଏବଂ ତମ ବାଜା କରେନ ତହାଲେ ଆପଣାରା ତୃତୀୟ ଲୋକେ ଯେତେ ପାରବେନ।

ତୁଥକଥିତ ତୃତୀୟ ପୃଥିବୀ ହଛେ ଏକଟା ଉଚ୍ଚତର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯିନି ଏହି ତୃତୀୟ ଡଗରେ ଯାବେନ ତାକେ ପାର୍ଥିବ ସମନ୍ତ୍ର ବିଷୟେ ଅନୁତ୍ତ ପକ୍ଷେ କାଲିମାୟୁକ୍ତ ହତେ ହବେ। ଆପଣାରା କି କିଛୁ ବୁଝବେନ। ଯଦି ପାର୍ଥିବ ଡଗରେ ଅଧିପତିର କାହେ ଆମାଦେର କିଛୁ ଝଣ ଥାକେ ତହାଲେ ଆମରା ଏହି ଉଚ୍ଚତର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେ ପାରିନା ଯିକି ସେମନ ସବି ଆପଣି ଦେବଶେର କାହୁଁ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ତହାକେ ଏହି ଉଚ୍ଚତର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନା ହୁଏ ଅପରି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସୀମାରୁ ପାରିବା ନା ହେବି ଏହି ପ୍ରତିଦିନ ଝଣ ବଳରେ ଆମରା ଅନେକ କିଛୁ ବୁଝି ଆମାଦେର ପାର୍ଥିବ ଡଗରେ ଅନ୍ତିମେ ଯା କରେଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯା କରେଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତେ ଯା କରବ ସବଧୁଲିହି ଏବ ଅନ୍ତର୍ଭକ୍ତି । ଏମବନ୍ଦିଲିହି ପରିଶୋଧ କରନ୍ତେ ହବେ ସେମନ ଶୁଙ୍କ ବିଭାଗେ ପରିଶୋଧ କରି । ତାରେଇ ଆମରା ଲୋକଙ୍କର ଡଗରେ ପ୍ରାବେଶ କରନ୍ତେ ପାରିବ । କିନ୍ତୁ ଆପଣାରା ବୋବେନ ଆମରା ସଥି ଦିତୀୟ ଲାକ୍ର ଥାକି ତୁଥନ ଆମରା ତାତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନେବ ଫଳେ ଦାଖା କର୍ମ କରନ୍ତେ ଶୁଙ୍କ କରି । କାରଣ ଆତୀତେର କର୍ମ ଛାଡ଼ା ଆମରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀବାନେ ଥାକଣେ ପାରିନା । ପ୍ରଭୁ ହଛେ ଦୁଃଖକର୍ତ୍ତା, ଏକଭାବର କୋଣ କର୍ମ ନେଇ, ନମେ ଆମେର ଡନ୍ୟ ତିନି ଅପରାର କର୍ମ ଥିବା କାହେନ, ଆମ ଏକଜନ ଆଶ୍ରମ ତାହାର ତିନି ମାଧ୍ୟମ ମାନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତୀର ଆଶ୍ରମ ଶୁଦ୍ଧ କରି କର୍ମକାରୀ କରି ଲୋକଙ୍କ ହତେ ପାରେନ ଭବିଷ୍ୟତେର ମନ୍ତ୍ରାବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ । ଆବର କଥନ କଥନ ଅପରାର କର୍ମ ନିଯେ ପ୍ରଭୁ ନମେ ଆମେନ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ଥୋକେ ଅପରାର କର୍ମ ଥାର କରି କଥାଟି ଆମାଦେର କାହେ କେମନ ଲାଗାଛେ? ପ୍ରଭୁ ହାସିଲେନ । ଏଟା ମନ୍ତ୍ରବ । ଏଥାନେ ନମେ ଆମାର ଆଗେ ଆପଣାର ଏହି ବେହି ଛିଲେନ । ଯୁଗ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମନ୍ଦ ଦେଖ୍ୟା ନେଇଯା କରେଛେ । ଏବଂ ତରପର ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦ ଯାନ ହରିଦ୍ଵାରା ବା ନିଜ ବାସଭୂମେର ବୈଟା ଯାଇବା ପର ତହାରେ କୁଳ ପଥର ହାତର ମେଟା ହଳ ଦିଲ୍ଲିକୁ ପରିଦ୍ଵାନ । କିନ୍ତୁ ତରପର ଏବଂ ଏବଂ ଆମର କଥାକୁ ତରପର ଆମର ହରିଦ୍ଵାରା ନା ପରବଶ ହୁଯା ଅଥବା ପରିପତ୍ରର ନିର୍ଧିରିତ କରି କି ଜଳରାତେ

চাই তখন আমরা ও ডগতে পিরে আসি? অঙ্গীতের লোকদের সঙ্গে  
সুসম্পর্কের জন্য আমরা তাদের কিছু কাছ থেকে কিছু কর্ম ধার করতে পারি।  
এটা শুধুমাত্র ধার, আর কিছু না। আমরা ধার করতে পারি এবং তারপর  
আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তা পরিশোধ করতে পারি, যতক্ষণ না এই  
পৃথিবীতে আমাদের কাজ শেষ হয়। তাই এ হচ্ছে আলাদা রকমের এক প্রভু।  
আবার আর এবং ধরণের প্রভু আছেন, যাঁরা এই পৃথিবীর লোক এবং কাজের  
দ্বারা তারা ধর্মশূরু বা প্রভু হয়েছেন ঠিক যেমন তারা স্নাতক হল। সেইজন্য  
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক থাকেন, ছাত্র থাকেন, যাঁরা স্নাতক হল এবং পরে  
অধ্যাপক আছেন, তেমনি শুরুদের মধ্যেও পার্থক্য আছে।

এখন আমরা কমলালেবুর বিচ্পুতি বেং কমলালেবু পাই, আপেলের বীজ  
থেকে আপেল পাই। তাই এগুলি হল তথাকথিত কর্ম সংস্কৃত ভাষায় একে  
বালে কর্মফল পরিশোধ বাহিবলে কর্মের কথা বলে না এবং বালে যেমন বীজ  
বুনবে তেমন ফসল কাটবে। এটা হচ্ছে এই একই কথা।

বাহিবল হচ্ছে প্রভুর শিক্ষার একটা সংক্ষিপ্ত রূপ এবং তাৰ জীবন কালও  
ছিল সংক্ষিপ্ত তাই আমরা বাহিবলে খুব বেশী এৱ ব্যাখ্যা পাই না। বাহিবলের  
অনেক বৰ্ণনা তথাকথিত নেতাদের এইসব আনন্দালঘূরে সঙ্গে শামঙ্গসা রাখার  
জন্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়েছে। আপনারা জানেন প্রতিটি বাপ্পার লোকেরা সবকিছু  
কেনা বেচা কৰে। জীবনের প্রতিটি দিকে আছে মালাল কিন্তু বাহিবল,  
সত্ত্বাকারের বাহিবল একটু আলাদা, আৱে সংক্ষিপ্ত আৱে সহজোধ্য। যা  
হোক যেহেতু আমরা এৱ অনেকটাই প্রমাণ কৰতে পারি না, তাই আমরা এ  
সম্পর্কে কিছু বলি না, যাতে লোকে আমাদের ভগবৎ দ্রষ্টা বলে তাই আমরা  
যেটুকু প্রমাণ কৰতে পারি সেই টুকুই বলি।

আপনারা তাহলে আমাকে প্রশ্ন কৰবেন, /আপনি আমাদের দ্বিতীয়, তৃতীয়  
ও চতুর্থ লোক সম্বন্ধে আমাকে বলেন। কৌতুবে আপনি তা প্রমাণ কৰবেন?  
হ্যাঁ আমি প্রমাণ কৰতে পারব। আপনারা যদি আমার সঙ্গে একই পথে চলেন  
তাহলে আপনারা একই জিনিস দেখবেন। কিন্তু আপনারা যদি ন চলেন তাহলে  
আমি এটা প্রমাণ কৰতে পারব ন। সেইজন্য আমি এইসব কথা কলতে নাহিন  
কৰত্ব কাহল এব প্রমাণ আছে, পৃথিবীৰ সৰ্বত্র হাজাৰ ইচ্ছাৰ অন্ধমিদে

কাজে এর প্রমাণ আছে। অন্যথায় আপনারা বলতে পারেন না /ওহে আপনি আমাদের হয়ে হাঁটুন এবং আমাদের সবকিছু বলুন এবং দেখান\*। তা আমি পারব না।

ধরুণ আমি সন্ধিলীত রাষ্ট্রীয়পুঞ্জের এই কক্ষে নেই তাহলে এই কক্ষ সম্পর্কে আপনারা যত কিছুই বলুন না কেন তাতে কিছু যায় আসে না কারণ এর কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাই আমাদের চলতে হবে এমন একজনের সঙ্গে যিনি একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক। এই কক্ষে আমার কিছু অনুগামি আছেন যাঁরা অন্যদেশের নাগরিক। আমি এখনই যা আপনাদের বললাম তার আংশিক বা পূর্ণ অভিজ্ঞতা তাঁদের কারও কারও আছে। হ্যাঁ তাই তৃতীয়লোকেই সব নয়। আমি যা আপনাদের বলেছি তাহা একটা অংশমাত্র। এটা হচ্ছে একটা চলতি গল্প যাতে খুব সামান্য অংশেরই বর্ণনা আছে এবং তাও বিশদভাবে নয়। যখন আমরা কোনদেশের একটা বিবরণ বইতে পড়ি তার দ্বারা প্রকৃত দেশটাকে জানা যায় না। তাই পৃথিবীর বিভিন্নদেশের বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনী আছে কিন্তু তবুও আমরা সেখানে যেতে চাই।

আমরা স্পেন, গ্রিস প্রভৃতি দেশের কথা আমরা জানি, কিন্তু তা শুধু চলচিত্র ও পুস্তকের মাধ্যমে। কিন্তু যদি আমরা এখানে যাওয়ার আনন্দ উপভোগ করতে চাই তাদের দেওয়া খাবার, তাদের সুস্থাদু সুমুদ্রের জল, তাদের মনোরম আবহাওয়া, তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ জনগণ এবং সর্বধরনের পরিবেশের কথা আমরা শুধু বই পড়ে জানতে পারি না।

যা হোক মনে কর আপনি তৃতীয়লোক পাড় হয়ে এসেছেন তারপর কী আছে? আপনি অবশ্যই আরও উচ্চে, চতুর্থলোকে যাবেন এবং এই চতুর্থলোক অসাধারণের থেকেও বেশী। জগৎপিতার অসম্মতি উৎপাদনের ভয়ে সরভাষায় সাধারণ লোকের কাছে এসব জিনিস বলা যাবে না। কারণ যদিও এর কিছুটা বিদ্যুৎবিহিন নিউইয়র্কের রাত্রির চেয়েও অন্ধকার কিছু স্থান আছে এই জগৎ অন্তর্মুদ্র। আপনি কি অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত নিউইয়র্ক শহরকে সম্পূর্ণভাবে দেখেছেন? হ্যাঁ এটা তার চেয়ে অন্ধকার। কিন্তু আলোর কাছে পৌছানের আগে এটা আপনার কাছে আরও অন্ধকার লাগবে এটা একটা পরিত্যক্ত নগরীর তো। দীর্ঘেরের জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করার আগে আমাদের

সেখানে পথ ব্রোঢ় করা হবে কিন্তু একজন অভিজ্ঞ প্রথম থাকলে আপনি এটা পাড় হয়ে যেতে পারবেন অন্যথায় সেই জগতের পথ আমরা খুঁজে পাব না।

অঙ্গীকৃত বিভিন্ন পর্যায় চামরী যখন প্রৌঢ়েই তখন চামরীর জীবনে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক বা দৈহিক পরিবর্তন ঘটে তা নয় আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তি আর আমাদের জীবনের সবকিছুরই পরিবর্তন আমরা অন্তর্ভুক্ত করি। আমরা জীবনকে আলাদাভাবে দেখি, আলাদাভাবে চলি এবং আলাদাভাবে কাজ করি। এমনকি আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলো একটা নতুন অর্থ নিয়ে আসে এবং আমরা বুঝতে পারি আমরা এই কাজের ধারাকে বদলাব কেন। আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারি তাই আমরা চক্ষণ বা উত্তীজিত হই না কিন্তু আমরা অত্যন্ত ঐক্যবন্ধভাবে এবং দৈর্ঘ্য সহকারে পৃথিবীতে আমাদের কাজ শেষ করার জন্য অপেক্ষা করি। কারণ আমরা জানি আমরা পরবর্তী জগতে যাচ্ছি। আমাদের জীবনে আমরা এটা জানতে পারি একেই বল্ল হয় বেঁচে নয়ে থাকা। আমি মনে করি আপনাদের কেউ কেউ এধরণের কথা আপনারা আগে শুনছেন কিন্তু আমরা এমন কোন ধর্মশূরুকে জানি না যিনি অন্য কিছু বলতে পারেন, (প্রভু হসলেন)। শুধু আমাদের অন্তরের অভিজ্ঞতার প্রকৃত আনন্দকে উপভোগ করা ছাড়া একটা মার্সেডিজ বেন্জ গাড়িকে অন্য কেউ কীভাবে অন্যভাবে বর্ণনা করবে। ঠিক কিনা? এটা কে হবেই। যাদের মার্সেডিজ বেন্জ গাড়ি আছে যে বেন্জ জানে সে একই ভাবে বর্ণনা করবে। কিন্তু সেটা বেন্জ জানে সে একইভাবে বর্ণনা করবে। কিন্তু সেটা বেন্জ নয়।

যদিও আমি আপনাদের সম্মে খুব সরলভাষ্যায় কথা বলছি এ-গিনিসগুলো কিন্তু খুব সাধারণ ন্য। নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজেদের কর্ম এবং আন্তরিকতা দিয়ে এবং অন্যের উপদেশ নিরাপদ। যদিও এমন কখনও কখনও ঘটে, হয়ত লাখে একটা যে আমরা এটা নিজেরা করতে পারি কিন্তু তাতে ঝুঁকি, তাতে আছে বিপদ এবং এতে নিরাপদ নিশ্চিহ্ন ফলও পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ অঙ্গীকৃত সুইভেন বর্গের কথা ধরুণ, তিনি নিজেই এটা করেছিলেন অথবা এমন হতে পারে তিনি হয়ত ভেবেছিলেন তিনি নিজেই এক এটা করবেন, কিন্তু আমি পড়ি জানতে পারি যে কিছু লাক হুকের বিপদ এবং কার্যকল ছাড়া একাছ করতে পারেনি এবং তাদের সকলে উচ্চতরে প্রেরণা প্রযুক্তি,

ଏହି ଆପନି ଆରା ଉଚ୍ଛବେ ପୌଛନେ ଚତୁର୍ଥପର୍ଯ୍ୟାୟୋର ପରେ ଆପନି ଧାନ ଉଚ୍ଚତରଲୋକେ । ଏହି ପଞ୍ଚମାଲୋକ ହଲୋ ପ୍ରଭୁର ବାସହାନ ସମ୍ମତ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କା ଏହି ହୁର ଥେବେଇ ଆମେନ । ଯଦିଓ ତାଦେର ହୁର ପଞ୍ଚମ ହୁରର ଥେବେଇ ଉଚ୍ଛତର ତବ୍ବେ ତାର ମେଖାଶୋଇ ଥାକିବେନ । ଏଟା ହାଚେ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କର ବାସଭୂମି ଏବଂ ତାରପରେ ଦୈଶ୍ୱରର ଅଳା ଅନେକ ଜଗତେ ଆଛେ ସେଇଲେ ଉପଲବ୍ଧି କରା କହିଲା । ଆମର ଭୟ ହାଚେ ଆମି ଆପନାଦେର ବିଦ୍ରାଷ୍ଟ କରାଛି । ତାଇ ସମ୍ଭବତଃ ଆର ଏକମମ୍ଭୟ ଆମି ଆପନାଦେର ବଲବ ଏବଂ ତା ହୁଅତେ ଦୀକ୍ଷାଦେର ପରେ ସଖନ ଆପନାରା ଆର ଏକଟ୍ଟ ମାନସିକଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବେନ । ତଥନ ଆମି ଆପନାଦେର କଳନାର ବିଷୟେ କିଛୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଜିନିମେର କଥା ବଲବ । କୌତ୍ତାବେ କଥନାମ୍ବ କଥନାମ୍ବ ଦୈଶ୍ୱର ମନ୍ଦରେ ଭାସ୍ତ ଧାରଣର ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ତାଇ ଆମି କିଛୁ ପ୍ରକାଶ ଚାଲି, ଆପନାରା କେଉଁକି କିଛୁ ଡିଙ୍ଗାମୀ କରିବେବେ ଯଦି ଏଟା ଆପନାଦେର କାହିଁ ଏକବେଳେ ମନେ ହୁଯ ତାହଲେ ଆପନାରା ଆମରେ ବାହିରେ ଛୁଟେ ଫେଲେ ଦିଲ୍ଲେ ପାରେନ (ପ୍ରଭୁ ହାସିଲେନ) । ଆମିଓ ଯେତେ ପାରନେ ମୁଖୀ ହବ । ଦୟା କରେ କୋଣ ପ୍ରକାଶ କରଣ ଏକଟ୍ଟ ଦେରୀ କରନ ମାହିକ ଯାଚେ ଯାତେ ଲୋକରା ଆପନାଦେର କଥା ଶୁଣାତେ ପାଇ ।

**ପ୍ରଶ୍ନ—** ଆପନି ବଲେଛେନ ଶୁଣ ଲୋକର କାହିଁ ଥେବେ ତାର କର୍ମ ଖଣ କରେ ନିତେ ପାରେନ କିନ୍ତୁ ଏର ଫଳେ ଏହି ଲୋକଦେର କର୍ମ ଲୋପ ପାଇ । ମେକେତେ ଏହିମର ଲୋକଦେର କି ହୁବେ ?

**ପ୍ରଭୁ—** ଶୁଣ ଯେ କୋଣମ୍ବ ଲୋକର କର୍ମ ଲୋପ କରାତେ ପାରେନ, ଅବଶ୍ୟା ତିନି ଯଦି ତା ଚାଲ ଅଳ୍ପକୁ ଦୀକ୍ଷାର ମନ୍ଦ ମନ୍ମତି ଶିଷ୍ୟକେ ତୁର ଅତୀତ କର୍ମ ତାଗ କରାତେ ହୁଯ । ଆମି ଶୁଣୁ ତୋମାଦେର ବର୍ଣ୍ଣନାନ କର୍ମଫଳ ରେଖେ ଯାଇ ଯାତେ ତୋମରା ବେଳେ ଥାକାତେ ପାରୋ । ଅନ୍ୟାଯ ତୋମରା ମାରା ଯେତେ । କର୍ମଫଳ ଛାଡ଼ା କୋଣମ୍ବ ଲୋକ ଏଖାନେ ବୀଚାତେ ପାରେ ନା । ମେଇଜନ୍ୟା ଶୁଣକେ ସବ ମଧ୍ୟତି କର୍ମଫଳ ଲୋପ କରାତେ ହୁଯ । ଏର ପାଇଁ ମେଇ ବ୍ୟାଙ୍ଗି ହୁଯ ଶୁଣ । ମାନ୍ଦା ଏକଟ୍ଟ କର୍ମଫଳ ତାର ଭଲ ରେଖେ ଦେଇଯା ହୁଯ ଯାତେ ଯେ ବେଳେ ଥାକାତେ ପାରେ ଏବଂ ଜୀବନେ ଯା କିଛୁ କରାର କରାତେ ପାରେ ଏବଂ ତଥପର ମରମ୍ଭୟ ମେଇଜନ୍ୟା କେ ବେଳେ ଥାକାତେ ପାରେ ଅନ୍ୟାଯ କେ କେବଳ ବୀଚାତେ ଏମନ୍ତକୁ କେ ଯଦି ଶୁଣ ହୁଯ ତାହଲେ କେ କଟେ ? ଶୁଣ ? ଆର ଏହି ଅଟେତୁ ଡୀବନ କରନ ଛିଲ ?

প্রশ্ন — আপনাকে ধন্যবাদ।

প্রভু — আপনাকে স্বাগত জানাই। খুব ভাল প্রশ্ন। তাই আমার মনে হয় আপনি খুব মন দিয়ে শুছিলেন। আর কিছু আছে? বলুন।

প্রশ্ন — আপনার তপস্যার লক্ষ্য কী?

প্রভু — লক্ষ্য কি? আনি আপনাদের বলি, এই লোকের অতীত ঈশ্বরলোকে ফিরে যাওয়া, নিজের জ্ঞানকে জানা এবং আরও ভাল মানুষ হয়ে জীবন কঠানো।

প্রশ্ন — সব জায়গায় কি কর্মফল আছে?

প্রভু — না, সবজায়গায় নেই। দ্বিতীয় জগৎ পর্যন্ত আছে, কারণ সেই দ্বিতীয় জগৎ মন, অমাদের মস্তিষ্ক যেটা আমাদের কম্পিউটার তা তৈরী হয়। আমরা যখন উচ্চতর পর্যায় থেকে এই পার্থিব পর্যায়ে নেমে আসি তখন ধরে নেওয়া হয়, আমাদের কিছু কাজ করতে হয়। ঠিক কথা। যেমন আমাদের প্রভুকেও পঞ্চম পর্যায় থেকে এই পার্থিব জগতে নেমে আসতে হয়। তারপর তাঁকে দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং সেখান থেকে এই কম্পিউটার নিয়ে তাঁকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় যাতে এই পৃথিবীতে সঠিকভাবে কাজ করা যায়। ঠিক যেন, সমুদ্রে ডুব দেওয়া এক ডুবুরি, তাকে মুখোস, অঁজিন সবকিছু নিয়ে তৈরী হতে হয়। তাকে দেখতে অসুবিধা না হলেও সে যখন গ্যাস মুখোস, ডুবুরির পোশাক প্রভৃতি পরে তখন তাকে একটা ব্যাঙের মতো দেখায় ঐভাবেই আমরা কখনও, কখনও আমাদের এই কম্পিউটার দিয়ে আমাদের বাঁধা বিপত্তি গুলোকে দেখি। অন্যথায় আমরা দেখতে বেশ সুন্দর্য। যদিও আপনি ভাবেন আপনি এখন দেখতে বেশ সুন্দর, আপনার প্রকৃত অবস্থার সাথে তুলনা করতে আপনি বেশ কুঁঁসিত। বুঝলেন। কারণ এই কর্মসাগরে ডুব দেওয়ার জন্য আমাদের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি লাগে এবং আমাদের উপযুক্ত পোশাক পড়তে হয়। সুতরাং দ্বিতীয়লোক পার হ্বার পর উচ্চতরলোকে যাবার জন্য আমাদের এই কম্পিউটারকে এখানে ফেলে যেতে হয়, সেখানে এর আরে কোনো প্রয়োজন নেই। ঠিক যেন, একজন ডুবুরি তীরে পৌঁছেনোর পর তাঁর গ্যাস মুখোস বা সাঁতারের সমস্ত সরঞ্জাম খুলে রেখে দেয় এবং সে আগের মতো করে সব দেখে। আপনি চাহিলে বলতে পারেন। এদিকে আসুন, আমাদের

একটা মাত্র মাইক্রোফোন আছে এবং সেটাও খুব ভাল নয়।

প্রশ্ন — আপনাকে ধন্যবাদ, প্রভু। আপনি বলেছেন যে দ্বিতীয় লোকের শেষে উচ্চতর লোকে যাওয়ার আগে, আপনাকে সকল কর্মফল ত্যাগ করতে হবে এর মানে কী এই যে, অতীত জীবনে, সমস্ত কর্মই এই কর্মের অন্তর্গত?

প্রভু — হ্যাঁ, কারণ নিখে রাখার মতো কোনো কম্পিউটার নেই। আমাদের আছে শুধু কর্ম, আছে মন, আছে মস্তিষ্ক আর আছে সেই কম্পিউটার আমাদের পার্থিব জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করে রাখে। সেইজন্য আমরা এটাকে নেব। ভালো হোক বা খারাপ হোক আমরা তা সেখানে লিখে রাখব। একেই আমরা বলি কর্ম। কর্ম কি? কর্ম হল আমাদের ভালো অথবা খারাপ অভিজ্ঞতা, আমাদের প্রতিক্রিয়া এবং জীবনে অভিজ্ঞতা লাভ করতে শেখা। যেহেতু আমাদের একরকম তথ্যকথিত বিবেক আছে; আমরা জানি আমাদের ভালো হওয়া উচিৎ। কিন্তু তাও আমরা মাঝে মাঝে খারাপ কাজ করি। সেই জন্য আমরা বলি গুটাই কর্ম। মাধ্যকর্ষনের নিয়ম অনুযায়ী, খারাপ কাজগুলো তখন বোঝার মতো, আবর্জনার মতো আমাদের উপর চেপে বসে, এরা আমাদের নীচের দিকে টানে, আমাদের পাহাড়ে উঠতে দেয় না। বুঝলেন তো? বিভিন্ন জাতির মধ্যে আছে অনেক নৈতিক শৃঙ্খলা, অনেক নিয়মকানুন, অনেক প্রথা, অনেক আচার অনুষ্ঠান। এইগুলো আমাদের ভালো খারাপের এইসব তথ্যকথিত ধারণার মধ্যে বেঁধে রাখে। এবং ঐভাবে চিন্তা করা আমাদের অভ্যাস হয়ে যায়, আমরাও সেইমতো চলি। খারাপ কিছু করলে তার জন্য আমরাই দাবী, আমরাই দুর্জন এবং সবকিছুই এখানে লেখা আছে। এর জন্যই আমরা দেশান্তরে গিয়ে বাস করি এবং প্রাকৃতিক জগৎ বা একটি উচ্চতর জগতের মধ্যে বাঁধা পড়ি কিন্তু তা খুব উচ্চতর নয়। আমরা যথেষ্ট স্বাধীন নই আবার উপরে ভেসে থাকার মতো যথেষ্ট লঘুও নই। এইসব ধারণা বা পূর্বধারণার জনওই এসব হয়। বুঝলেন তো?

প্রশ্ন — আমাদের জন্মের সময়ই কি পূর্ব থেকে হির করা থাকে যে আমরা একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত পৌঁছাব?

প্রভু — না। আমাদের জোরে অথবা আস্তে চলার স্বাধীনতা আছে। যেমন ধরণ আপনার গাড়ী। আপনি তাতে ১০০ লিটার পেট্রল দিলেন। আমি জানি না

আপনার গাড়ীতে আপনি কতটা নেন। আনি গাড়ী চালাতেও জানিনা কিন্তু আপনি এতে করে দ্রুত গত্বয় হলে পৌছতে পারেন। আবার দেরীতেও যেতে পারেন। ঠিক আছে, এটা আপনার উপরই নির্ভর করছে।

প্রভু — জানলার পাশের ঐ যে ভদ্রলোক, আপনি কি আরও কিছু বলতে চান?

প্রশ্ন — আচ্ছা, আমি আপনার কাছে জানতে চাই দেবদূতেরা কোন্ত স্থরের।

প্রভু — তারা কোন্ত স্থরের? এটা নির্ভর করছে তারা কি ধরণের দেবদৃত?

প্রশ্ন — ধরণ তারা বেশ দয়িত্বপূর্ণ দেবদৃত।

প্রভু — হ্ম্ম। দয়িত্বপূর্ণ দেবদৃতেরা দ্বিতীয় স্তর পর্যন্ত যেতে পারে। দেবদৃতেরা মানুষের থেকে মর্যাদার, আত্মসম্মানে হীন। তাদের কাজ আমাদের সেবা করা।

প্রশ্ন — আচ্ছা তারা কি কখনও তার বাইরে যায় না?

প্রভু — না। শুধুমাত্র যখন তারা মানবদেহ ধরে তখন ছাড়। তারা সবাই মানুষের প্রতি ঈর্ষাপরায়ম, কারণ ভগবান মানুষের মধ্যে অধিষ্ঠান করেন। ভগবানের সাথে একাত্ম হওয়ার সব সুযোগ আমাদের আছে। কিন্তু দেবদৃতদের তা নেই। এটা খুব জটিল জিনিস। আমি আপনাদের আর একদিন এ সম্বন্ধে বলব। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আমাদের জন্য অঅপনারা জানেন বিভিন্ন রকমের দেবদৃত আছে। যদি তারা ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্টি হয়, তাহলে তারা আমাদের সেবা করার জন্য তৈরী হয়েছে। বুঝলেন তো? তার বাইরে তাদের যাওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু তারা যেতে পারে। কখনও কখনও কিছু জিনিস উন্নতির কোনো ব্যবস্থা না রেখেই তৈরী করা হয়। ধরণ আপনার বাড়িতে আপনি কিছু করেছেন সেটা আপনার আরামের জন্য অঙ্গুত তাই না, যেমন মনে করুন আপনি ঘর, বাড়ী, বাগানের সব আলো জুলাতে নেভাতে করতে পারেন। টি. ডি. চালাতে বা বন্ধ করতে পারেন কারণ আপনি নিজেই এটা আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু এটা শুধু আপনার কাজে লাগবে। যদিও কোন কোন বিষয়ে এটা আপনার থেকেও ভালো কাজ করতে পাবে যেমন এটা এখানে বসে সবকিছু নিরস্ত্রণ করতে পারে এবং আপনি সেটা মানবিক প্রচেষ্টার পারেন না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এটা আপনার থেকে ভার বুঝলেন? এটা শুধু

আপনার কাজের জন্যই তৈরী হয়েছে। যদি এটা আপনা থেকে ভালো হয়, তাহলেও এটা কখন মানুষ হতে পারে না, এটা হলো কম্পিউটার। ঠিক তো?

প্রশ্ন — প্রভু চিং হাই আমি জানতে চাই এই যে এখানে আমার শরীর ধারণ করে আছি, এমন কিছু কি হতে পারে যে আমরা এই শরীর থেকে আগেই মুক্ত হতে পারি? আমরা কি সবসময় এই অবস্থাতে ছিলাম বা পূর্বে এর থেকে ভালো অবস্থাতে ছিলাম। তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে ভালোভাবে বা ভালো লক্ষণ কি?

প্রভু — শরীর ত্যাগ করা এবং এগিয়ে যাওয়া, হঁয় আমরা পারব যদি আমরা জানি কিভাবে তা করতে হয়। এই শরীরকে ফেলে রেখে পরলোকে যাওয়ার অনেকরকম পদ্ধতি আছে। কেউ বেশিদূর যায় না, কেউ খুব দূরে যায় আবার কেউ বা শেষ পর্যন্ত যায়। তাই আমার যখন বয়স কম ছিল আমি এই বিষয়ে বিভিন্ন রকম গবেষণা করেছি যদিও আমাকে তখন তরঙ্গী দেখাচ্ছে আপনারা জানেন তখন কিন্তু আমি তরঙ্গী ছিলাম। এখনে আমাদের পদ্ধতিটি সব থেকে ভালো এবং এই পদ্ধতি দ্রুতম প্রাপ্ত পর্যন্ত প্রযোজ্য। অন্য অনেক পদ্ধতি আছে যদি আপনি তার অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান, করতে পারেন। বাজারে অনেক আছেন কেহ যান অ্যাধ্যাত্মিক জগতে, কেহ যান আরো দূরে তৃতীয় বা চতুর্থলোকে, কিন্তু খুব বেশি লোক পঞ্চমলোকে যেতে পারেন না। তাই আমাদের পদ্ধতি, আমাদের প্রথা হলো তোমাকে মুক্তি দেওয়ার আগে তোমাকে পঞ্চমলোকে নিয়ে যাওয়া এর ওপারে পঞ্চমলোক পার হয়ে বিভিন্ন ঐশ্বরিক বিষয়ের দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারি কিন্তু সেটা সব সময় আনন্দের হয় না।

আমরা সবসময় ভাবি যত উপরের স্তরে যাওয়া যায় ততই ভালো। কিন্তু এটা সবসময় ঠিক না। যেমন আমরা কখনও কখনও খুব সুন্দর স্থানে যাই, গুরুর বাসগৃহে আমাদের আমন্ত্রণম জানোনো হয় আমরা সেখানে উপবেশন করি, আমাদের দেওয়া হয় শীতল পানীয়, ভাল ভাল খাদ্য ও আরও অনেক কিছু। তারপর আমরা ভাবি আমরা বাড়ীর ভিতরে গিয়ে কিছু দেখব। আপনি যদি সাহস করে অবর্জনার মধ্য দিয়ে ভিতরে যান আপনি অনেক কিছুই জানতে পারেন। সব সময় এর খুব দরকার নেই। আপনারা জানেন বাড়ীর পিছনে

একটা ঘর আছে যেখানে বিদ্যুৎ তৈরী হয়। সেখানে গেলে আমরা তড়িতাহত হই ও মারা যাই। তাই সব সময় আরও গভীরে যাওয়ার কথা বলা যায় না, দরকারও নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সেটা আমরা করতে পারি। ঠিক তো?

প্রশ্ন — প্রভু চিঙ হাই, আমার দুটো প্রশ্ন আছে। একটা হোলো যদি আপনি গত জীবনের কথা জানতে চান কোন্ জগৎ থেকে গত জীবনের স্মৃতি আসে দ্বিতীয়টি অতীত জীবনের সঙ্গে কর্মফল কিভাবে যুক্ত?

প্রভু — আপনার বর্তমানের সঙ্গে। আপনার কর্মের সঙ্গে।

প্রশ্ন — বর্তমান কর্মের সঙ্গে, বর্তমান ধীশক্তির সঙ্গে এগুলো কি বাড়তি বোঝার অংশ?

প্রভু — হাঁ, হাঁ এদের মধ্যে সম্পন্ন আছে। প্রথম প্রশ্ন হোলো অতীত কর্মফল আসে কোথা থেকে?

প্রশ্ন — গতজীবনের স্মৃতি থেকে, তাই না?

প্রভু — এটা নিশ্চিত যে আপনার বিগত জীবনের কথা আপনি জানতে পারেন। এবং আমি আপনাকে বলেছি যে অতীত জীবনে তথ্য আসে পূর্বসংক্ষিত তথ্য থেকে। এটা হোলো দ্বিতীয় লোকের একটা লাইব্রেরীর মত। যারা সেখানে যায় তারই সেখানে প্রবেশ করতে পারে। সবাই সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের লাইব্রেরীতে প্রবেশ করতে পারেন না, কিন্তু আজ অন্তত আমি পারবো কারণ আমি এখানে আমন্ত্রিত হয়েছি সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে কিছু বলার জন্য। ঠিক তো? সবাই এখানে আসতে পারেন না, কিন্তু আপনি পারেন কারণ আপনি এখানকার একজন বাসিন্দার মতো। হ্যাঁ, আমরা যখন প্রথম লোকে প্রবেশ করি তখন আমরা পূর্বজীবনের কিছু কিছু জানতে পারি। কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু না, বা সম্পূর্ণ কোন চিরণও নয়। এটা হোলো, অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান জীবনকে খাপ খাওয়ানোর একটা প্রচেষ্টা। অনুরূপভাবে অতীত জীবনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আপনাকে ভয় পাইয়ে দেবে যখন আপনি দেখবেন বর্তমানের কোন লক্ষণ পূর্বজীবনে মত একইরকম। যেমন দেখুন — দুর্দলিত্বে যদি আপনি এই নিঁড়ি থেকে অন্ধকারে পড়ে

যান এবং অত্যন্ত আঘাত পান এবং অন্য কেহ আপনাকে কোন সাহায্য না করে তাহলে যখনই এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবেন তখনই আপনার ভয় করবে বিশেষ করে যখন নীচে অঙ্ককার নাকরে তখন আপনি ভাববেন — নীচে যাবো কি যাবো না । পূর্বজন্মে যদি আপনি কোনও গভীর বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণা বা পড়াশুনা করে থাক, এ জীবনে আপনি এবিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহ বোধ করবেন । এটা একরকম চীনা কথার জড়তা দূর করার ব্যবস্থা (হাসে) । আমি দৃঢ়খিত, আমার ইংরাজী কি আপনারা ভালো বুঝতে পারছেন? (শ্রোতাগণ — হ্যাঁ) ঠিক আছে, আপনাদের ধন্যবাদ । তাহলে আপনারা এখনও বিজ্ঞান গবেষণার প্রতি আগ্রহ অনুভব করছেন যদিও আপনার কোন বৈজ্ঞানিক নন । এই রকম কোনও জিনিষ — মোজার্ট ছিলেন এইরকম এক প্রতিভা যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র চার বছর । তিনি সরাসরি পিয়ানো বাজাতে গেলেন এবং এখনও তিনি একজন বিখ্যাত শিল্পী । তিনি একজন প্রতিভা ছিলেন । কারণ প্রভু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব জীবনগুলিতে তিনি যোগ অভ্যাস করেছিলেন । তারপর তাঁর মৃত্যু হয় । তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় পৌঁছাবার আগেই মারা যান । এবং এই জীবন ত্যাগ করে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ তিনি সঙ্গীত ভালোবাসতেন । তাই তাঁর পূর্ণজন্ম হয় এবং অতীত সঙ্গীত প্রতিভার সবকিছুই সঙ্গে নিয়ে আসেন । কারণ মৃত্যুকালে সঙ্গীত সাধনা চালিয়ে যাওয়ার তাঁর প্রবল ইচ্ছা ছিল । এই সমস্ত লোকেদের কেউ কেউ দ্বিতীয়লোক বা আধ্যাত্মিক লোক থেকে অনেক জিনিস শিক্ষা করেছিলেন এবং সেটা পূর্ণর্জন্মের আগে । সেইজন্য তাঁর অশ্চর্যভাবে বিজ্ঞান, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিভা সম্পন্ন । অন্য লোকেরা এটা জানত না । একধরণের অত্যন্ত আসাধারণ আবিষ্কার যা অন্য লোকেরা বুঝতেও পারতেন না । এমনকি আবিষ্কারের কল্পনাও করতে পারতেন না । তাঁরা পেরেছেন কারণ তাঁরা এগুলো দেখেছেন বা শিখেছেন । তাহলে এই পৃথিবীর অতীত জগতে দুই ধরণের শিক্ষা আছে । যারা প্রতিভাবানদের মত দৈবশক্তি সম্পন্ন তাঁরা লোকাতীত দক্ষতা নিয়ে আসেন । যাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক বা দ্বিতীয়লোক এবং কখন কখন ইচ্ছা করলে তৃতীয়লোক থেকেও তিনি আসতে পারেন । এরই হলেন প্রতিভাবান । বুঝলেন?

প্রশ্নঃ — আপনার দীক্ষা বলতে কি বোঝায় । এবং দীক্ষা নেওয়ার পর

দেনন্দিন জীবনে কিছু করতে হয় ?

প্রভুঃ — প্রথমতঃ এটা দেওয়া হয় বিনামূল্যে এবং এর জন্য কোন বিধিনিষেধ নই। শুধু আপনার আত্মসংযম দরকার। যদি আপনি আরো এগিয়ে যেতে চান। ই শত্রু — কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই, কোন যোগ সম্পর্কেও বা জপ তপ সম্পর্কে পূর্বের কোন জ্ঞানের প্রয়োজ নেই তবে আপনাকে আজীবন নিরামিয়ত্বেজী হতে হবে। ডিম নয় দুধ, পনীর। যাতে প্রাণী হত্যা না হয় এমন যে কোন জিনিষ। ডিম নয় কারণ এতে অর্ধেক প্রাণী হত্যা করা হয়। এছাগা এর এমন একটা প্রভাব আছে যার দ্বারা নিষিদ্ধ শক্তিকে আকর্ষণ করে। আপনারা জানেন সেইজন্যওই সাদা বা কালো চামড়ার যাদুকরদের অনেকে মোহবিষ্ট লোকেদের কিছু কিছু প্রতিভার আকর্ষণ করে নেওয়ার জন্য ডিম ব্যবহার করতেন। এটা আপনারা জানেন না জানেন না ? আপনারা জানেন — চমৎকার। অবলিষ্ঠে জ্ঞান বা বোধ না দিতে পারলেও আমি তাৎক্ষণিক প্রমাণ তো দিতে পারবো (হাসে)। এবং দীক্ষার পর বা দীক্ষার সময় আপনি ঐশ্বরিক জ্যোতি বা ঐশ্বরিক শব্দ দেখতে বা শুনতে পান। আপনার আত্মার শক্তি আপনাকে চেতনের উচ্চতর স্তরে নিয়ে যায়। আপনি সমাধি কি বুঝতে পারবেন, — যা হল গভীর শান্তি ও আনন্দ, তারপর আপনি ঘরে এসে যোগ অভ্যাস করতে থাকেন এবং আপনি যদি এ বিষয়ে আস্তরিক হন আর যদি না হল আমি আপনাকে জোর করব না বা বিরক্ত করব না। যদি আপনি এটা চালিয়ে যান এবং আমার সাহায্য চান তাহলে আমি সেটা দিয়ে যাব। আর যদি অপনি সেটা না চান তাহলে তাও ভালো। দিনে দু-আড়ই ঘণ্টার জপ-তপ সকালে ঘূর থেকে উঠুন, শোবার আগে দু-ঘণ্টা জপ-তপ করুণ, দুপুরে খাওয়ার সময়ও আধঘণ্টা করা যেতে পারে। সকালবেলায় একঘণ্টা আগে উঠুন, আপনার জীবনকে আরো নিয়ন্ত্রিত করুণ। টি. ভি. কম দেখুন গল্পগুজব, টেলিফোন করা, খবরের কাগজ পড়া কমান তাহলে আপনি অনেক সময় আছে কিন্তু আমরা সেটার অপচয় করি। ঠিক যেমন আমাদের গাড়ি লং - আইলাণ্ডেয়াওয়ার বদলে পিছনদিকে যায়। এতে কি আপনি সন্তুষ্ট ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর কিছু নেই, আপনার জন্য কোন শর্ত নেই, কেবল আজীবন এইরকম জপ-তপকরে যান এবং আপনাদের প্রত্নেকেই ভালো কিছু পরিবর্তন, অলৌকিক কিছু ভালো জিনিসের অভিজ্ঞতা পাবেন যেটা আপনি চাননি.

বুঝলেন? অঅর এটা ঘটবেই। এবং তখন আপনি সত্যি সত্যি বুঝবেন এই পৃথিবীতে স্বর্গ কি। অবশ্য যদি আপনি এ বিষয়ে সত্যি সত্যি আগ্রহী হন। এইভাবেই আমার হাজার হাজার শিষ্য এখন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং অনেক বছর পরে আমার কাছে আসেন কারণ তাদের আরও ভুয়ো-দর্শণ হয়েছে আর তারা আগ্রহ সহকারে যোগ অভ্যাস চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রশ্ন ৮— হ্যাঁ, ডাইনে, পিছনদিকে ঐ ভদ্রলোক, আপনি প্রথমে বলুন (প্রভু হাসলেন)।

প্রভুঃ— অনুগ্রহ করে চেতনের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু বলুন। ঠিক আছে এটার ব্যাখ্যা করা কঠিন। কিন্তু এটা কল্পনার জন্য নিজের বোধশক্তিকে ব্যবহার করতে পারেন। এটা আগের থেকে ভালো জানেন এবং সেটো হচ্ছে লোকাত্মাত কিছু। আর এই জগতের কিছু আপনি জানেন যা আপনি আগে জানতেন না। আপনি অনেক কিছুই বোঝেন যা আগে বোঝেননি, এটাই হচ্ছে চেতন। যখন আপনার এই চেতনের বা তথাকথিত জ্ঞানের উম্মেষ ঘটে, আপনি বুঝতে পারেন, আপনি সত্যিই কে, কেন আপনি এখানে আছেন। এই লোকের অঙ্গীতলোকে কি আছে এবং এই পার্থিব বা অধিবাসী ছাড়াও আর কি আছে। হ্যাঁ অনেক কিছুই আছে। সুতরাং চেতনের স্তর হচ্ছে এক ধরণের বোধের পরিমাণ। ঠিক যেমন কলেজে স্নাতক হওয়া। স্নাতক স্তর পর্যন্ত আপনি যতই পড়েন ততই জানতে পারেন। কিন্তু তাতে কি আপনি তৃপ্তি। বস্তু নিরপেক্ষ কোন জিনিস ব্যাখ্যা করা কঠিন কিন্তু আমি চেষ্টা করছি। এটা হচ্ছে এধরণের সচেতনতা এই সচেতনাকে ব্যাখ্যা করা কঠিন। যখন আপনি চেতনার বিভিন্ন আপনি বিভিন্ন জিনিস দেখেন, বিভিন্ন জিনিস অনুভব করেন, আপনি পরম শাস্তি, পরম সুখ অনুভব করেন। আপনার থাকে না কোন উদ্যোগ আপনার দৈনন্দিন জীবন হয় স্বচ্ছল, কিভাবে বিভিন্ন সমস্যা ভালোভাবে সমাধান করা যায় তা আপনি জানেন, ইহা ইতিমধ্যেই আপনার শারীরিক উন্নতি ঘটায়। আপনি অন্তরে যা অনুভব করেন তা কেবল আপনিই বোঝেন, এদের ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন যেমন আপনি যে মেয়েকে ভালোবাসেন তাকে বিয়ে করলেন, এতে কি অনুভূতি হয় তা আপনিই বোঝেন। আপনার হয়ে অন্য কেউ এটা অনুভব করতে পারে না।

প্রশ্ন ৯— আমাদের যে অন্তর্দৃষ্টি দিলেন তার জন্য ধন্বাদ কিছু আমি আবক হচ্ছি এই ভেবে যে আপনি আমাদের বিবেকের কাছে আলো দান করছেন।

আজকাল পৃথিবীতে তত সব ধর্মগুরু আমাদের তত তাড়াতাড়ি শেখার দিচ্ছেন  
কেন অথচ অতীত অবস্থাটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা, আপনি কি এই বিষয়ে কিছু  
বলতে পারেন।

প্রভুঃ—হ্যাঁ, অবশ্যই, কারণ আমাদের কময় যোগাযোগ ব্যবস্থাটা ছিল খুব  
ভালো তাই আমরা প্রভুদের সম্পর্কে আরো ভালো করে জানতাম। অতীতে  
এভু কেউ ছিলেন না, প্রভুরা ছিল দুর্লভ অবশ্য এটা ঠিক যে কিছু কিছু প্রভু  
অন্যদের থেকে সহজেই কথা বলা যেত। এটা নির্ভর করতো তার পছন্দ তার  
দেওয়ার ইচ্ছা তো সাধারণ লোকের সঙ্গে তার সম্বন্ধের উপর। কিন্তু তখন  
যেকোন যুগে সবসময় এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ বা ততোধিক প্রভু থাকতেন।  
সেটা নির্ভর করত তার সময়ের চাহিদার উপর আমরা তখন বিভিন্ন গুরুর  
অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। যদিও তারা বিভিন্ন পর্যায়ের। কারণ এ যুগে আমরা  
ভাগ্যবান, আমাদের আছে বিভিন্ন গণমাধ্যম আছে টেলিভিশন আছে বেডিওর  
ঘোষণা, আর আছে বই, যা আমরা খুব দ্রুত লক্ষ্য লক্ষ্য করি ছাপতে দিই।  
প্রাচীনকালে, আমরা যদি একটা বই ছাপতে চাইতাম, তাহলে প্রথমে  
আমাদের একটা বড় গাছ কাটতে হত। তারপর সেকালে এবং কুড়ুল নিয়ে  
তাকে কাটতে হোতো। পাথর বা অন্য কোন জিনিস দিয়ে তাকে পালিস করা  
হত এবং তারপর একটার পর একটা শব্দ খোদাই করা হত। যখন তুমি পুরো  
এটা বাইবেলকে স্থানান্তর করতে চাইতে তাহলে বিরাট একটা কাহিনীর দরকার  
হত। সেখালে যদি ট্রাক থাকত তাহলে বড় বড় ট্রাক লাগত। সেইজন্য সে যুগে  
ছিল অনেক প্রভু। এটা ছিল খুব ভাল কথা এবং খুব ভাগেওর কথা। কারণ  
আপনি যা চান তা দেখে শুনে বেছে নিতে পারতেন কেউ আপনাকে ঠকিয়ে  
বলতে পারবে না যে আমি সবথেকে ভাল গুরু। আপনার জ্ঞানবুদ্ধি ব্যবহার  
করে আপনি তুলনা করতে পারতেন এবং বিচার করতে পারতেন এটা বেশ  
ভার এবং আমি এটা বেশী পছন্দ করি। মুখগুলো দেখতে ভয়ঙ্কর এবং কংসিত  
(হাসলেন)।

প্রশ্নঃ—আপনি যখন দেখেশুনে নেওয়ার কথা বললেন তখন আপনি কি  
মনে করেন যে আপনি দীক্ষিত কোন একজন বাঙ্গিকে অন্য একজন গুরুকে  
কি দীক্ষা দিতে পারেন।

প্রভুঃ—স হচ্ছি স্বত্ত্বাত বিশ্বাস কর হচ্ছে হচ্ছে উচ্চতরের নিম-

যাওয়ার জন্য আমি বেশী উপযুক্ত তাহলে আমি তাকে দীক্ষা দেব। তা না হলে একজন গুরুকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া অনেক বাল। যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে আপনার গুরুই ভাল তাহলে তাকে পবিবর্তন করবেন না এবং যদি আপনি মনে করেন যে আপনি এখনও জ্ঞান আলোক বা জ্ঞানবাণী এখনও পাননি তাহলে আপনি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। কারণ জ্ঞান। আলোক হচ্ছে সেই মাপকাঠি যা দিয়ে প্রকৃত গুরুকে জানা যায়। যদি কেউ আপনাকে তাৎক্ষণিক জ্ঞান, আলোক দান করতে না পারেন তিনি কোন গুরুই নন। আমি দুঃখের সঙ্গে একথা বলছি। স্বর্গের পথ স্বর্গীয় আলো ও স্বর্গীয় সঙ্গীত দিয়ে সাজানো। যেমন আপনি সাগরে ভূব দিতে চান তাহলে আপনাকে গ্যাস মুখোস ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম নিয়ে তৈরী হতে আপনারা একজন সাধুর চারিদিকে এক জ্যোতি দেখেন। ওটা হচ্ছে আলোক যখন আপনি এই পদ্ধতিতে তপস্যা করবেন তখন যীশু বা অন্যান্য লোকের মতো জ্যোতি বিকিরণ করবেন। লোকের যদি মনশক্তি থাকে তাহলে তারা এই আলো দেখতে পাবে। সেইজন্যে তারা যীশু বা বুদ্ধের চারিদিকে জ্যোতির বলয় এঁকেছেন যদি আপনার মন উদার হয় তবে উচ্চমার্গের ঘোগীদের এই জ্যোতি আপনারা দেখতে পান। (প্রভু তাঁর নিজের কপাল দেখালেন)। আপনারা যাঁরা এখানে আছেন তাঁরা কি কেউ দেখেছেন। আর দেখে থাকলে কি দেখেছেন।

প্রশ্নঃ—আমরা জ্যোতির্বলয় দেখতে পাই।

প্রভুঃ—কিন্তু আলো থেকে এই জ্যোতির্বলয় আলাদা। জ্যোতির্বলয়ের রং ভিন্ন ভিন্ন। কখনও কালো। কখনও কফি রং-এর, কখনও হলুদ আবার কখনও বা লাল। কিন্তু যখন আপনি কারো এই আধ্যাত্মিক জ্যোতির্বলয় দেখেন তখন সেটা এক পৃথক ধরণের জ্যোতির্বলয়।

প্রশ্নঃ—আমার আসলে কোন প্রশ্ন নেই। আমি কিছুদিন রাজযোগ অভ্যাস করতাম।

প্রভুঃ—রাজযোগ! তাই নাকি?

প্রশ্নঃ—অম্মার মনে হয় আমি এই জ্যোতির্বলয় দেখতাম। সে সময় অবশ্য অম্মার জ্ঞান বা বেদ খুব বেশী ছিল না। আপনি জানেন .....

প্রভুঃ—জানি।

প্রশ্নঃ—জ্ঞান বা বৈধ

প্রভুঃ—আপনি এখন আর এটা দেখেন না বা কখনও কখনও দেখেন?

প্রশ্নঃ—আমি এখন জপ-তপ করি না।

প্রভুঃ—সেই জন্যই। আবার জপ-তপ করুন।

প্রশ্নঃ—তাই

প্রভুঃ—যদি আপনি সেই দর্মসতে বিশ্বাসী হন তাহলে আপনার জপ-তপ করাউচিৎ। এটা আপনার ক্ষতি করবে না বরং সাহায্য করবে।

প্রশ্নঃ—আপনার প্রচারপত্রে আমি দেখেছি যে পাঁচ প্রকারের বাণী আছে। দীক্ষা আপনাকে এই পাঁচটি বাণী মেনে চলতে হয়।

প্রভুঃ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এগুলো হোলো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম।

প্রশ্নঃ—যৌন অনাচার বলতে আপনি কি বলছেন তা বুঝতে পারছি না।

প্রভুঃ—এর মানে হোলো এই যে যদি আপনার স্বামী থাকেন তাহলে দ্বিতীয় কারো কথা চিন্তা করবেন না।

প্রশ্নঃ—ঠিকই তো। (শ্রোতারা হেসে উঠলেন)

প্রভুঃ—খুব সহজে ভীবনটাকে আরও সরল করো। আবেগের বশে কেন বিরোধ, কোন জটিলতার সৃষ্টি করো না। এতে অন্তের প্রতি আমাদের অনুভূতি আহত হয়। আমরা আবেগের বশেও কোন লোকের ক্ষতি করবো না। প্রত্যেকের জন্য বিশেষ করে প্রিয়, পরিজনদের আবেগের বশে কোন দৈহিক বা মানসিক কষ্ট দেবে না। হোলো বড়ো কথা, যদি কোনও সমস্যা থাকে তবে তা কাউকে বোলো না। এতে সে আরও আঘাত পাবে আছে আস্তে, ধীরভাবে এটার সমাধান করার চেষ্টা করো। কাউকে এটা বোলো না। কারণ কখনও লোকে মনে করে যে যদি তাঁর কোন প্রেমের ঘটনা থাকে তার স্বামী বা স্ত্রীর কাছে সেটা স্বীকার করবে। এটা অত্যন্ত সতত ও বৃদ্ধিমানে মত কভজ হবে না, এটার কোন অর্থ হয় না। এটা ভালো না। তুমি একটি ভূল করেছো কেন সেই ভূলের কাছে দাঁই নিয়ে যাব তব তাত্ত্ব হাঁস চপিয়

দেবো? না জানলে তাঁর খারাপ লাগবে না। জানাটাই ব্যাথা-বেদনার কারণ হবে। তাই আমরা এটার সমাধান করার চেষ্টা করবো, আরও চেষ্টা করবো আর যাতে এরকম না ঘটে। স্বামী বা স্ত্রীকে এটা না বলাই ভালো কারণ এতে তাঁরা আঘাত পাবেন।

প্রশ্ন ৮—আমি দেখেছি যে অনেক গুরুদের রেশ রসিক। আধ্যাত্মিক যোগ্যভ্যাসের সঙ্গে রসিকতার কি সম্বন্ধ?

প্রত্ন ৮—বুঝেছি, আমার মনে তাঁরা এটা করেন কারণ এরা হলে দায়মুক্ত, সুখী লোক, অন্যলোক যখন পার্থিব ব্যাপার নিজে জড়িয়ে থাকেন এবং এটাকে গুরুত্ব সহকারে নিয়ে থাকেন তখন তারা — জীবনের এইসব বিভিন্ন জিনিয়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে বা অন্যের সঙ্গে ঠাণ্ডা-তামাশা করেন। কিছুদিন জপ-তপ করার পর আমাদের মন্টাকে বেশ হলকা মনে হয়। আমাদের আর তত চিন্তাবিত্ত মনে হয়না। বরং ভারি যদি মরব, বাঁচি যদি বাঁচব, অথবা সব কিছু হারাতে যদি হয় তো হারবো, সব কিছু পাই তো পাবো। এই বেধ লাভের পর যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার আমাদের হয়। আমাদের নিজেদের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয় আমরা যদি কিছু পাই তাতে আমার মনে হয় আমরা যদি কিছু পাই তাতে আমার কিছু মনে হয় না বরং ভাবি এটা “বহুজন হিতায়” আর তাই প্রিয় পরিজনদের ঐ সব দিয়ে দিই। তা না হলে এই উদ্বেগ। দুঃখ কষ্টে ভরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনও অর্থ নেই। তার অর্থ এই নয় যে আমরা সারাদিন কন্টক শয্যায় বসে থাকবো আর জপ-তপ কোরবো। আমরা অবশ্যই কর্ম করি, ছবি আঁকি। তাই আমি কারও কোন দান নিই না। এমনকি আমি আমার আয় দিয়ে অন্যকে সাহায্যও করতে পারি। শরনার্থী, দুর্গত মানুষ ও অন্যান্যদের আমি সাহায্য করতে পারি। আমরা কাজ করবো না কেন? আমাদের এত প্রতিভা, এত ক্ষমতা আছে যে জ্ঞানলোক লাভের পর আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। বুঝলে তো। আমরা তাই স্বাভাবিক ভাবেই হালক মনে করি। সেইজন্যই তো তামাসা করার স্বভাব জন্মায়। আমর মনে হয় এটাই কারণ। আস্থা, আপনাদের কি আমাকে রসিক বলে মনে হয়? (শ্রেষ্ঠার হাঁয়া (তিনি হাস্তলেন) তা হতেও পারে। আমি হয়ে তা হলে একজন প্রত্ন। (হাস্তলেন) তেমনদের জন্য আমি এরকমই আশা,

করবো। যাতো তোমাদের একজন অ-আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির কথা দুঃস্থিতি ধরে শুনতে না হয়। ঠিক আছে। আর কোনও প্রশ্ন?

প্রশ্ন ৮—প্রভু চিঙ্গ হাই, আমার মনে একরাশ প্রশ্ন আসছে। আমি সেগুলো বলছি। আপনি সেগুলোর যে কোনও একটার উত্তর দিতে পারেন আবার কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিতে পাবেন।

প্রভু ৯—একশ আটটা প্রশ্ন?

প্রশ্ন ১—হ্যাঁ, আমরা যারা আত্মাকে জানতে চাই, সব সময় এই প্রশ্নগুলি করি। এগুলো নিয়ে আমরা নানা তথ্য পড়েছি বা নানা গল্প শুনেছি কিন্তু আপনার এগুলো সম্পর্কে কি বলার আছে তাই আমরা জানতে চাই। প্রথম প্রশ্ন হোলো—আমরা কে বা আমি কে? কিভাবে আমরা এমন সংকটে পড়লাম যে আমাকে আবার ঘরে ফিরে যেতে হোলো? আমি কেন গৃহত্যাগ করলাম আবার কেনই বা গৃহে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল? আপনি পঞ্চমলোকে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছেন। ঐ লোক ছাড়িয়ে আরও দূরে অন্যলোকে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই কিন্তু আরো দূরে যদি অন্যলোক থাকে তাহলে সেই লোকের কাজ কী? আমাকে যদি আবার ফিরে যেতে না হয় তাহলে এর সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কি হবে?

প্রভু ১০—ঠিক আছে। এক করে বলুন। আচ্ছা প্রথমে আমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া দরকার। প্রথম প্রশ্নে আছে আপনি কে? আপনি এখানে আছেন কেন আর কেনই বা আপনাকে আবার গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর কেনই পঞ্চম লোকে যেতে হবে ষষ্ঠিলোকে নয়। খুব সোজা প্রশ্ন, এটা অত্যন্ত মজার ব্যাপার হচ্ছে। (হোঁসি এবং প্রশংসাধৰণি) আমি কে? নিউইয়র্ক শহরকে ঘিরে রেখেছে যে যেন প্রভু তাঁকে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে পাবেন? আপনি হলুদ পৃষ্ঠাগুলো দেখে একটা নিতে পাবেন। (হাঁসলেন) আমি এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই। আর আপনি কেন এখানে আছেন? এমন হতে পারে যে আপনি এখানে থাকতে চান কিন্তু আমরা যখন দ্বিতীয়ের স্থান তখন কে আমাদের এখানে থাকতে বাধ্য করতে পারে। আর এইসব তথ্যকথিত দ্বিতীয়ের স্থান দ্বিতীয়ের মতো, একজন রাজপুত্র কিছু কিছু বিষয়ে বাধার মতো বা ভাবী রাজা, তাই যখন তিনি কোনও স্থানে থাকতে চান তখন তিনি

সেখানেই থাকেন। তাই অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য আমাদের স্বর্গে বা অন্য কোথাও থাকার স্বাধীনতা আছে। সেটা সম্ভবত আরও রোমাঞ্চকর কিছু আরও ভয়ঙ্কর কিছু শেখার জন্য বহুগ পূর্বে আপনি এখানে থাকার কথা ভেবে রেখেছিলেন। কিছু কিছু লোক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা পছন্দ করেন। যেমন একজন রাজপুত, যিনি রাজপ্রাসাদে থাকতে পাবেন, হয়তো বনে বনে ঘুরে বেড়াতে চান কারণ তিনি প্রক-তির বিভিন্ন জিনিষ জানতে চান। এটা সেইভাবে হতে পারে। এমন হতে পারে যে স্বর্গে, যেখানে আমরা সবকিছুই চাওয়ামাত্র হাতের কাছে পেতাম, আমাদের খুব একর্ষেয়ে লাগত, তাই আমরা নিজেদের জন্য কিছু করতে চাইতাম। যেমন রাজপরিবারে হয় — কখনও তাঁরা নিজেদের রান্নাবান্না নিজেরাই করতে চাইতেন, কোনও ভৃত্যতে কাছে চাইতেন না। সারা দেহে তেলকালি, আচার মাখতেন কিন্তু তাঁরা এটা ভালো বাসতেন। এটা খুব রাজকীয় নয় কিন্তু তাঁরা এটা ভালবাসতেন। যেমন ধরুন আমার লোকেরা আমার গাড়ী চালায়, কিন্তু আমি যেখানেই যাই সেখানেই লোকেরা আমার গাড়ী চালাতে চায়, কখনও কখনও আমি নিজেও আমার গাড়ী চালাতে চাই আমি আমার ছেট তিনচাকার গাড়ীতে করে যাই। এর ধোঁয়া নেই। বিদ্যুতে চলে, ঘন্টায় দশ বেগে যায়। সেইরকম ভাবে আমি চারিদিকে বেড়াতে চাই। কারন যেখানেই আমি যাই সেখানেই লোকেরা আমাকে দেখতে আসে তাই আমি এমন একজ্ঞায়গায় যেতে চাই যেখানে কেউ আমাকে জানে না। বর্দ্ধতে দেওয়ার সময় ছত্র অন্য সময় আমি সাধারণতঃ খুব লাজুক। লোকেরা আমাকে বিখ্যাত করে দেওয়ার পর থেকে এটাই হয়েছে আমার কাজ। আমি পালিয়ে যেতে পারি না, তবু আমি যাবে মাঝে দু-তিন মাসের জন্য পালিয়ে যাই — যেমন অত্যন্ত আদুরে কেউ স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে যায়। তাহলে এটাই আমার পছন্দ। সেইরকম আপনারাও হয়ত কিছুদিন থাকতে চেয়েছেন। আর সম্ভবত এটাই উপযুক্ত সময় যখন আপনি ফিরে যেতে চাইবেন কারণ এই পৃথিবীতে আপনি অনেক শিখেছেন, আপনি মনে করেন যে আর শেখার কিছু নেই আর ঘুরে ঘুরে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। বাড়ী ফিরে যান, আগে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন। তারপর ভাববেন এই রোমাঞ্চকর পথে আবার ফিরে যেতে চান কিনা। এখন এইটুকুই আপনাকে বলতে পারি। আর আপনাকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে কেন? কেন পঞ্চমলোক,

ষষ্ঠলোক নয়? সেটা আপনার উপর। পঞ্চমলোকের পর আপনি যেখানে খুশি যেতে পারেন। উপরে আরও লোক আছে। উপরে আরও লোক আছে। সেটা আরও আরও শাস্তির। উদ্ধৃতলোক আরো শক্তির আধার। সেখানে আপনি যেতে পারেন কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারবেন না। যেমন আপনার সেখানে চিরকালের জন্য বিশ্রাম নিতে চাইবেন না, যদি এটা বাড়ির বাইরেও হয় তাহলেও না। এটা পাহাড়ে বা আরও উপরে উঠার ব্যাপারে আপনার বাড়িটা হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদক এখানে আছে শব্দ আছে তাপ আর জ্যাগাটা হলো বিপজ্জনক তাই আপনি সেখানে থাকতে চাইবে না যদিও এই জ্যাগাটা আপনার বাড়ির পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়। বুবালেন তো? ভগবানের বিভিন্ন দিক আছে যেটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আমরা সবসময় মনে করি যত উপরে আমরা যাই ততই আমরা প্রেময় হয়ে পড়ি কিন্তু প্রেম বা ভালবাসা বিভিন্ন ধরণে। প্রগাঢ় প্রেম, গভীর প্রেম, মৃদু প্রেম ও নিরপেক্ষ প্রেম, এটা নির্ভর করে আমরা এর কতটা বইতে পারবো। ঈশ্বর আমাদের বিভিন্ন পরিমাণে প্রেম দান করেন। হ্যাঁ বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পরিমাণে প্রেম আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাই। কখনও কখনও এটা হয় অত্যন্ত প্রবল তখন আমাদের মনে হয় আমরা যেন প্রেমজর্জর হয়ে গিয়েছি।

প্রশ্ন ১— দেখুন, আমাদের চারিপাশে এত বেশী ধ্বংস, পরিবেশের ধ্বংস সাধন দেখছি।

প্রত্ন ১—ঠিক কথা।

প্রশ্ন ২—হিংসা, প্রাণী হিংসা

প্রত্ন ২—ঠিক কথা।

প্রশ্ন ৩—আমি অবাক হই আপনি এবিষয়ে কি অনুভব করেন এবং যে সব লোক আধ্যাত্মিকভাবে এই পৃথিবীতে থেকে মুক্তি চাইছেন তাদের এসব পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এবং তাদের চারিপাশে যে সকল ধ্বংস সাধন হচ্ছে তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য আপনি তাদের কি করতে বলেন। আপনি কি ভাবেন অতি জাগতিক কোন জ্যাগায় গেলেই আমরা কি রেখে যাচ্ছি আমরা কি ফেলে যাচ্ছি অথবা আপনি কি অনুভব করেন যে এই মহাবলম্বী আমাদের কষ্ট দূর করা? আর এতে কিছু মন্দল হবে।

প্রভুঃ—হবে হবে। অস্ততঃপক্ষে আমাদের এবং আমাদের বিবেকের মঙ্গল হবে যাতে আমরা অনুভব করবো যে আমরা কিছু করছি এবং আমরা মানুষের কষ্ট দূর করাব জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমিও তাই করি। আপনারা যাই বলুন করুন না কেন আমি করছি। আমি করেছিলাম, আমি করি এবং আমি করবো। আমি ইতিমধ্যে আপনাদের বলেছি যে আমাদের সমস্ত অর্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সেখানকার দুগ্ধতি মোচনের জন্য ভাগ করে দেওয়া হয়। এনিয়ে আমিম গর্ব করতে চাই না কিন্তু যেহেতু আপনারা বললেন তাই বলছি। গত বছর ফিলিপাইনের বাসিন্দাদের সেখানকার পিলাটুবু পর্বতের অঘৃপাতের ত্রানকার্যে আমরা দসলক্ষ মার্কিন ডলার দিয়েছিলাম। আমরা ভিয়েণাম (আউলাক) এবং চীনের বন্যাদুর্গতদের সাহায্য করেছিলাম। এখন আমরা রাষ্ট্রসংঘের সহযোগিতায় চেষ্টা করছি আউলাক উদ্বাস্তদের সাহায্য করতে। অবশ্য যদি রাষ্ট্রসংঘ আমাদের সাহায্য চান। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি। এবার বুঝলেন তো? আমরা তাদের আর্থিক সাহায্য করছি আর যদি রাষ্ট্রসংঘ অনুমতি দেয় আমরা তাদের পুনর্বাসনও করতে পারি তাহলে দেখুন আপনাদের অনুরোধে আমরা এসব কাজ করেছি। আর আমরা যখন এখানে আছি তখন আমরা আমাদের পরিবেশকে যতটা সম্ভব উন্নত করবো। তাই আমরা রাষ্ট্রসংঘের সহযোগিতায় চেষ্টা করছি আউলাক উদ্বাস্তদের সাহায্য করতে। অবশ্য যদি রাষ্ট্রসংঘ আমাদের সাহায্য চান। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি। এবার বুঝলেন তো? আমরা তাদের আর্থিক সাহায্য করছি আর যদি রাষ্ট্রসংঘ অনুমতি দেয় আমরা তাদের পুনর্বাসনও করতে পারি তাহলে দেখুন আপনাদের অনুরোধে আমরা এসব কাজ করেছি। আর আমরা যখন এখানে আছি তখন আমরা আমাদের পরিবেশকে যতটা সম্ভব উন্নত করবো। তাই আমরা দুর্গতদের সাহায্য করি, জগতের নেতৃত্ব মান বজায় রাখতে সাহায্য করি। শারিরীক এবং আধ্যাত্মিক দুইভাবে কারণ কিছু কিছু লোক আমার কাছ থেকে আধ্যাত্মিক কথা গ্রহণ করতে চায় না। তারা শুধু চায় বাস্তব সাহায্য তাই আমরা তাদের জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করি এবং এগুলো আমরা করি তাই আমাদের অর্থের সংস্থান করতে হয়। তাই আমি জনসাধারণের দান নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। আমার সমস্ত সন্যাসীদের সমস্ত শিষ্যদের ঠিক আপনদের মতো কাজ করতে হয় এবং তাছাড়া আমরা আধ্যাত্মিকভাবেও তাদের সাহায্য করি। এবং

এইভাবে জগতের দুঃখমোচনের চেষ্টা করি। আমাদের এটা করতে হয়। ভাববেন না আমরা সারাদিন সমাধি মগ্ন থেকে নিজেরা আনন্দ উপভোগ করি। ওটা অত্যন্ত স্বার্থপূর বুদ্ধ বা জ্ঞানী ব্যক্তি আমরা এই ধরণের লোককে চাই না (হাসলেন)।

প্রশ্নঃ—আমরা আর একটা প্রশ্ন আছে। আমি ভাবছিলাম আপনি কিছু জানেন কিনা। আমি অনেক কথা শুনেছি যে দলাইলামা মাংস খান এবং আমি ভাবছি এটা সত্যি কিনা তা আপনি জানেন কিনা এবং কিভাবে তিনি এর ব্যাখ্যা দেবেন।

প্রত্নঃ—আমাকে কেম জিজ্ঞাসা করছেন তা আমি জানি না, আপনার তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

প্রশ্নঃ—আমি জানতে চাইছিলাম আপনি এ বিষয়ে কিছু শুনেছেন কিনা বা আপনি এবিষয়ে কিছু জানেন কিনা।

প্রত্নঃ—আমি অন্যের কথা আলোচনা করতে চাই না। বিশেষ করে আত্মসমর্থনের জন্য তিনি যখন এখানে নেই। মাপ করবেন তিনি একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং সবকিছুই নিজের দায়িত্ব এবং নিজের পছন্দমতো হয়।

প্রশ্নঃ—প্রত্ন চিঠি হাই আপনি ধৈর্য ধরে আজি আমাদের সঙ্গে আছেন এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এত দয়া করে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি একটা স্তরের কথা বলেছেন যেখানে কোন ব্যক্তি চেতনের স্তর থেকে আসা ব্যক্তি সম্পর্কে সচেতন থাকে। এখন এটা কি রকম হবে যদি আপনি শক্তি সম্পর্কে সচেতন থাকেন এবং এটা পাবেন কাছে আসবেন অথবা পাবেন না। যদি আপনি না পান আপনি যদি এটা না পান তাহলে চারিদিকে যা ঘটছে তাতে আপনি কিভাবে ধৈর্যহারা হবেন না। যেমন দেখুন এই পৃথিবীতে চারিদিকে কত কি ঘটছে অথচ আপনি জানেন প্রার্থনা করে বা অন্য কিছু করে আরও তাড়াতাড়ি আরও ভালো কিছু করা যায়।

প্রত্নঃ—বুঝেছি।

প্রশ্নঃ—এর অর্থ কি এবং লোকেরা কিভাবে একে অশীর্বাদ বলে গ্রহণ

করবে? আমি কি বলতে চাইছি তা বুঝেছেন কি?

প্রভুঃ—বুঝেছি, বুঝেছি। আপনি বলতে চাইছেন যে যখন আমাদের বদলে দেবার ক্ষমতা আছে তখন আমাদের চারিদিকে এই সব স্বেচ্ছাচারিতা, দীর্ঘস্মৃতা চলছে আর আমরা কিভাবে ধৈর্য ধরে আছি; তাইতো? তাহলে কি আপনি প্রার্থনা করবেন, যাদুবিদ্যা দেখাবেন বা বোতাম টিপে কিছু করবেন? কারণ যাতে কোনও বিশ্বজ্ঞালা না হয় তার জন্য এ জগতে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করার মত ধৈর্য আমার আছে, যেমন একটা শিশু দৌড়াতে পারে না। তাহলে আপনার তাড়াতাড়ি আছে বলে অথবা আপনি ছুটতে চান বলে তাকে কি টানা হেচড়া ফেলে দেবেন? তাই আমাদের ধৈর্য থাকা চাই। যেমন আমাদের ছোটার শক্তি থাকলেও আমরা শিশুদের সঙ্গে হাঁটিয়ে। তাই কখন কখন আমি নিজেও হতাশ, অধৈর্য হয়ে পড়ে কিন্তু আমি নিজেই নিজেই ধৈর্য ধরতে শিখি। সেইজন্য আমাকে এক রাষ্ট্র নায়ক থেকে আর এক রাষ্ট্রনায়কের কাছে, উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্যে যেতে হয়, মাথা নিচু করতে হয় অথচ সব অর্থিক সাহায্য আমরাই দিতে চাই। আমরা আমাকে যা কিছু আছে সবকিছু দেব। লক্ষ লক্ষ ডলার, এমনকি কোটি কোটি জলার দেব কিন্তু আমাদেরও এই আমলা তাত্ত্বিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যার যা প্রাপ্য তাকে তাদিতে হবে। আমি রাষ্ট্রসংঘকে নির্দেশ দিতে বা সেখানে মাঝে ঘোরাতে চাইনা। আমরা যদি শারিয়াক এবং যোগ শক্তি প্রয়োগ করতাম তাহলে পৃথিবীতে দুগতির কারণ হতাম। বুঝলে? যেভাবে এটা চলছে সেইভাবে চলতে হবে কিন্তু আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ দিয়ে আত্মার বোধ শক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে লোকের সচেতনাত বাঢ়াতে হবে। তাদের এমন জ্ঞান দাও যাতে তাদের কাজের ইচ্ছা জাগে আর তুমি তাদের বোঝাও তাদের সঙ্গে সহযোগিতা র, যাদুবিদ্যা নয় এটাই শ্রেষ্ঠ পথ।

জীবনের কোন ক্ষেত্রেই আমি কখন ইচ্ছা করে যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করি না। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণের চারিপাশে অলৌকিক সব ঘটনা ঘটে — এটা ইচ্ছা করে না স্বাভাবিকভাবে ঘটে। জোর করে কোন জিনিস চাপিয়ে দিও না তাতে কোন ভালো হয় না। শিশু দৌড়াতে পারে না তো ঠিক আছে। আমার উন্নতে আপনি সন্তুষ্ট তো যদি আমার কোন উন্নত আপনার পছন্দ না হয় তবে আমায় জানাবেন, তাহলে আমি আরো আলোচনা করবো। কিন্তু আপনারা বৃদ্ধিমান এবং সমস্ত জগতের মধ্যে থেকে বেছে বেছে নেওয়া ব্রহ্মিমান বাণী। সেইজন্য

আমি বিস্তারিত কিছু বলছি না। আর কিছু প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ পিছনের আপনার ? এটা খুব ভালো হয়েছে যে আমরা বিশ্বের সব দেশের লোক আমরা এখানে আছি। একেবারে দূর করতে না পারলেও পৃথিবীর অকে বিরোধ, অনেক যুদ্ধ আমরা এড়াতে পেরেছি কিন্তু আমি রাষ্ট্রসংঘের অনেক বই পড়েছি, রাষ্ট্রসংঘের কিছু কিছু কাজ আমি সমর্থন করি এবং সেইমত কাজও করি। বৈরীদের হাত থেকে উদ্ধার করা যা অন্য লোকের বা পৃথিবীর সমস্ত শক্তির ক্ষমতা অতীত তা রাষ্ট্রসংঘের মহাসচীব এক করেছেন। তান কার্যের উদ্বাস্তুর সমস্যা সমাধানের মত আরো অনেক জিনিস থারা করেছেন। আপনাদের বারো মিলিয়ন উদ্বাস্তুর দায়িত্ব আছে। এটা একটা বড় কাজ। আর এছাড়া যুদ্ধ এবার আরো সব আছে। এটা খুব ভালো যে আমাদের রাষ্ট্র সংঘ আছে।

প্রশ্ন ১—ধন্যবাদ। আমার একটা প্রশ্ন আছে - এটা হচ্ছে পৃথিবীর জনসংখ্যাএবং তার সঙ্গে পরিবেশ দৃষ্টি ও খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সম্পর্কিত। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাহিদা সম্পর্কে আপনি কি কিছু মন্তব্য করবেন। এটা কি একটা পার্থিব কার্জ অথবা এটা কি ভবিষ্যতের কোন কর্মের সৃষ্টি করতে চলেছে।

প্রশ্ন ২—পৃথিবীতে আরো লোক হওয়া তো ভাল কথা। আরো ভিড় হবে আরো চেঁচামেচি হবে আরো মজা হবে: না, এটা এখন অতি জনকীর্ণ। শুধু আমরা সমানভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করছি না লোকেরা কতকগুলো জায়গায় নিবিড়ভাবে বাস করে এবং অন্য জায়গায় যেতে চায় না। তাই আমাদের এত জায়গা পড়ে আছে যার বাবহার হচ্ছে না, অনেক বড় জনশুণ্য দ্বীপ আছে, অনেক সবুজ সবুজ উপদ্বীপ আছে, কিন্তু লোকেরা চায় নিউইয়র্কের মত জায়গায়, কারণ মজা আছে আকর্ষণ আছে। যদি কোন সরকার দেশের বক্স স্থানে চাকরি সৃষ্টি করতে পারে তাহলে লোকে সেখানে যাবে। তারা একজায়গায় থেকে কারণ সেখানে চাকরির সুযোগ আছে, নিরাপত্তা আছে। যদি এই নিরাপত্তা চাকরির সুযোগ অনাস্থানে থাকে তাহলে সেখানেও যাবে তারা যাবে নিরাপত্তার জন্য জীবিকা অর্জনের জন্য এটাই খুব স্বাভাবিক তাই জনগুলিকা নিয়ে আমাদের চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। আমাদের আরও চাকরির সুযোগ, আরও নিরাপত্তা আরও বাসস্থানের ব্যবহার শৃঙ্খলার সদৈ করতে হবে

না। খাদ্য সম্পর্কে প্রশ্নের কথা আপনার ভালো জানা উচিত কারণ আমেরিকাতে সারা পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আছে। পৃথিবীর সম্পদ রক্ষার জন্যে পৃথিবীর সমস্ত লোকের খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্যে নিরামিষ খাদ্য সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ আমরানিরামিষ খাদ্য বিদ্যুৎ শক্তি, ঔষধ প্রভৃতি অপচয় কির পশুপালনের জন্যে। ব্যাপারটা বুঝলেন? এরদ্বারা এরা অন্য লোকদের সরাসরি খাদ্য যোগাতে পাবে। আর তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ সন্তায় প্রোটিন সমৃদ্ধি নিরামিষ খাদ্য বিক্রয় করে। আমরা যদি সমস্ত খাদ্য সমানভাবে ভাগ করে নিই এবং নিরামিষ ঘাদ্য এই ব্যাপর সাহায্য করতে পাবে তাহলে এতে শুধু আমরাই নই, প্রাণীরা নয়। সারা পৃথিবী রক্ষা পাবে। কোন একটা পত্রিকায় একট গবেষণায় ইতি মধ্যেই একথা বলা হয়েছে। হ্যাঁ, গতবার আমি রাষ্ট্রসংঘে ছিলাম সেকথা আমি ইতিমধ্যে বলেছি। আমি বলতে ভুলে গিয়েছি। যদি আমরা নিরামিষ খাই তাহলে পৃথিবীতে আর ক্ষুধা থাকবে না। অবশ্য এ ব্যাপারে সংগঠন করতে হবে। আমি কিছু লোককে জামি তারা চালের ভূষি থেকে পুষ্টিকর খাদ্য এমনকি দুর্বত্ত করতে পাবে। গতবারে এব্যাপারে আমরা কথা বলেছি। তিনি বলেছেন যে তিনি থায় তিন লক্ষ ডলার খরচ করেছেন এবং এর দ্বারা শ্রীলঙ্কার ছয়লক্ষ লোক যারা দারিদ্র অপুষ্টিতে ভুগছে এবং তাদের খাইয়ে ছিলেন। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আমরা যা করি তাহল প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়। দৈশ্বর এখানে আমদের অনাহারে থাকার জন্য পাঠায়নি, আসলে আমরা নিজেরাই অনাহারে থাকি। তাই আমদের চিন্তা করতে হবে এবং এর জন্যে বিভিন্ন দেশের সরকারের সাহায্য দরকার। সততা, পরিচ্ছন্ন মন, সম্মর্মবোধ এবং জনগণের সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা যদি সমস্ত দেশের সরকারের কাছ থেকে এই সাহায্য পাই তাহলে আমদের কোন সমস্যা হবে না। আমদের দরকার উপযুক্ত নেতৃত্ব উপযুক্ত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিভাবন শাসক ও ন্যায়নিষ্ঠ সরকার এবং সেটা আসতে পারে যদি সবলোক বা অধিকাংশ লোক আধ্যাত্মিক মনোবৃত্তি সম্প্রসারণ করে। তখন তারা শৃঙ্খলা শিখাবে এই সমস্ত উপদেশগুলো জ্ঞানবে আর জ্ঞানবে কি করে সৎ এবং পবিত্র হওয়া যায়। তারা তখন তাদের নিজেদের জ্ঞানকে ব্যবহার করবে, তখন তারা অনেক জিনিস করতে শিখবে এবং আমদের জীবনকে জ্ঞানবে। তানাহলে যদি আপনি

পকেটের টাকা খরচা করে শক্তির পিছনে ছোটেন তাহলে কিছুই হবে না। যদি আপনি সোনার খনির উপরও বসে থাকেন আপনি দারিদ্র্যে মারা যাবেন। অনেক জাতির নেতাদের তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। জনগণের কথা ভাবতে হবে এবং প্রচলিত প্রথাকে পূর্ণগঠিত করতে হবে।

প্রশ্নঃ—আমার মনে হচ্ছে এটা অত্যন্ত কঠিন কারণ আমাদের পরিবেশ দুষণের অনেকটাই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় গৃহ জীবিকা যার সঙ্গে আমরা বিংশ শতাব্দীতে পরিচিত তার সঙ্গে সম্পর্কিত। ব্রাজিলের বনাঞ্চলের কথা ধরুন, সেখানকার বনাঞ্চল ধ্বংস পরিবেশ দুষণ ঘটাচ্ছে। তার ফলে ভূমিক্ষয় হচ্ছে, বন্যা হচ্ছে, বন্যা হচ্ছে আর এগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার সম্পর্কহীন নয়।

প্রভৃঃ—হাঁ, এই পৃথিবীতে সব জিনিসই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এর সমাধানে একমাত্র উপায় হল স্বমূলে এর উচ্ছেদ করা। আর মূল হচ্ছে আধ্যাত্মিক দ্বায়িত্ব (প্রশংসাধ্বনি)। তাই আমাদের সকলের আধ্যাত্মিক বাণী প্রচারের চেষ্টা করতে হবে। যা আমরা জানি আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা আনবে। এটাই আমাদের অভাব। যদি তুমি নৈতিক শৃঙ্খলা না থাকে তাহলে তুমি খারাপ কাজে তোমার শক্তি ব্যয় করবে, এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। সেইজন্য আমরা প্রথমে মহাপুরুষ বাণী শেখাই। এই বাণীর অনেক গুরুত্ব।

আমাদের জানতে হবে আমরা কোথায় যাই এবং শক্তি ব্যয় করি। প্রেমবর্জিত নয়ামায়াহীন নীতিবিবর্জিত শক্তির কেন মূল্য নেই। এটা অন্যায়। এটা হচ্ছে একটা ক্ষতির ইন্দুঘাল। আমাদের জীবনপথে আমরা যদি সত্যিকারের নিয়মনিষ্ঠ না হইল এবং নীতিরোধ না থাকে তাহলে প্রভু তোমার কিছুটা শক্তি নিয়ে নেবে এবং সমাজের খারাপ কিছু না করতে পার। প্রভুর এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। আপনাদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নে আমি খুব সন্তুষ্ট। লোকেরা এগুলো করে কারণ তারা যথেষ্ট জ্ঞানী নয়। অথবা তাদের জ্ঞানের অভাব আছে সুতরাং আসল কথা হলো জ্ঞান, আধ্যাত্মিক সাধনা। জ্ঞানের আলোক লাভ করো এই প্রার্থনা।

প্রশ্নঃ—আমি আপনাদের কয়েকটা বই পড়েছি ও আপনার কয়েকটা টেপও শুনেছি।

প্রভুঃ— তাই, আশৰ্য্য, তাহলে তো আমরা পরম্পরকে জানি।

প্রশ্নঃ— অসুবিদের সম্বন্ধে ধারণা পেতে আমি আগ্রহী।

প্রভুঃ— অসুবি, মনে আবার কি? অসুবি — অসুবি — হাঁ, এটা হচ্ছে অশুভ শক্তির সংস্কৃত প্রতিশব্দ। আমি জানতাম না আপনি সংস্কৃত ভাষায় কথা বলছেন।

প্রশ্নঃ— আমি জানি যোগাভ্যাসে জন্য সঠিক কাজ করার চেষ্টা করছি। আমি জানি আমার বিরুদ্ধ কোনও বিষয়ের বিরুদ্ধে আমি কাজ করছি এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি কিভাবে এই সংস্কৃত এড়াতে পাবি অথবা জয়ী হতে পাবি?

প্রভুঃ— মজাই তো ওখানে। যদি কোনও জিনিয় খুব সহজ হয় তাহলে আপনি প্রতিযোগীতার মনোভাব হারিয়ে ফেলেন এবং আপনি এটা জয় করতেও চান না। পাশ্চাত্য পরিভাষায় আমরা একে সদর্থক ও নির্গুর্ধক বলি। নির্গুর্ধক শক্তি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে উদ্বৃদ্ধ করে আর সদর্থক শক্তি এই প্রবণতা জয় করতে সাহায্য করে। কখনও আমরা হেরে যাই আবার কখনও আমরা জয়লাভ করি। এটা নির্ভর করে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও শৃঙ্খলাবোধের উপর। সুতরাং সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর যে শরনার্থী সমস্যা ও পৃথিবীতে যুদ্ধ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ সংগ্রাম করছে। আপনাদের ধন্যবাদ। আপনাদের কল্যাণ হোক।

“দীক্ষার অর্থ কোন মন্ত্রদীক্ষা নয়। তুমি মাত্র এখানে এস এবং তোমাকে সাহায্য করার সুযোগ আমাকে দাও। আমি তোমায় প্রভু হতে সাহায্য করতে এসেছি মাত্র।”

~ সুমা চিঙ হাই

“প্রত্যেকে জানে কি করে সাধনা করতে হয়। কিন্তু তুমি অশুভ জিনিষের সাধনা কর। কোন লোক সুন্দরী নারীর সাধনা করে, কেউ কেউ অর্থ আবার কেউ কেউ ব্যবসা বাণিজ্যের সাধনা করে। প্রতি ক্ষেত্রেই তুমি সর্বান্তঃকরণে একটি জিনিষের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দাও। এটাই সাধনা। আমি মনোনিবেশ করি আমার অঙ্গনিহিত শক্তির প্রতি, দয়া মায়া, ভালোবাসা প্রভৃতি ঐশ্বরিক গুণের প্রতি”

~ সুমা চিঙ হাই

“দীক্ষার অর্থ হোলো নৃতনভাবে নৃতন জীবন শুরু করা। এর অর্থ এই যে তোমার গুরু তোমাকে সাধু সন্তদের একজন হওয়ার জন্য তোমাকে গ্রহণ করেছেন। তাহলে তুমি আর সাধারণ মানুষ নও। তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটেছে। প্রাচীনকালে একেই বলা হोতো ধর্মদীক্ষা বা প্রভুর কারণ নেওয়া।”

~ সুমা চিঙ হাই

## দীক্ষা :-

### কোয়ান ইন পদ্ধতি :-

**প্ৰ**ভু চিং হাই সত্যকে জানিবার জন্য প্রকৃত আগ্রহী ব্যক্তিগণকে কোয়ান ইন পদ্ধতিতে দীক্ষা দান করেন। চীনা ভাষায় “কোয়ান ইন” অর্থ শব্দ কম্পনের ধ্যান। এই পদ্ধতিতে ধ্যানের অঙ্গৰুক্ত অঙ্গের জ্যোতি ও অঙ্গের শব্দ। প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের আধ্যাত্মিকম সাহিত্যের এই আভ্যন্তরীন অনুভূতির কথা বারবার বলা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বাইবেলে বলেছেন। "In the beginning was the Word and the Word is was with God, and the Word was God." এই শব্দ ছিল আব্যন্তরীন শব্দ একে বিভিন্ন জায়াগায় শব্দ। শব্দপ্রবাহি ত্য নাম অথবা স্বর্গীয় সংগীত বলা হয়েছে। প্রভু চিং হাই বলেছেন ইহা আমাদের সমস্ত জীবনে অনুরন্তি হয় এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যুক্ত হয়। এই অঙ্গের মুচ্চল্লা সমস্ত আঘাতকে নিরাময় করতে পারে, সমস্ত কামনা পূর্ণ করতে পারে এবং সমস্ত পর্থিব পিপাসার তৃপ্তি ঘটায়। এটা সর্বব্যাপী সর্বপ্রেমময় একশক্তি। এর কারণ আমরা শব্দ থেকেই সৃষ্টি ইহা শক্তি এবং হৃদয়ের পরিত্বক্ত্ব আনে। এই শব্দ শোনার পর সমস্ত প্রাণীই বদলে যায় এবং আমাদের শ্রেয় অবিমুখে আমাদের জীবনে সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়।

এই অঙ্গের জ্যোতি বা ঈশ্বরের জ্যোতি বলতে আমরা “জ্ঞানের আলোককে” বুঝি। সুক্ষ্ম আলোক দ্যুতি থেকে লক্ষ্য লক্ষ্য সূর্যের ঔজ্জ্বল্য পর্যন্ত ইহা পরিব্যুক্ত অঙ্গের দৃষ্টি ও জ্যোতি আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি।

কোয়ান ইন পদ্ধতিতে দীক্ষা কোন শুণ্ঠির্ধ আচরণ নয় বা নতুন ধর্ম গ্রহণ করার অনুষ্ঠান নয়। দীক্ষকালে আভ্যন্তরীন জ্যোতি ও বাণীর সাধনা করার জন্য

কয়েকটি উপদেশ দেওয়া হয়। প্রভু চিঙ হাই এই ‘আধ্যাত্মিক যোগাযোগ’ স্থাপনের কাজ করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুভব প্রথমে পাওয়া যায় নীরবতার মধ্যে। আপনার উপলক্ষ্মির দরজা খুলে দেওয়ার জন্য প্রভু চিঙ হাই-এর দৈহিক উপস্থিতির দরকার নেই। এটা এই পদ্ধতির একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। প্রভুর করুণা ছাড়াই এই পদ্ধতিগুলি আপনাকে সেটা এনে দেবে। অস্তরের এই বাণী শুনতে পাও বলে এবং অস্তরের এই জ্যোতি দেখতে পায় বলে এই পদ্ধতিকে কখনও কখনও বলা হয় আকস্মিক বা তাৎক্ষণিক জ্ঞানের আলোক উপলক্ষ্মি করা।

প্রভু চিঙ হাই সমস্ত ধর্মে সমস্ত স্তরের লোককে দীক্ষা দেন। এর জন্য তোমাকে বর্তমান ধর্ম বা বিশ্বাস ত্যাগ করতে হয় না। তোমাকে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে বলা হয় না অথবা তোমার বর্তমান জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যাত্মক কোনও অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয় না। অবশ্য তোমাকে নিরামিষাসী হতে বলা হবে আজীবন নিরামিষ আহার দীক্ষাগ্রহণের একটি প্রয়োজনীয় পূর্ব সর্ত।

দীক্ষা এবং পরবর্তীকালে প্রভুর আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী বিনামূলে দেওয়া হয়। প্রতিদিন কোয়ান-ইন পদ্ধতিতে অনুধ্যান আর পাঁচটি বাণী পালন করা — হোলো দীক্ষার পর একমাত্র পালনীয় কর্তব্য। এই বাণীগুলি তোমাকে নিজের বা অন্য কোনও জীবের অনিষ্ট করতে শেখাবে। এই অভ্যাসগুলি তোমাকে তোমার এই প্রাথমিক জ্ঞানের আলোককে আরও শক্তিশালী ও গভীর করবে। যা তোমার বোধ বিকাশ বা জগরণকে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যাবে। অভ্যাস না করলে তোমার এই বোধ লাভের কথা তুমি অবশ্যই বিস্মৃত হবে এবং আবার চেতনার সাধারণ পর্যায়ে ফিরে আসবে।

প্রভু চিঙ হাই এর লক্ষ্য হোলো আমাদের আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেওয়া। তিনি আমাদের এমন এক সাধন পদ্ধতি শিক্ষা দেন বা আমরা নিজেরাই কোনওপ্রকার জটিলতা ছাড়াই অভ্যাস করতে পারবো। তিনি অনুগামী বা শিষ্যের খোঁজ করছেন না বা কোন সংগঠন তৈরী করতে চাইছেন না যাতে নিয়মিত অর্থ দিতে হয়। তিনি কোনও অর্থ বা উপহার গ্রহণ করেন না। সুতরাং তাঁকে এসব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি যা নেন তা হোলো দেনদিন জীবনে আন্তরিকতা এবং নিজেকে সাধু-সন্ত এর পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য হোপাভ্যাস।

## পাঁচটি বাণী

- ১। কোনও প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাক।
- ২। অ-সত্য ভাষণ থেকে বিরত থাক।
- ৩। অ-দ্বন্দ্ব কোনও কিছু গ্রহণ থেকে বিরত থাক।
- ৪। যৌন অনাচার থেকে বিরত থাক।
- ৫। মাদক দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাক।

এই বাণীগুলি পালন করতে গেলে দুর্ঘটনাও নি  
রামিষ খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজনীয়।

“একজন সম্পূর্ণ দেবভাবাপন্ন ব্যক্তি হলেন একজন সম্পূর্ণ মানুষ  
 একজন সম্পূর্ণ মানুষের আছে পরিপূর্ণ দেবত্ব। এটা ঠিক যে এখন  
 মানবিক গুণাবলীর সামান্য অংশমাত্রই আমাদের আছে। অহংবোধের দ্বারা  
 পরিচালিত হয় আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে কর্ম করি। আমরা বিশ্বাস করি না  
 ঈশ্বর আমাদের শিক্ষার জন্য, আমাদের আনন্দলাভের জন্য এই সমস্ত  
 ব্যবস্থা করে রেখেছেন। পাপ ও পুন্যকে আমরা আলাদ করে দেখি। সব  
 জিনিসের মধ্যেই আমরা একটা উদ্দেশ্য খুঁজি এবং সেইমত নিজেদের ও  
 অন্যান্য লোকের বিচার করি। ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞানের  
 সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা কষ্ট পাই। আমরা নিজেরা আনন্দ উপভোগ  
 করতে চাই, খেলা করতে চাই কিন্তু কিভাবে খেলতে হয় জানি না। আমরা  
 অন্যদের বলি — “তোমার এটা করা উচিত হয়নি” আর নিজেকে বলি,  
 ‘‘আমার এটা করা উচিত নয়, আমরা অবশ্যই এটা কোরবো না। সুতরাঃ  
 আমরা কেন নিরামিষ ভোজী হবো?’’ হ্যাঁ, আমি জানি। আমি নিরামিষ  
 ভোজী কারণ আমরা ভিতর যে ঈশ্বর আছেন তিনি এটা চান”

সুমা চিঙ হাই।

“যখন আমরা মুহূর্তের জন্যও বাকে চিন্তায় ও কর্মে অক্ত্রিম হই  
 তখন মুহূর্তের জন্য হলেও দেব দেবীগণ দেবদূতগণম আমাদের সমর্থন  
 করবেন। সেই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবী আমাদের করতলগত হয় ও আমাদের  
 সমর্থন করে রাজত্ব করার জন্য সেখানে আমাদের সিংহাসন বিরাজ করছে।

সুমা চিঙ হাই।



## কেন মানুষ অবশ্যই নিরামিষ ভোজী হবেন

কোয়ান-ইন পদ্ধতিতে দীক্ষা দানে অবশ্য প্রয়োজনীয় সর্ত হোলো আজীবন দুঃখ নিরামিষ ভোজী হতে হবে। উদ্দিদ থেকে পাওয়া এবং দুঃখ থেকে প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য কেবল খাওয়া যেতে পারবে। কিন্তু প্রাণীসূত্রে পাওয়া খাদ্যদ্রব্য যেমন ডিম খাওয়া নিষিদ্ধ। এর অনেক কারণ আছে। কিন্তু প্রথমম বাণীতেই বলা হয়েছে সমস্ত প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকতে হবে বা “তুমি অবশ্যই প্রাণী হত্যা করবে না”।

প্রাণী হত্যা না করা বা অন্যকেনভাবে প্রাণীর অনিষ্ট না করার অনেক সুফল আছে। এছাড়া অন্যের ক্ষতি না করা অনুরূপভাবে আমাদের নিজেদেরও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। কেন? কারণ কর্মের নিয়মই এই। “যেমন কাজ করবে তেমনি ফল পাবে” তুমি যখন প্রাণী হত্যা করতে চাও বা তোমার মাংস আহারের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য অন্যকে দিয়ে প্রাণী হত্যা করাও তখন তুমি এক কর্মের ঝণ কর যা পরে অবশ্যই তোমাকে পরিশোধ করতে হবে। তাই নিরামিষ খাদ্যগ্রহণ আমাদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। আমরা ভাল থাকি, কর্মের ঝণভাব লাঘব হওয়ার ফলে আমাদের জীবনের মান উন্নত হয় সুস্কল ও আত্ম উপলব্ধির স্বর্গীয় জগতে আমাদের প্রবেশের পথ সুগম হয়। আপনাকে যা দিতে হয় তার তুলনায় এই প্রাপ্তি কি কম।

আমিষ খাদ্যগ্রহণের বিরুদ্ধে এই আধ্যাত্মিক যুক্তি অনেকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়। কিন্তু আর কিছু লোক আছেন যাঁহারা নিরামিষ খাদ্য গ্রহণের পক্ষে কি কি যুক্তি আছে তাহা জানতে চান। এগুলো সাধারণ জ্ঞান থেকে এসেছে। আর সেগুলো হোলো ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিবেশের ভারসাম্যরক্ষা, উপকথা, প্রাণী নির্যাতনও বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা প্রভৃতি।

মানুষের বির্বতন সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্বাভাবিক ভাবেই নিরামিষ ভোজী ছিলেন। মানুষের শরীরের গঠন আমিষ ভোজনের উপযোগী নয়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জি. এস. হান্টিংজেন শরীরের তুলনামূলক গঠন প্রবন্ধে এটা আলোচনা করে

দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে আমিষভোজীদের ছোট আকারের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদ্বান্ত্র আছে। তাদের বৃহদ্বান্ত্র হলে আকারে বড়ো ও মসৃণ। বিপরীতভাবে নিরামিষ ভোজীদের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদ্বান্ত্র দুটোই দীর্ঘাকার। মাংস অধিক পরিমাণে প্রোটিন ও অল্পপরিমাণে তন্ত্র থাকার ফলে মাংস থেকে পুষ্টি শোষণ করার জন্য অন্তর্গুলোর খুব বেশী সময় লাগে না। সেজন্য মাংসাশীদের অন্তর্গুলো নিরামিষ ভোজীদের অন্ত্র অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ছোট।

## স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

মানুষের বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় আমাদের পূর্বপুরুষের স্বাভাবিক ভাবেই নিরামিষ ভোজী ছিলেন। মানুষের শরীরের গঠন আমিষ ভোজনের উপযোগী নয়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জি. এস. হান্টিংজেন শরীরের তুলনামূলক গঠন প্রবন্ধে এটা আলোচনা করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে আমিষভোজীদের ছোট আকারের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদ্বান্ত্র আছে। তাদের বৃহদ্বান্ত্র হলে আকারে বড়ো ও মসৃণ। বিপরীতভাবে নিরামিষ ভোজীদের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদ্বান্ত্র দুটোই দীর্ঘাকার মাংস অধিক পরিমাণে প্রোটিন ও অল্প পরিমাণে তন্ত্র থাকার ফলে মাংস থেকে পুষ্টি শোষণ করার জন্য অন্তর্গুলো নিরামিষ ভোজীদের অন্ত্র অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ছোট।

নিরামিষ ভোজীদের মত মানুষেরও স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদ্বান্ত্র আছে। আমাদের অন্তর্গুলোর দৈর্ঘ্য আনুমানিক আটাশ ফুট (সাড়ে আট মিটার)। ক্ষুদ্রান্ত্রটি আপনা-আপনি সঙ্কুচিত হয় এবং এটা মসৃণ নয় এবং কুণ্ডলীপাকান। মাংসাশী প্রাণীদের চেয়ে দীর্ঘ হওয়ার ফলে আমাদের অন্তর্গুলোতে মাংস দীর্ঘসময় ধরে থাকে। ফলে মাংস পচে যায় ও বিষাক্ত হয়। এই বিষ মলদ্বারে ক্যানসারের কারণ। তাছাড়া ইহা আমাদের যকৃতের ভার বাড়ায়। এতে যকৃতের প্রদাহ এবং ক্যানসারের সৃষ্টি হতে পারে।

মৎসে প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত প্রোটিন ও ইউরিয়া আছে যা যকৃতকে ভারাক্রিয়া করে এবং যকৃতের কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করে দিতে পারে। এক পাউণ্ড মাংস প্রায় চৌদ্দ গ্রাম বিষাক্ত প্রোটিন থাকে। যখন সজীব কোষ গুলো এই বিষাক্ত প্রোটিন সম্পৃক্ত হয় তখন তাদের প্রকৃতির পরিবর্তন হয় তাছাড়া মাংসে

সেলুলোজের পরিমাণ কম থাকার ফলে কোষ্টবদ্ধতা হয়। আর সকলেই জানেন কোষ্টবদ্ধতা থেকে মলদ্বারের ক্যানসার বা অর্শের উৎপত্তি হয়।

মাংসের মধ্যে দ্রবীভূত চর্বি ও কোলেষ্টেরোল হৃৎপিণ্ডের পীড়ার সৃষ্টি করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং এখন ফরমোজাতেও মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হোলো হৃৎপিণ্ডের পীড়া।

মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান হোলো ক্যানসার গবেষণার দ্বারা জানা গেছে যে মাংস ঝলসালে বা রোট করলে মাংসে একরকম রাসায়নিক দ্রব্য (Methyl Cholanthrene) তৈরী হয় একটা তীব্র বিষ। ইন্দুরের উপর এই বিষ প্রয়োগ করে দেখা গেছে এটা হাড়ের টিউমার, রক্তের ক্যানসার, পাকস্তলীর ক্যানসার প্রভৃতির সৃষ্টি করে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে বুকের ক্যানসার আছে এমন মায়ের দুধ খেলে বাচ্চা ইন্দুরের ও ক্যানসার হয়। মানুষের শরীরের ক্যানসারের কোষ প্রাণীর শরীরে ইন্জেক্সান দেওয়া হলে প্রাণীদেরও ক্যানসার হয়। আমরা রোজ যে মাংস খাই তা যদি এরকম অসুস্থ প্রাণীদের হয় তাহলে আমাদের সে সমস্ত অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অনেক মনে করেন মাংস পরিষ্কার ও নিরাপদ কারণ কসাইখানাগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। কিন্তু রোজ যতসংখ্যক গরু, শুকর বা মুরগী প্রভৃতি হত্যা করা হয় তাদের প্রত্যেককে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রত্যেককে পরীক্ষা করা হলেও কোনও একটা মাংসের টুকরায় ক্যানসার আছে কিনা তা পরীক্ষা করা অত্যন্ত দুষ্কর। সম্প্রতি খারাপ অংশটুকু যেমন পা বা মাথা কেটে বাদ দিয়ে বংকী অংশটুকু বিক্রয় করা হয়।

বিখ্যাত নিরামিষ খাদ্য বিশেষজ্ঞ ডঃ জে. এইচ. কেলগ্ বলেছেন, ‘আমরা যখন নিরামিষ খাদ্য খাই তখন কিভাবে সেই আনাজটি মরে গেছে তা আমাদের জানার দরকার নেই এত আমরা আনন্দের সংগে আহার করতে পারি।

আর একটা জিনিসও ভাবার আছ। বিভিন্ন জীবান্তনাশক ঔষধ স্টেরয়েড বা হরমোন প্রভৃতি হয় প্রলোক থান্দের সংগে মিলিয়ে দেওয়া হয় অথবা সরাসরি প্রাণীদাহ ট্যাঙ্কেলমান দেওয়া চায়। জনাগচ্ছে এইসব প্রাণীদের মাংস আমরা

আহার করলে সেই আমরাও এই সমস্ত আমাদের শরীরে গ্রহণ করি। ফলে মাংসের জীবানুনাশক ঔষধগুলো মানুষের জীবানুনাশক ঔষধের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়।

কিছু কিছু লোক মনে করেন নিরামিষ খাদ্য যথেষ্ট পৃষ্ঠিকর নয়। ডাঃ মিলার নামে একজন আমেরিকান শল্যচিকিৎসক দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল ফরমোজায় চিকিৎসা করেন। তিনি সেখানে একটা হাসপাতাল করেছেন যেখানে রোগী ও কর্মচারী সকলের জন্যই নিরামিষ খাদ্যের ব্যবস্থা আছে। ইঁদুর হচ্ছে এমন একটা প্রাণী যে আমিষ বা নিরামিষ দুরকম খাবার খেয়েই বেঁচে থাকতে পারে। এখন যদি দুটো ইঁদুরকে আলাদা আলাদা রেখে একটাকে নিরামিষ ও অন্যটিকে আমিষ খাবার খেতে দেওয়া হয় তাহলে তেখা যায় তাদের দুজনেরই পৃষ্ঠির পরিমাণ একই রকম, কিন্তু নিরামিষ খাদ্য গ্রহণকারী ইঁদুর বেশীদিন বাঁচে আর তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী। তাছাড়াও দুটো ইঁদুরই যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে নিরামিষ ভোজী ইঁদুর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে।” আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের যে ঔষধ দেয় তার অনেক উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা শুধু আমাদের অসুখ সারায়। খাদ্য কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে পারে।” “মাংস অপেক্ষা উল্লিখিতাদ্য বেশী প্রত্যক্ষভাবে আমাদের পৃষ্ঠি যোগায়” — তিনি বলেছেন। মানুষ পশুমাংস আহার করে, কিন্তু আমাদের খাদ্য পশুর পৃষ্ঠির সূত্রে হলো উল্লিদ। অধিকাংশ প্রাণী স্বল্প দিন বাঁচে এবং মানুষের সব রকম রোগই প্রাণীদের হয়। রোগাক্রান্ত প্রাণীদের মাংস আহার করেই সম্ভবত মানুষদের এইসব রোগ হয়েছে। সুতরাং মানুষ কেন গাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে পৃষ্ঠিলাভ করবে না। ডাঃ মিলার বলেছেন — “স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য যা পৃষ্ঠি দরকার তা আমরা দানাশয় শুটি ও শাকসজ্জি থেকেই পেতে পারি।

অনেকের ধারণা আছে যে উল্লিদ প্রোটিন থেকে প্রাণী প্রোটিন উৎকৃষ্ট কারণ উল্লিদ প্রোটিন অসম্পূর্ণ আর প্রাণী প্রোটিন সম্পূর্ণ। আসল কথা হোলো এই যে কিছু কিছু উল্লিদ প্রোটিন সম্পূর্ণ আর কয়েকটি অসম্পূর্ণ উল্লিদ প্রোটিন মিশিয়ে সুষমম প্রোটিন খাদ্য প্রস্তুত করা যায়।

আমেরিকার খাদ্য সংস্থা ১৯৮৮ সালের মার্চমাসে ঘোষণা করেছেন যে পরিকল্পনামূলক উপযুক্তভাবে গ্রহণ করতে পারলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও পৃষ্ঠিকারতির

বিচারে নিরামিষ খাদ্য বেশী উপযোগী।

এমন একটি মিথ্যা ধারণা আছে যে মাংসভোজীরা নিরামিষ ভোজীদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী, কিন্তু ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আরভিন্ ফিশা ৩২ জন নিরামিষ ভোজী ও ১৫ জন আমিষ ভোজী মানুষের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছেন যে মাংসভোজীদের চেয়ে নিরামিষ ভোজীদের সহ্য ক্ষমতা অনেক বেশী। তিনি এদের যতক্ষন সন্তুষ্ট হাত উঁচু করে রাখতে পলেচিলেন। এপিপরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত পরিস্কার। ১৫ জন মাংসভোজীদের মধ্যে মাত্র ২ জন পনেরো থেকে ত্রিশ মিনিট তাদের হাত উঁচু করে রাখতে পেরেছিলো। ৩২ জন নিরামিষ ভোজীদের ২২ জন পনেরো থেকে ত্রিশ মিনিট, ৯ জন এক ঘন্টার বেশী, ৪ জন ২ ঘন্টার বেশী ও এক জন তিন ঘন্টার বেশী হাত উঁচু রাখতে পেরেছিলো।

অনেক দীর্ঘদূরত্বের দৌড়ীর প্রতিযোগিতার পূর্বে কয়েকদিন নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করেন। বিখ্যাত নিরামিষ খাদ্যে বিশ্বসী ডঃ বারবারা মোর সাতাশ ঘন্টা তিরিশ মিনিটে একশত দশমাইল দৌড় শেষ করেছিলেন। ছাপ্পান বৎসর বয়সী এক মহিলা কমবয়সীদের সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আমি একটা আদর্শ হতে চাই যাতে লোকে জানতে পারে যে যারা নিরামিষ খাদ্য খায় তাহারা শক্তিশালী দেহ, স্বাস্থ্য মন ও নির্মল জীবন যাপনে সক্ষম।

নিরামিষ ভোজীগণ কি তাঁহাদের খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন পান? বিশ্ব স্বাস্থ্য সুপারিশ করেছেন যে আমাদের প্রয়োজনীয় ক্যালরীর ৪.৫% প্রোটিন থেকে পাওয়া যায়। গমের প্রোটিন ১৭% ক্যালরী, চালে ৪% ক্যালরী আছে আর **broccoli** তে আছে ৪৫% ক্যালরী। মাংস না খেয়েই প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য পাওয়া খুব সহজ। অধিক চর্বিযুক্ত আমিষখাদ্য আহারের ফলে ক্যানসার, হৎপিণ্ডের নানা অসুখ হতে পারে তাই এগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নিরামিষ খাদ্যগ্রহণ ভালো। মাংস ও অতিমাত্রায় চর্বিযুক্ত অন্যান্য প্রাণীজ খাদ্য গ্রহণের সংগে হৎপিণ্ডের অসুখ, স্তন এবং অল্লের ক্যানসের, উচ্চ রক্তচাপজনিত অসুখের সম্পর্ক আছে একথা প্রমাণিত। কম চর্বিযুক্ত খাদ্য ও নিরামিষ খাদ্য খেলে যে অসুখগুলো প্রতিবেদ করা এমনকি আরোগ করা সম্ভব সেগুলো হোলো মৃগাশরে পাথুরী, প্রস্তেতের ক্যানসার, বহুমুক্ত, পাকহস্তীর ক্ষত, কোষ্ঠবন্ধতা, উচ্চ রক্ত চাপ আজমা, কোষ্ঠবন্ধত প্রভৃতি।

ধূমপান ছাড়া ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার এর থেকে বড় ঝুঁকি আর কিছুতেই নেই।

## পরিবেশ ও তাহার ভারসাম্য

মাংসের জন্য প্রাণীহত্যার পরবর্তী কুফল আছে। ইহার ফলে বৃষ্টি-অবশ্য ধ্বংস হয়, পৃথিবীর তাপমাত্র বৃদ্ধিপায়, জলদূষণ ও জল সংকট হয়, বন ধ্বংস হয়, শক্তির উৎসের অপব্যবহার হয় ও পৃথিবীব্যাপী ক্ষুধার সমস্যা দেখা দেয়। মাংস উৎপাদনের জন্য ভূমি, জল, শক্তি ও মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার ব্যবহার পৃথিবীর সম্পদ ব্যবহারের উপযুক্ত পদ্ধতি নয়। ১৯৬০ সাল থেকে মধ্য আমেরিকার ২৫% বৃদ্ধি অবশ্য গোচারণ ভূমি তৈরী করার জন্য হয় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে অথবা কেটে ফেলা হয়েছে। অনুমান করা হয় যে প্রতি চার আউন্স পশুমাংস তৈরী করতে গিয়ে ৫৫ বর্গফুট ক্রান্তীয় অরণ্য ধ্বংস করতে হয়। তাহারা ক্রমবদ্ধমান পশুপালনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারক তিনটি গ্যাসের উৎপাদন পৃদ্ধি করে এবং জলদূষণ ঘটায়। এক পাউণ্ড গোমাংস উৎপাদন করতে গিয়ে ২৪৬৪ গ্যালন জল লাগে অপরপক্ষে এক পাউণ্ড টমেটো জমাতে ২৯ গ্যালন জল লাগে আর এক পাউণ্ড রুটীর গম তৈরী করতে গিয়ে ১৩৯ গ্যালন জল লাগে। গোমহিংসাদি প্রাণী ও অন্যান্য পশু উৎপাদনের জন্য আমেরিকার জলসম্পদের প্রায় অর্ধেক ব্যয় হয়।

পশুর পরিবর্তে শষ্য উৎপাদনের জন্য পৃথিবীর সম্পদ ব্যবহার করলে আরও অনেক লোকের খাদ্যের সংস্থান করা সম্ভব হोতো। এক একের পরিমাণ জমিতে উৎপাদিত সব পশুর পরিবর্তে মানুষ খেলে ৮ গুন বেশী প্রোটিন ও ২৫ গুন বেশী ক্যালী উৎপন্ন হোতো। এরকম অসংখ্য পরিসংখ্যান আছে। পশুপালনের জন্য ব্যবহৃত জমি মানুষের খাদ্যশষ্য উৎপাদনে ব্যবহার হলে পৃথিবীর সম্পদকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যেতো।

নিরামিষ খাদ্য আহার আপনাকে এই পৃথিবীতে আরও সহজভাবে চলাফেরা করতে সাহায্য করত। পরিমিত আহার ও বাছলা বর্জন করলে আপনার মনে হবে প্রতিবার খাদ্যগ্রহণের সংগে সংগে মানুষকে কেবল প্রয়োগ করত হবে :

বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা পৃথিবীর প্রায় এক বিলিয়ান লোক ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে কষ্ট পাচ্ছে। অনাহারে মারা যায় প্রতিবৎসর ৪ কোটি লোক যাদের অধিকাংশই শিশু। তা সহেও পৃথিবীর উৎপন্ন দানা শয়ের এক তৃতীয়াংশ মানুষের পরিবর্তে পশুদের

খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন খাদ্যশয়ের ৭০ পশু খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। আমরা যদি পশুর পরিবর্তে মানুষদের খাওয়াতে পারি তাহলে কেউ আর ক্ষুধার্ত থাকবে না।

## প্রাণী হত্যা

আপনি কি জানেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন লক্ষাধিক পশুহত্যা করা হয়? পশ্চিমের অধিকাংশ দেশগুলিতেই খামার বাড়ীতে পশু পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হোলো যত সন্তুষ্টি কর সময়ে যত সন্তুষ্টি বেশী প্রাণী হত্যার জন্য সংগ্রহ করা। প্রাণাশুলিকে একজায়গায় দলবদ্ধভাবে পালন করা হয়, তাদের অঙ্গবিকৃতি করা হয় ও তাদের যন্ত্রের মত ব্যবহার করা হয়; উদ্দেশ্য হোলো যত তাড়াতাড়ি সন্তুষ্টি বেশী মাংস পাওয়া। এ দৃশ্য চোখে দেখার মত নয়। তাই বলা হয়, ‘‘ক্ষাইখানা একবার দেখলে আপনি আজীবন নিরামিষ ভোজী হয়ে যাবেন’’।

লিও চলস্টয় বলেছেন” — যতিদিন ক্ষাইখানা থাকবে ততদিন যুদ্ধ হবে। নিরামিষভোজন হোলো মানবিকতার পরীক্ষা’। যদিও আমরা সক্রিয়ভাবে প্রাণীহত্যার সমর্থন করিনা তবুও সমাজস্বীকৃত প্রথা হিসাবে আমরা মাংস খাই, প্রাণীদের প্রতি কি করছি সে সম্বন্ধে সচেতন না হয়েই আমরা মাংস আহার করি।

ইতিহাসের শুরু থেকে আমরা দেখতে পাই যে নিরামিষ খাদ্যই মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য। প্রাচীন গ্রীক ও হিঙ্ক রূপকথায় ফলাহারী মানুষের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন। মিশরীয় ধর্ম্যাজকগণ কখনও মাংস খেতেন না। প্রেটো, ডায়োজেনিস, মক্রেন্টিসের মত বড় বড় দার্শনিকগণ নিরামিষ আহারেরে স্বপ্নক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

ভারতে শাক্যমুমি বুদ্ধ অহিংসার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যার মূলকথা হোলো কোন জীবিত প্রাণীর অনিষ্ট না করা। তিনি তাঁর শিষ্যদের মাংস আহার করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন কারণ তা না হলে অন্য প্রাণীরা তাদের ভয় করবে। বুদ্ধ এইরকম মন্তব্য করেছেন,” মাংস আহার হোলো একটা অর্জিত অভ্যাস। প্রথমেই এই ইচ্ছা নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করি না।” “মাংসাহারী লোকেরা তাদের অস্তরের মহান করণার বীজ নষ্ট করে দেয়।”

“মাংসাহারী লোকেরা পরম্পরকে হত্যা করে ও পরম্পরকে আহার করে,” এই জন্মে আমি তোমাকে খাচ্ছি এবং পরজন্মে তুমি আমাকে খাবে এবং তো এইভাবে চলবে তাদের মোহমুক্তি ঘটবে কি করে?”

অনেক প্রাচীন তাওবাদী, ঝীঠান ও ইহুদী নিরামিষভোজী ছিলেন। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, “তোমাদের আহারের জন্য আমি সব রকমের শয় ও ফল রেখেছি আর সমস্ত বন্যপ্রাণী ও পাথীদের খাদ্যের জন্য আমি রেখেছি তৃণ ও লাতাপাতা,” (জেনোস ১:২৯) মাংস ভক্ষনকে নিয়ন্ত্র করে বাইবেলের অন্যান্য উদাহরণ — “যাতে রক্ত আছে এমন মাংস তুমি অবশ্য খাবে না কারণ রক্তে প্রাণ আছে” (জেনেসিস ৯:৪) আমাকে দেওয়ার জন্য কে তোমাকে বলদ বা ভেড়া কাটতে বলছে ? এই নিষ্পাপ রক্ত ধুয়ে ফেল যাতে আমি তোমার প্রার্থনা শুনতে পাই। তা নাহলে আমি মুখ ফিরিয়ে নেবো কারণ তোমার হাত রক্তমাখ। এরজন্য অনুত্তাপ কর যাতে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি।” যীশুর এক শিষ্য সেন্ট পল রোমানদের উদ্দেশ্য এক চিঠিতে লিখেছেন, “মদ খাওয়া অথবা মাংস খাওয়া কোনটাই ভালো না।”

সম্প্রতি ঐতিহাসিকগণ এমন অনেক পুস্তক আবিষ্কার করেছেন যা যীশু ও তাঁর বাণী সম্পর্কে নৃতনভাবে আলোকপাত করে। তিনি বলেছেন — “যারা প্রাণী মাংস আহার করে তারা নিজেরাই কবরে যায়। আমিম খুব সততার সংগোষ্ঠী বলছি যে যারা হত্যা করে তারা নিহত হয়। যারা জীবিত প্রাণী হত্যা করে ও তাদের মাংস আহার করে তারা মৃত ব্যক্তিদের মাংসই ভক্ষন করে।”

ভারতীয় ধর্মেও মাংস ভক্ষনকে বর্জন করা হয়েছে। বলা হয় যে “প্রাণী হত্যা না করে লোকে মাংস পায় না। যে ব্যক্তি নিরীহ প্রাণী হত্যা করে সে

কখনও স্মৃতির অনুগ্রহ পায় না। তাই “মাংস ভোজন বন্ধ করে” (হিন্দুধর্মের উপদেশ)

ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কোরান মৃত পশু, রক্ত ও মাংস ভক্ষণ নিষেধ করেছেন।

একজন বিখ্যাত জৈনিক ধর্মণ্ডর হান-সান-জু কঠোরভাবে মাংস ভোজন নিষেধ করে কেটা কবিতা রচনা করেছেন। ‘যাও তাড়াতাড়ি বাজারে গিয়ে মাছ মাংস নিয়ে এস তোমার স্ত্রী ও শিশুদের আহারের জন্য। কিন্তু তোমাদের আহারের জন্য তাদের জীবন নেওয়া হবে কেন? এটা অযৌক্তিক। এতে তোমাকে স্বর্গের দিকে নিয়ে যাবে না বরং তোমাকে নরকের আবর্জনায় পরিণত করবে।’

অনেক বিখ্যাত লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং বিখ্যাত ব্যক্তি নিরামিষ ভোজী ছিলেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই নিজের আগ্রহেই নিরামিষ ভোজী হয়েছিলেন। শাক্যমুনি বুদ্ধ, যীশুখ্রিস্ট, ডার্জিল, হোরেস প্লেটো, পেত্রার্ক, পীথাগোরাস, সক্রেটিস, সেক্সপীয়ার, ভলতেয়ার, নিউটন, লিওনার্দো-দ্যা-ভিঞ্চি, চার্লস ডারউইন, বেঙ্গামিন ফাক্কলিন, এমারসন, হেনরী ডেভিড থ্যুরো, এমিল জোলা, বার্নার্ড রাসেল, রিচার্ড ওয়েগনার, পি. বি. শেলী, এইচ. জি. ওয়েলস, অলবার্ট আইনস্টাইন, রবন্দীনাথ ঠাকুর, লিও তলষ্টয়, জর্জ বার্নার্ড শ, মহাত্মা গান্ধী, আলবার্ট স্যাইজার এবং আরও সাম্প্রতিক কালে পল নিউম্যান, ম্যাডোনা, প্রিন্স ডায়ানা, লিউসে ওয়েগনার, পল ম্যাককার্টনী এবং ক্যানডিস্ বার্জেন এদের কয়েকটি মাত্র নাম।

আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, ‘আমি মনে করি মানুষের চারিত্রিক গুনাবলীর উপর নিরামিষ খাদ্য যে পরিবর্তন আনে তা মানুষের পক্ষে কল্যান কর। তাই নিরামিষ ভোজী হওয়া মানুষের পক্ষে শুভ এবং শাস্তির কারণ। ইতিহাসে বহু বিখ্যাত চরিত্র ও সাধুসন্তদের ইহাই সাধারণ উপদেশ।

## প্রভু প্রশ্নের উত্তর দিলেন

প্রশ্ন ১—মাংস ভক্ষনের অর্থ প্রাণী হত্যা, কিন্তু শাকসংজী আহারও একপ্রকার হত্যা নয় কি?

প্রভুঃ—শাকসংজী ভক্ষনও এক ধরনের হত্যা এবং এর ফলে কর্মফলজনিত কিছু বাধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু এর ফল অতি সামান্য। যদি কোনও বাস্তি কোয়ান-ইন্সুলেটিতে প্রতিদিন আড়ই ঘন্টা যোগাভ্যাস করেন তবে এই কর্মফলের হাত থেকে পরিত্রান পাওয়া যাবে। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের যেমন আহার করতে হবে তেননি এমন খাদ্য আমাদের নির্বাচন করতে হবে যা সর্বাপেক্ষা কর্মচেতন এবং কম অনিষ্টের কারণ হয়। উদ্ভিদে আছে ৯০% জল তাই তাদের চেতনার পরিমাণ এত অল্প যে তারা প্রায় কোন যন্ত্রনা উপলব্ধি করে না। তাছাড়া অনেক শাকসংজী আছে যা আমরা খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করার সময় তাদের শিকড় কেটে দিই না। বরং তাদের শাখাপ্রশাখা ছেঁটে দিয়ে আমরা তাদের বৎস বিস্তারের সাহায্য করি। এতে শেষ পর্যন্ত ছাপালার উপকারই হয়। সেইজন্য উদ্ভিদ বিশারদগন বলেন যে গাছ ছেঁটে দিলে গাছ আরও বড়ো ও সুন্দর হয় ফলের ক্ষেত্রে এটা আরও ভলোভাবে দেখা যায়। ফল যখন পাবে তখন ইহা সুগন্ধ সুন্দর রং ও আস্বাদ দ্বারা লোকেক আকর্ষণ করে। এইভাবে গাছ তাদের বিস্তৰ্ণ এলাকায় তাদের বীজ বিস্তার কাজ করে। আমরা যদি তাদের না খেতাম তাহলে তারা পেকে পড়ে যেত ও পচে যেত। সুর্যের আলো না পাও যায় বীজ নষ্ট হয়ে যেত। সুতরাং শাকসংজী ও ফল খাওয়া একটা স্বাভাবিক প্রবণতা এবং এতে তাদের কোনও কষ্ট হয় না।

প্রশ্ন ২—অধিকাংশ লোকের ধারণা আছে যে নিরামিষ ভোজীরা কুরুক্ষেত্র ও কৃষ এবং আমিষ ভোজীরা দীর্ঘকায় ও হৃলাকৃতি, এটা কি ঠিক?

প্রভুঃ—নিরামিষ ভক্ষণ কারীরা আবশ্যিকভাবে কৃশকায় ও ক্ষুদ্রাকৃতি হবে এটা ঠিক নয়। খাদ্য সুষম হলে তারাও দীর্ঘকায় ও বলবান হতে পারে। যেমন দেখ হাতী, গবাদি পশু, জিরাফ, জলহস্তী — এরা শুধুমাত্র গাছপালা ওফল আহার করে কিন্তু তারা মাংসাশীদের বেশী বলবান, শাস্তিশিষ্ট ও মানুষের উপকারী। কিন্তু মাংসাশী প্রাণীরা অনেক বেশী উগ্র ও মানুষের কোনও কাজে লাগে না। মানুষও যদি প্রাণী ভক্ষণ করে তবে প্রাণীদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য লাভ করে। মাংস ভক্ষনকারী মানুষ যে আবশ্যিকভাবে দীর্ঘকায় ও বলবান হবে তা নয় কিন্তু তাদের গড় আয়ুস্কাল কম। এঙ্কিমোর প্রায় পরিপূর্ণভাবে মাংসাশী কিন্তু তারা কি দীর্ঘকায় ও বলবান? তারা কি দীর্ঘজীবি? এটা তোমরা নিশ্চয়ই ভালোভাবে বুঝতে পারো।

প্রশ্নঃ—আমিষ ভক্ষনকারীরা কি ডিম খেতে পারে?

প্রভুঃ—না, আমরা যখন ডিম খাই তখনও আমরা প্রাণী হত্যা করি, কেহ কেহ বলেন যে বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া ডিম নিষিক্ত নয় তাই এই ডিম খেলে প্রাণী হত্যা হয় না। এটা শুধু আপাত দৃষ্টিতে সত্যি। ডিমগুলো অ-নিষিক্ত থাকে কারণ নিষিক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয় পরিবেশ স্থাপিত রাখা হয়। সেজন ডিম থেকে বাচ্চা হওয়ার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অসম্পূর্ণ থাকে। যদিও এইসব অবস্থাগুলো ঘটে না। এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রাণশক্তি এতে থাকে। আমরা জানি ডিমের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রাণশক্তি আছে অন্যথায় শুধুমাত্র নিষিক্ত করা যায় কেন? কেউ কেউ বলেন ডিমে মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টি, প্রোটিন ও ফস্ফরাস আছে। কিন্তু শুঁটি, দই প্রভৃতি প্রোটিন এবং আলু প্রভৃতি কন্দ থেকেও তো ফস্ফরাস পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকেই আমরা জানি অএনক সাধু সন্ধ্যাসী ডিম বা মাংস খেতেন না তবু তাঁরা দীর্ঘায় ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ প্রভু ইং গুয়াং ভাত ও একবটি তরকারী খেতেন, তবু নবুই বছর বেঁচেছিলেন। তাছাড়া ডিমের কুসুমে প্রচুর পরিমাণে কোলেষ্টেরেল আছে যা নানা হৃৎযন্ত্রে পীড়ার কারণ যা ফরমোজা ও আমেরিকার মৃত্যুর প্রধান কারণ। আমরা অবাক হবো না যদি আমরা দেখি তাদের অধিকাংশই ডিম খায়।

প্রশ্নঃ—মানুষ হাঁস মুরগী, শূকর, গরু প্রভৃতি পালন করে। তবে আমরা তাদের ভক্ষণ করবো না কেন?

প্রভুঃ—এই কথা? মা-বাবা তো শিশুদের পালন করেন। তাহলে কি মা-বাবার শিশুদের ভক্ষন করার অধিকার আছে? প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর বাঁচার অধিকার আছে এবং কাহাকেও এথেকে বঞ্চিত করা যাবে না। হংকং এর আইন যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে এমন কি আত্মহত্যা করাও আইন বিরোধী। সুতরাং অন্য জীবিত প্রাণী হত্যা আরও কত আইন বিরোধী?

প্রশ্নঃ—প্রাণীরা মানুষের খাদ্য হওয়ার জন্যই জন্মায়। আমরা যদি তাদের ভক্ষন না করতাম তাহলে তারা পৃথিবী ভরিয়ে ফেলতো, তাই না?

প্রভুঃ—এটা একটা অবাস্তব ধারণা কোন প্রাণীকে হত্যা করার আগে তুমি কি তাকে জিজ্ঞাসা করো তাকে হত্যা করা হবে কিনা বা তাকে খাওয়া হবে কিনা? সমস্ত জীবিত প্রাণীই বাঁচতে চায় ও মরতে ভয় পায়। আমরা চাই না আমাদের বাঘে খাক তেমনি কোন প্রাণীই চায় না মানুষ তাদের খাক। প্রায় দশ হাজার বছর হলো মানুষ পৃথিবীতে এসেছে কিন্তু মানুষ আসার আসে অনেক প্রজাতির প্রাণীই পৃথিবীতে ছিল। তারা কি পৃথিবীতে অতিজনাকীর্ণ ছিল? সমস্ত প্রাণীই পৃথিবীতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। যখন পৃথিবীতে খাদ্য কম থাকে এবং স্থান সীমাবদ্ধ থাকে তখন স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপক জনসংখ্যা হ্রাস ঘটে। এর ফলে জনসংখ্যা উপযুক্ত পরিমানে থাকে।

প্রশ্নঃ—আমি নিরামিষ ভোজী হব কেন?

প্রভুঃ—আমি নিরামিষ ভোজী কারণ আমার অস্তরের ঈশ্বর তাহাই চান। বুঝলে? মাংস ভক্ষন হত না হওয়ার বিশ্বজনীন নীতির পরিপন্থী। আমরা নিজেরা যেমন নিহত হতে চাই না তেমনি আমরা চাই না কেউ আমাদের চুরি করে হত্যা করুক। এখন আমরা যদি অন্য ব্যক্তির প্রতি এই ব্যবহার করি তাহলে আমরা নিজেদের বিরুদ্ধেই কাজ করবো এবং তার ফলভোগ আমরাকোরবো। অন্যের প্রতি যে ব্যবহার তুমি করবে তার ফলভোগও তুমি করবে। তুমি নিজেকে যেমন কামড়াতে পারো না তেমনি নিজের বুকে ছুরিমারতেও পারো না। সেইভাবে তোমার কাউকে হত্যা করা উচিত নয় কারণ তা হোলো জীবধর্মের বিরুদ্ধে। আমরা বুঝি না যে এর জন্য আমরা কষ্ট পাই। এর অর্থ এই নয় যে আমরা বে কেন উপরে নিজেদের দীর্ঘিত রাখবো, এর অর্থ হোলো জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নিজেদের প্রসারিত করবো। এই দেহের শুধু আমাদের জীবন

সীমিত থাকবে না, সমস্ত প্রাণীর প্রতিই ইহা প্রসারিত হবে। ইহা আমাদের আরও সুন্দর আরো মহৎ, আরো সুখী ও উদার করে।

প্রশ্ন ১—আপনি কি নিরামিষ খাদ্য সম্পর্কে এবং ইহা কিভাবে বিশ্বশাস্ত্রের সহায়ক সেবিষয়ে কিছু বলবেন কি?

প্রতু ১—নিশ্চয়ই। দেখ পৃথিবীতে যে সব যুদ্ধ হয়েছে তাদের অধিকাংশের কারণই হলো অর্থনৈতিক সমস্যাবলী। আমরা এগুলোর মুখোমুখি হবো। যখন পৃথিবীতে ক্ষুধা খাদ্যভাব দেখা দেয় অথবা বিভিন্ন দেশের মধ্যে খাদ্যের অসম বন্টন ঘটে তখন দেশের অর্থনৈতিক সংকট জরুরী হয়ে দেখা দেয়। যদি তুমি নিরামিষ খাদ্য সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণার ফল অথবা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা পড়া সময় পাও তাহলে তুমি এটা ভালভাবে বুঝতে পারবে। মাংসের জন্য হাঁসমুরগী বা পশুপালন আমাদের অর্থনীতিকে দউলিয়ে করে দিয়েছে। ইহা সারা পৃথিবীতে। অন্ততঃপক্ষে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে ক্ষুধার সৃষ্টি করেছে। আমি শুধু এটা বলছি না। একজন আমেরিকা নাগরিক এ-বিষয়ে গবেষণা করেছেন এবং একটি বইও লিখেছেন। তুমি যেকোন বই-এর দোকানে গিয়ে নিরামিষ খাদ্যের এবং নিরামিষ খাদ্য প্রস্তুত এর গবেষণা সম্পর্কে বই পড়তে পার। তুমি “নুতন আমেরিকার খাদ্য” বইটি পড়তে পার। জন রবিনস-এর লেখক। তিনি আইস্ক্রিম বিক্রী করে লাখপতি হয়ে ছিলেন। নিরামিষ ভোজী হওয়ার জন্য এবং তাঁর ব্যবসা এবং পারিবারিক ধারার বিরুদ্ধে নিরামিষ খাদ্য সম্পর্কে একটি বই লেখার জন্য তাঁর ত্যাগ করেছিলেন। এরজন্য তিনি প্রচুর অর্থ, সম্মান নষ্ট করেছিলেন এবং ব্যবসায় ক্ষতি দ্বিকার করেছিলেন। কিন্তু সত্ত্বের জন্য তিনি এটা করেছিলেন। এই বইটা খুব ভাল। অন্য অনেক বই এবং পত্রিকা আছে যাথেকে তুমি নিরামিষ খাদ্য সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারবে এবং কিবাবে ইহা বিশ্বশাস্ত্রের সহায়ক হয় তাহা বুঝতে পারবে। দেখ আমরা পশুখাদ্য যোগানের জন্য আমাদের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় দেউলিয়া হয়ে গিয়েছি। একটা গরুকে খাদ্য উপযোগী করতে গিয়ে আমাদের কত প্রোটিন, ঔষধ, জল প্রভৃতি খরচা করতে হয়, কত শ্রম দিতে হয়, কত রাস্তাঘাট তৈরী করতে হয় বা যানবাহন প্রযোজন হয় আর কত হাজার হাজার একর জমি নষ্ট করতে হয় তা কি তুমি জান। এ সমস্ত জিলিসগুলো অনুচ্ছে দেশগুলোতে সমানভাবে ভাগ করে দিতে পারা যেতো। তাহলে আমরা ক্ষুধার সমস্যা সমাধান করতে পারতাম।

এখন কোন দেশের খাদ্যের অভাব হয় তাহলে সেই দেশ নিজেদের অধিবাসীদের বাঁচাবার জন্যে অন্যদেশ আক্রমণ করবে। শেষপর্যন্ত এতে নানা অশান্তি সৃষ্টি হয়। “যেমন কাজ করবে তেমনি ফল পাবে”। আমরা যদি কাউকে খাদ্যের জন্যে হত্যা করি তাহলে পরবর্তীকালে, পরবর্তী প্রজন্মে আমরা ও ঐরূপভাবে নিহত হবো। এটা খুব দুঃখের ব্যাপার। আমরা এত বুদ্ধিমান, এত সভ্য অথচ আমাদের অধিকাংশ লোক জানে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর কষ্টের কারণ কি। এর আমাদের পেট, আমাদের মুখ। লোকের খাদ্যের জন্য, পুষ্টির জন্য আমরা এত জীব হত্যা করি, এত লোককে অনাহারে রাখি। আমরা এখনও প্রাণীদের কথা বলেনি তাহলে এই অপরাধটা আমাদের বিবেকের উপর বোঝা হয়ে চেপে বসবে। তা সচেতনভাবে হোক বা অসচেতনভাবেই হোক। এর ফলে আমরা ক্যানসার, যক্ষা এবং এইডস্‌সহ অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হবো। তুমি নিজেকেই জিজ্ঞাসা কর, কেন তোমার নিজের দেশ অমেরিকা এত কষ্ট পাচ্ছে? পৃথিবীতে ক্যানসাররোগীর এখানে সর্বাপেক্ষা বেশী। এর কারণ হলো আমেরিকানরা প্রচুর গো-মাংস ভক্ষন করে। অন্য যে কোন দেশের থেকে তারা বেশী মাংস খায়। তুমি নিজেকেই জিজ্ঞাসা কর কেন চীন অথবা অন্যান্য কমুনিষ্ট দেশগুলোতে ক্যানসার রোগের হার এত বেশী নয় কেন। এর কারণ তারা অত বেশী মাংস খায় না। আমি এটা বলছি না, গবেষণার দ্বারা এটা জানা গেছে। তাই আমাকে দোশ দিও না।

প্রশ্ন ১—নিরামিষ ভোজী হয়ে আমরা কি আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করতে পারি?

প্রত্ন ১—তুমি প্রশ্নটা এইভাবে করেছ সেজন্য আমি খুব খুশি কারণ এর অর্থ এই যে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে তুমিম মনেনিবেশ করেছ। লোকে যখন নিরামিষ খাদ্যের কথা বলে তখন তারা স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং দৈহিক গঠনের সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে। নিরামিষ খাদ্যের আধ্যাত্মিক দিক হলো এই যে এটা শুধু এবং অহিংস। “তোমার হত্যা করা উচিত না।” যখন ভগবান আমাদের এই কথা বলেন তখন তিনি বলেন না যে শুধু নরহত্যা করো না, তিনি বলেন কেন প্রাণী হত্যা করো না। তিনি কি বলেন না যে তিনি সমস্ত প্রাণী সম্প্রতি করেছেন আমাদের সাহায্য করার জন্যে আমাদের সহায় হওয়ার জন্য?

তিনি কি প্রাণীদের আমাদের দায়িত্বে ছেড়ে দেননি? তিনি বলেছিলেন এদের যত্ন করো এবং এদের শাসন করো। যখন তুমি প্রজাদের শাসন কর তখন কি তাদের হত্যা কর এবংভক্ষণ কর? তাহলে তুমি হতে একজন প্রজাবিহীন রাজা। তাহলে এখন বুঝতে পারছ ভগবান একথা বলেছেন এবং আমরা অবশ্যই সেইমত করবো। তাঁকে প্রশ্ন করার কিছু নেই তিনি খুব পরিষ্কারভাবে একথা বলেছেন। সুতরাং ঈশ্বরকে বোঝার জন্য এখন তোমাকে ঈশ্বর হতে হবে। আমি তোমাকে ঈশ্বরের মতো হওয়ার জন্য আমন্ত্রন জানাচ্ছি। ঈশ্বরের তপস্যা করার অর্থ এই নয় যে তুমি ঈশ্বরের আরাধনা করছো। এর অর্থ এই যে তুমিও ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েছ, তোমার সঙ্গে ঈশ্বরের একাত্মতা অনুভব করেছো। “আমি এবং আমার পিতা একাত্ম”, যিশু কি এই কথা বলেন নি। তিনি যদি বলে থাকেন তিনি তাঁহর পিতা একাত্ম তাহলে আমি এবং তাঁহর পিতাও একাত্ম তাহলে আমি এবং তাঁহর পিতাও একাত্ম হতে পারে কারণ আমরা ঈশ্বরেরও পুত্র। ভগবান যিশু আরও বলেছেন তিনি যা করেছেন আমরা তার থেকে ভালো কিছু করতে পারি। সুতরাং কে জানে আমরা হয়তো ঈশ্বরের থেকে মহান কিছু হতে পারি। ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা যখন কিছু জানি না তখন কেন আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করি। কেন অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে ধরে রাখি। আমরা প্রথমে জানবো আমরা যাঁর আরাধনা করছি তিনি কে। যেমন কোন মেয়েকে বিয়ে করার আগে আমরা জানবো মেয়েটিকে। আজকাল একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা পূর্বপরিচয় ছাড়া বিয়ে করি না। তাহলে আমরা কেন অন্ধবিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরকে পূজা করবো। ঈশ্বরকে আমাদের সামনে উপস্থিত হতে এবং নীজেকে আমাদের সঙ্গে পরিচিত করতে আমরা দাবী করতে পারি। কোন ঈশ্বরকে আমরা পূজা করবো তা বেছে নেওয়ার অধিকার আমাদের আছে। তাহলে এটা দেখছ যে বাইবেলে পরিষ্কারভাবে আছে যে আমাদের নিরামিয হওয়া উচিত। সমস্ত বৈজ্ঞানিক কারণেও আমাদের নিরামিয ভোজী হওয়া উচিত। সমস্ত অর্থনৈতিক কারণের জন্য আমাদের নিরামিয ভোজী হওয়া উচিত। সমস্ত হৃদয়বৃত্তির কারণে আমাদের নিরমিয ভোজী হওয়া উচিত। একটা অনুমতাবল হল কোথা যে পক্ষচাতা, অথবা আমেরিকার লোকেরা যদি সপ্তাহে একদিন নিরামিয আহার

করে তবে তার দ্বারা এক কোটি ঘাট লক্ষ আনাহারক্লিপ্ট লোককে এক বছর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। সুতরাং বীর হত, নিরামিষ ভোজী হও। এতসব কারণের পরেও যদি তুমি আমার উপদেশ না শোনো তাহলে অস্তত তোমার নিজের জন্য, পৃথিবীর জন্য নিরামিষ ভোজী হও।

প্রশ্নঃ—যদি প্রত্যেক শাক-সবজি আহার করে তাহলে কি খাদ্য সংকট সৃষ্টি হবে? একখণ্ড জমিতে খাদ্য ফসল চাষ করলে তা এই জমিতে উৎপাদিত পশুখাদ্যের চৌদ্দ গুনের সমান। এক একর জমির শাক-সবজিতে ৮০০.০০০ ক্যালরী শক্তি পাওয়া যায় কিন্তু সেই জমিতে উৎপাদিত পশুখাদ্য আহার করে যে পশু বড় হয় তার মাংস মাত্র ২০০০০০ ক্যালরী শক্তি দিতে পারে।

এর মানে এই যে এইভাবে আমাদের ৬০০০০০ ক্যালরী শক্তি নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং আমিষ খাদ্য থেকে নিরামিষ উপযোগী এবং এতে খরচও বাঁচে।

প্রশ্নঃ—নিরামিষ ভোজীর কি মাছ খাওয়া চলতে পারে?

প্রত্বঃ—তুমি যদি মাছ খেতে চাও তো ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যদি নিরামিষ ভোজী হতে চাও তবে মাছ নিরামিষ নয়।

প্রশ্নঃ—কিছু লোক বলেন যে সহাদয় ব্যক্তি হওয়া দরকার, নিরামিষ ভোজী হওয়ার প্রয়োজন নেই। এর কি কোন অর্থ আছে?

প্রত্বঃ—একজন লোক যদি সত্ত্বাই সহাদয় হন তবে তিনি অন্যপ্রাণীর মাংস খাবেন কেন? তাদের কষ্ট দেখে তিনি তো তাদের খেতেই পারবেন না। মাংস ভক্ষন হৃদয়হীনতার কাজ, তাই একজন হৃদয়বান ব্যক্তি একাজ করবেন কি করে? প্রত্ব লিয়েন-চিঙ-হাই একবার বলেছিলেন “এক হত্যা করো ও এর মাংস খাও। এই পৃথিবীতে এর চেয়ে নিষ্ঠুর, সুর্যাপরায়ন, হৃদয়হীন ও অনিষ্টকারী ব্যক্তি আর কেউ নেই। কি ভাবে সে দাবী করবে যে সে একজন হৃদয়বান ব্যক্তি?” মেনাসিয়াস ও বলেছেন যদি তুমি একে জীবিত দেখ তবে একে মৃত দেখা তুমি সহ্য করতে পারো না। আর যদি তুমি একে যন্ত্রনায় কাতর দেখ তবে তুমি এর মাংস খেতে পারো না। তাই একজন প্রকৃত ভদ্রলোক রান্নাঘর থেকে দূরে থাকবে”। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি প্রাণীদের থেকে শ্রেষ্ঠ তাই তাই আমরা অন্ত্রের সাহায্যে তাদের বাধাদান থেকে নিবৃত্ত করতে পারি তাই আমাদের প্রতি ঘনা নিয়ে তারা মতামথে পতিত হয়। তাই যে সব লোক

ଏକାଜ କରେ । କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀଦେର ହତ୍ୟା କରେ ତାଦେର ଭଦ୍ରଲୋକ ବଲା ଯାଯିନା । ତାଇ ସଖନ ତାରା ଆମାଦେର ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ସୂନ୍ନ ଭୟ ନିଯେ ମରେ । ଏର ଫଳେ ତାଦେର ମାଂସେ ଏକରକମ ବିଯକ୍ରିୟା ହ୍ୟ ଯା ତାଦେର ଯାରା ଆହାର କରେ ତାଦେର କ୍ଷତି କରେ । ଆର ସେହେତୁ ମାନୁଷେର କମ୍ପାଂକ ଅପେକ୍ଷା ତାଦେର କମ୍ପାଂକ କମ, ତାଦେର କମ୍ପାଂକ ଆମାଦେର କମ୍ପାଂକକେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଓ ଆମାଦେର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକେ ବ୍ୟାହତ କରେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ :— ତଥାକଥିତ ସୁବିଧାବାଦୀ ନିରାମିଷ ଭୋଜୀ ହେଉୟା କି ଠିକ ? (ସୁବିଧାବାଦୀ ନିରାମିଷ ଭୋଜୀ କଠୋରଭାବେ ମାଂସ ଭୋଜନ ପରିହାର କରେନ ନା । ତାଦେର ଖାଦ୍ୟେ ମାଂସ ଓ ଶାକ-ସବଜି ଦୁଇ-ଇ ଥାକେ ।)

ପ୍ରଭୁ :— ନା, ଯେମନ ଯଦି ତୋମାର ଖାଦ୍ୟେ ବିଷାକ୍ତ ତରଳ ମେଶାନୋ ହ୍ୟ ଓ ପରେ ଚେଲେ ନେଓୟା ହ୍ୟ ତାହଲେ ଐ ଖାଦ୍ୟ ତଥନ୍ତେ ବିଷାକ୍ତ ଥାକବେ ନା ଥାକବେ ନା ? ମହାପରିନିର୍ବାନ ସ୍ତ୍ରେ ମହାକାଶ୍ୟପ ବୁଦ୍ଧଦେବକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛିଲେନ — “ସଖନ ଆମରା ଭିକ୍ଷା କରି ଏବଂ ସଖନ ଆମାଦେର ମାଂସ ମେଶାନୋ ଶାକ-ସବଜି ଦେଓୟା ହ୍ୟ ଆମରା କି ତଥନ ଐ ଖାଦ୍ୟ ଥେତେ ପାରି ? ବୁଦ୍ଧ ବଲେଛିଲେନ — “ଏକେ ଜଳେ ପରିଷ୍କାର କରେ ମାଂସ ଓ ଶାକ-ସବଜି ଆଲାଦା କରେ ତାରପର ଖାଓୟା ଉଚିତ ।” ଏହି କଥୋପକଥନ ଥେକେ ଆମରା ବୁଝାତେ ପାରି ମାଂସ ଖାଓୟା ତୋ ଦୂରେର କଥା, ମାଂସ ମେଶାନୋ ଶାକ-ସବଜି ଥେକେ ମାଂସ ଆଲାଦା କରେ, ଜଳେ ପରିଷ୍କାର ନା କରେ ଶାକ-ସବଜିଓ ଖାଓୟା ଉଚିତ ନାହିଁ । ସୁତରାଂ ଏ ଥେକେ ମହାଜେଇ ବୁଝା ଯାଯି ବୁଦ୍ଧ ଓ ତାର ଶିଷ୍ୟଗଣ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାନେ । କିନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧକେ ସୁବିଧାବାଦୀ ନିରାମିଷ ଭକ୍ଷନକାରୀ ବଲେ ଅପବାଦ ଦିଯେ ଥାକେନ ଏବଂ କେଉଁ ଯଦି ତାଙ୍କେ ମାଂସ ଭିକ୍ଷା ଦିତେନ ତାହଲେ ତିନି ମାଂସ ଥେତେନ । ଏଟା ସତିଇ ମୁଖେର ମତ କଥା । ଏଟା ସ୍ଥାରା ବଲେନ ତାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରହ୍ସ ସାମାନ୍ୟରେ ପଡ଼େଛେନ ଓ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝାତେ ପାରେନ ନି । ଭାରତବର୍ଷେ ୯୦% ଏର ବେଶୀ ଲୋକ ନିରାମିଷ ଭୋଜୀ । ସଖନ ଲୋକେ ଗେରଯା କାପଡ଼ ପଡ଼ା ସାଧୁ ଦେଖେନ ତଥନଇ ତାରା ବୋଝେନ ତାଙ୍କେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଦିତେ ହବେ । ଅବଶ୍ୟ ବଲା ନିଷ୍ପର୍ଯ୍ୟୋଜନ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେର ଦେଓୟାର ମତ ମାଂସ ଥାକେ ନା ।

ପ୍ରଶ୍ନ :— ଅବେଳା ବଲେ “ବୁଦ୍ଧ ଶୁକରେର ଠାଃ ଖଣ୍ଡ ଓ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ଦାରମ୍ୟ ହ୍ୟ ଯାତେ ତିନି ମାରା ଯାନ ।” ଏଟା କି ଘଟ୍ଟା ?

প্রভু :— মোটেই নয়। এক ধরণের ছত্রাক খেয়ে বুদ্ধদের মারা যান। যদি বুদ্ধের ভাষা সরাসরি অনুবাদ করি তাহলে আমরা জানতে পারি যে এই ধরণের ছত্রাকের নাম “শুকরের ঠ্যাং”, এটা সত্যিকারের শুকরের ঠ্যাং নয়। এক ধরণের ফল আছে যাকে আমরা বলি ড্রাগনের চোখ। এটা সেইরকমের কথা। অনেক ধরণের জিনিস আছে যাদের নাম দেখে মনে সেগুলো শাক-সবজি নয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো নিরামিষ। যেমনটা হলো ড্রাগনের চোখ। এই ধরণের ছত্রাককে ব্রাহ্মণ্য ভাষায় বলা হয় “শুকরের ঠ্যাং” বা “শুকরের আনন্দ” দুটোর সঙ্গেই শুকরের সম্পর্ক আছে। এই ধরণের ছত্রাক প্রাচীন ভারতে সহজলভ্য ছিল না — ছিল দুষ্প্রাপ্য। তাই বুদ্ধদেবের পূজার জন্য এটা বুদ্ধদেবকে দেওয়া হয়েছিল। এই ছত্রাককে মাটির উপরে দেখা যায় না। এটা মাটির নীচে জন্মায়। এটাকে খুঁজতে গেলে তাদের শুকরের সাহায্য নিতে হয় কারণ এই ধরণের ছত্রাক শুকরেদের অত্যন্ত প্রিয়। শুকরেরা গন্ধ শুঁকে এদের খুঁজে বের করে এবং এর খোঁজ পেলে পাদিয়ে মাটি খুঁড়ে তাদের বের করে ও খায় সেই জন্য এদের নাম দেওয়া হয়েছে ‘‘শুকরের আনন্দ’’ বা ‘‘শুকরের ঠ্যাং’’। প্রকৃতপক্ষে এই দুই ধরণের ছত্রাক একই জিনিস। অসাধারণতার সঙ্গে অনুবাদ করার জন্য বা এর ব্যৃৎপত্তিগত অর্থ না জানার জন্য পরবর্তী প্রজন্মের লোকদের এই ভুল হয়েছে ও তারা বুদ্ধদেবকে মাংস ভক্ষনকারী বলে ভুল করেছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার।

প্রশ্ন :— কোন কোন মাংস প্রেমিক বলেন তারা কথাই এর কাছ থেকে মাংস কেনেন। তাই এটা খাওয়াতে কোনও দোষ নেই। আপনি কি মনে করেন এটা ঠিক?

প্রভু :— এটা একটা বেদনাদায়ক ভুল। তোমাদের জানা উচিত যে লোকে মাংস খেতে চায় বলেই কষাই পশুহত্যা করে। লংকাভুত্র সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন — “যদি মাংস ভোজী লোক না থাকত তাহলে কোনও পশু হত্যাহোতো না। তাই মাংস খাওয়া ও প্রাণী হত্যার পাপ একরকম”। ব্যাপক পশুহত্যার ফলে আমাদের ব্যাপক দুর্গতি, মনুষ্যসৃষ্টি দুর্বিপাক আসে। অত্যধিক পশুহত্যার ফলেই যুদ্ধ ঘটে।

প্রশ্ন :— কিছু লোক বলেন যে গাছ ইউরিয়ার মত বিষাক্ত জিনিস তৈরী করতে পারে না, চাঁচারা অনেক জীবননুশৰ গাছে ব্যবহার করে যা আমাদের পাস্তের পক্ষে

ক্ষতিকর। এটি কি কিং?

প্রভুঃ—চায়ীরা যদি ডি. ডি. টির মমত অতি বিষাক্ত জিনিস গাছে বাবহার করে তবে তা থেকে ক্যানসার, বন্ধ্যাত্ত্ব, যকৃতের নানা অসুখ হতে পারে। ডি.ডি. টির মত বিষ চর্বির সঙ্গে মিশে যায় ও প্রাণীর চর্বিতে জমতে থাকে। যখন তোমরা মাংস খাও তখন প্রাণীর চর্বিতে সংঘিত এইসব জীবানুনাশক বা অত্যন্ত বিষাক্ত দ্রব্য গ্রহণ কর। ফল, শাক-সবজি ও দানা শয়ে এই সংঘয় তেরগুলেরও বেশী হতে পারে। ফলের গায়ে লেগে থাকা জীবানুনাশক আমরা ধুয়ে পরিষ্কার করতে পারি কিন্তু প্রাণীর চর্বিতে সংঘিত বিষ আমরা দূর করতে পারি না। এই সংঘয় পদ্ধতি ঘটতে থাকে কারণ এই বিষগুলোর প্রকৃতি ক্রমবর্ধমান। তাই খাদ্যশৃঙ্খলের শীর্ষে অবস্থিত মানুষেই সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লোওয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে যে মানুষের দেহে পাওয়া জীবানুনাশকের অধিকাংশই মাংস ভক্ষণ থেকে এসেছে। তাঁরা দেখেছেন যে জীবানুনাশক বিষ মাংস ভোজীদের তুলানায় নিরামিষ ভোজীদের দেহে অর্ধেক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে মাংসে কীটনাশক বিষ ছাড়াও অন্যান্য বিষও থাকে। পশুপালন করার সময় পশুখাদ্যে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয় যার উদ্দেশ্য হোলো মাংসে বৃদ্ধি দ্রুততর করা ও মাংসের রং, আস্বাদ ও গঠনের পরিবর্তন করা। যেমন নাইট্রেট থেকে উৎপন্ন খাদ্য-সংরক্ষণ আরক অত্যন্ত বিষাক্ত। ১৮ ই জুলাই, ১৯৭১ সালে নিউইয়র্ক টাইমস্ এ বলা হয়েছে — ‘মাংস ভোজীদের বিষম বিপদের কারণ হলো মাংসে অদৃশ্য দৃশ্য পদার্থ। এগুলো হলো স্যামন মাছের মধ্যে থাকা বীজানু, কীটনাশকের অবশিষ্ট অংশ, সংরক্ষণ পদার্থ, হরমোন, জীবানুনাশক ঔষধ ও অন্যান্য রাসায়নিক যৌগ। এগুলো ছাড়াও প্রাণীদের প্রতিষেধক দেওয়া — তার কিছু অংশও মাংসে থেকে যেতে পারে। কিন্তু ফল, বাদাম, শুটি, দানাশয় এবং দুধে প্রোটিন থাকে তা মাসের প্রোটিন অপেক্ষা অনেক বিশুদ্ধ। মাংসের প্রোটিন ৫৬ জলে অন্দবণীয় দুষ্যিত পদার্থ থাকে। গবেষণার দ্বারা দেখা গেছে মানুষের তৈরী যোগপদার্থ দ্বারা ক্যানসার ও অন্যান্য অসুখ হতে পারে এবং গর্ভস্থ ভুনের অঙ্গ বিকৃতি ঘটতে পারে। তাই গর্ভস্থ ভুনের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সন্তান সন্তোষ মায়েদের খাঁটি নিরামিষ খাদ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বেশি দুধ খেলে বর্ধন্তে পরিষ্কার ক্লিনিয়াম, শুচিতে প্রচার পরিমাণে প্রোটিন এবং ফল ও শাক-সবজিতে প্রচুর ভিটামিন পাওয়া যায়।

প্ৰভুৰ কৱণা যখন আমাৰ উপৰ বৰ্ধিত হয়  
তখন আমি লাভ কৱি নব ঘোৱন,  
কাৰণ জিজ্ঞাসা কৱো না  
প্ৰেমেৰ ব্যাখ্যা ঘুঁকিতে হয় না।

আমি প্ৰতিনিধি  
সমস্ত সৃষ্টিৰ  
মুক্ত কঢ়ে ঘোষনা কৱি  
এৰ দুঃখ-কষ্ট  
আৱ মৃত্যু-চক্ৰে আবক্ষিত জীৱনেৰ পৱনৰ্ত্তী জীৱন।  
প্ৰাৰ্থনা কৱি, হে দয়াময় প্ৰভু  
তাড়াতাড়ি শেষ কৱে দাও এ জীৱন।

তোমাৰ কৱণা বৰ্ধিত হয় সবাৱ উপৰ,  
সাধু অসাধু বা সুন্দৰ কি কদাকার,  
যোগ্য বা অযোগ্য সবাৱ উপৰ সমানভাৱে।  
হে প্ৰভু, তোমাৰ মহিমা কীৰ্তন আমাৰ সাধ্যাতীত  
তোমাৰ প্ৰেম আমি হৃদয়ে রাখি  
আৱ প্ৰতিৱাত্ৰে এটাই হয় আমাৰ ঘুমেৰ সাথী।

সুমা চিং হাই-এর  
Silent Tears হইতে গৃহীত।

আমাদের চারিপাশের লোকজনের কাছ থেকে আমরা কিছু কর্মফল গ্রহণ করি। এটা করি তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের কথা ভেবে তাদের সঙ্গে বই বা খাদ্য ভাগ করে বা অন্যভাবে, এইভাবে আমরা লোকেদের আশীর্বাদ করি বা তাদের কর্মফল লাঘব করি। এই জন্যই আমরা আলোক বিস্তারের বা অন্ধকার দূর করার তপস্যা করি। আমাদের যারা কিছু কর্মফল দান করে তারা ভাগ্যবান। তাদের সাহায্য করে আমরা আনন্দ পাই।

সুমা চিং হাই

মানুষের ভাষায় আমরা সব সময় নানা বাজে কথা বলি। সব বিষয়ে আমাদের সব সময় বক বক করতে হয়। প্রত্যেক জিনিস আমাদের তুলনা করতে হয়, মূল্যায়ণ করতে হয়, চিহ্নিত করতে হয় বা নামকরণ করতে হয়। কিন্তু যা শুন্দি জ্ঞান, যদি ইহা সত্যিই শুন্দি হয়, তার সম্পর্কে কিছু বলতেই পার না, এর কথা কিছু বলতে পারো না। এমন কি তুমি ইহা চিন্তা করতেও পারো ন।। এর কল্পনা করতেও পারো ন। কিছুই নাই, বুঝলে?

সুমা চিং হাই

## Books Published in Hindi

তত্কাল বোধপ্রাপ্তি কী কুঁজী

Collections of Master's lectures

Available in English (Books 1-3), Korea (Books 1-3), Spanish (Books 1-2), German (Books 1-2), French (Book 1), Portuguese (Books 1), Chinese (Books 1-6), Au Lac\* (Books 1-7), Indonesian (Books 1), Thai (Books 1-6), Japanese (Books 1), Polish (Book 1) (\*Au Lac= Vietnamese)

তত্কাল বোধপ্রাপ্তি কী কুঁজী: প্রশ্ন এবং উত্তর

Collections of questions and Answers from lectures available in English (Books 1), Chinese (Books 1-2) , Au Lac (Books 1-2).

তত্কাল বোধপ্রাপ্তি কী কুঁজী: গুরু মা এবং উনকে শিষ্যদের মধ্য পত্র-ব্যবহার

Collections of letters available in Spanish (Book 1), Chinese (Books 1-2)

তত্কাল বোধপ্রাপ্তি কী কুঁজী গুরু মা কে সাথ মেরে অদ্ভুত অনুভব

Accounts of disciples Available in Chinese (Books 1-2)

মূরু আংসু

a book of poems written by Master

Available in English, German and French in one edition English, Chinese, and Au Lac, Spanish, Portuguese, Filipino.

চিত্র-সংগ্রহ

Collection of photographs from Master's life volumes 1-13, with notations in English and Chinese

কা঵্য-সংগ্রহ

Collections of Master's poems in Au Lac

শিল্প-রচনা সংগ্রহ

Collection of Master's art treasures or palace fans, longevity lamps, painting, pottery.....

## Audio & Video Cassettes

- E1 The Tao, the Sound, the Word  
 E2 Let Peace Begin With Us  
 E3 The Best Road to the Kingdom of God  
 E4 Prepare Now for the End of Our Journey  
 E5 Find a Proper Master for Your Own Enlightenment  
 E6 Heaven is Created by Our Inner Power  
 E7 The Definition of Pure Land  
 E8 To Be a Master is Our Natural Tendency  
 E9 Love is Powerful  
 E10 The Suma Ching Hai Speaks with the Hare Krishnas  
 E11 The Way to Gain the Kingdom of God is Through Enlightenment  
 E12 Love is Sharing the Same Point of View  
 E13 What is the Cause of War and Peace ?  
 E14 Moving Toward God-Realization  
 E15 The Value of Morality  
 E16 Everything is Created by the Human Imagination  
 E17 One With the Father  
 E18 Create the Permanent Heaven for Ourselves and Later Generations  
 E19 To Do. Without Doing  
 E20 Leading the World into a New Era  
 E21 The Influence of Positive and Negative Energy  
 E22 An Appeal for the Au Lac Refugees Longing for a Home  
 E23 The Mystery of the World Beyond  
 E24 How to Live a Simple and Happy Life  
 E25 The Disaster Begins with the Mouth  
 E26 Surrendering to God's Will is Freedom  
 E27 The Supreme Method to Liberation  
 E28 How Suffering Can Lead Us to Happiness  
 E29 We Are the Supreme Master  
 E30 The Highest Order of Frindship  
 E31 Be Practical and Spiritual  
 E32 We Must Find Our Real Self  
 E33 Enlightenment Is the Key Answer to Everything  
 E34 Convincing People by Magic power is to Interfere with Nature  
 E35 Let God Serve Through Us  
 E36 Above the Intellect  
 E37 Rediscover the Supreme Power within Yourself  
 E38 The Heavenly Melodiuos Teaching  
 ES1 To Disclose One's Inner Power  
 ES2 How a Master Collects Karma From Disciples  
 ES3 The Communication With God All of Us Can Attain
- F1 Perceive the Truth by Inner Wisdom  
 F2 Reconnect with the Almighty Power to Become Whole  
 B1 Be Your Great Self

## কীভাবে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন

প্রভু সুমা চিং হাই এর শিষ্য ও অনুগামীগণ সারা পৃথিবীতে  
বহু কেন্দ্র ও সংঘ স্থাপন করেছেন। প্রকাশনা সদর ও প্রধান দপ্তর  
হলো ফরমোজায়।

**Suma Ching Hai International**

**Association in Ching.**

**P.O. Box 9, Hsihu.**

**Miaoli Hsien, Formosa, Republic of China.**

যাঁরা কোয়ান ইন ধর্মতে দীক্ষা নিয়েছেন অথবা যাঁরা প্রভু  
চিং হাই-এর উপদেশ লাভ করতে চান বা দীক্ষা নিতে চান তাঁদের  
যাঁরা স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করেন তাঁরা হলেন যোগাযোগ  
রক্ষাকারী ব্যক্তি। তাঁরা আপনাকে ভিডিও বা অডিও ক্যাসেট  
নির্বাচনে বা আপনার উপযুক্ত পুস্তক নির্বাচনে আপনাকে সাহায্য  
করতে পারেন। তাঁরা আপনাকে প্রভু চিং হাই এর বর্ণ্ণতাবলীর  
তালিকা বা অন্যান্য কার্য্যকলাপ সম্পর্কে আপনাকে অবহিত  
করতে পারেন।

***Our Liason Fellow Practitioners***

***over the World :***

***Headquarters :***

**Hsihu Center, Formosa**

**P. O. Box 9, Hsiju,**

**Miaoli Hsien, Formosa, R. O. C.**

## — : এশিয়া : —

## ভাৱত : —

Calcutta	Mr. Ashok Sinha	91-33-665-6741
Mumbai	Mr. Suneel Ramaney	91-22-282-0190

## ফারাসা (তাইবান) : —

*Taipei	Taipei Center	886-2-3756429 886-2-7492888
	Mr.Tsu-Ping Yang	886-2-2365159
	Mr. Ming-Feng Chu	886-2-9344090
*Keelung	Mr.& Mrs. Kun-Neng Lu	886-2-4579617
*Taoyuan	Taoyuan Center	886-3-4630905
	Mr. Cheng-I Chang	886-3-3825658
*Hsinchu	Mr.& Mrs. Lee Zen Quen	886-35-826528
*Miaoli	Mr.& Mrs. Chen Tsan Gin	886-37-221618
*Taichung	Taichung Center	886-4-3231255
	Mr.& Mrs. Kuo-Cheng Hung	886-4-2210413
*Nantou	Ms. Yu-Shuang Jian	886-49-329620
*Changhua	Yuanlin Center	886-4-8310021
	Mr. & Mrs. Chen-Chou Kao	886-4-7230395
*Chiayi	Ms. Lin-Yu Su	886-5-2339788
*Tainan	Mrs. Tsi-Yun Chen	886-6-2688097
*Kaohsiung	Mr.& Mrs. Yao-Tong Chang	886-7-7454062
	Mr. Fu-Hua Lin	886-7-3365639
*Pingtung	Mr. Ching-Fong Wu	886-8-7523850
*Ilan	Mr.&Mrs. Tsung-Yuan You	886-39-382650
*Hualien	Ms. Li-Yen Yang	886-38-327120
	Mr. Ching-Tung Tseng	886-38-763336
	Mr. Chiung-Hua Chen	886-38-562815
*Taitung	Ms. Ching-Hua Tsao	886-89-228610
	Ms. Jui-Ying Chen	886-89-323177
	Mr. Yu Fang	886-89-333789
*Penghu	Mr.&Mrs. Jan-Au Shiu	886-6-9276476
*Chinmen Island	Mr. Chi-Ping Chen	886-8-2332531
হং কং:	Mongkok Center	852-27495534
	Liaison Office	852-26378257
<b>Macao</b>	Macao Center	853-820-001

## ইন্দোনেশিয়া:

*Jakarta	Mr. Tai Eng Chew	62-21-3856310
*Surabaya	Mr. Rong-Tser Teng	62-31-578962

*Bandjarmasin	Mr. Wong Ling Ann	62-511-68936
*Semarang	Mr. & Mrs. Swie An Sia	62-24-556525

**জাপান:**

*টোকিয়ো	Mr. & Mrs. Yasuhiro Okawado	81-3-37480207
	Mr. Jui Ping Wu	81-3-53931391
*Kanagawaken	Mr. Minh Phuong	81-462-680386

**কোরিয়া:**

*Seoul	Seoul Center	82-2-5772158
	Mr. Jong-Cheol Oh	82-42-5763195
*Pusan	Pusan Center	82-51-5817203
	Mr. & Mrs. Chang-Ha Chung	82-51-7415341
*Chon Ju	Mr. Ji-Hwan Lin	82-652-529088
*Inchon	Mr. Yong-Je Baeg	82-32-4635351
*Taegu	Taegu Center	82-53-4713189
	Mr. & Mrs. Yoon-Byung Lee	82-53-582-5145
*Taejon	Taejon Center	82-42-2214809
	Mr. & Mrs. Sung Ho Park	82-42-8610567
*Kwangju	Ms. So-Yeon Kim	82-62-2325630

**কম্বোডিয়া:**

Phnom	Penh Center	855-23-427451
	Mr. Chan Kam San	855-18-811323

**মালেশিয়া:**

*Kuala Lumpur	Kuala Lumpur Center	60-3-9826149
*Alor Setar	Mr. Chiao-Shui Yu	60-4-7877453
*Johor Bahru	Mr. & Mrs. Chi-Liang Chen	60-7-3516075
*Penang	Penang Center	60-4-2264469
	Mr. & Mrs. Fung-Neng Lin	60-4-6571216
	Mr. & Mrs. Kang Sin Chin	60-3-7802393

<b>ফিলিপিন্স:</b>	Manila Center	63-2-8234743
-------------------	---------------	--------------

<b>সিঙ্গাপুর:</b>	Singapore Center	65-741-7001
	Liaison Office	65-841-7825

**থাইল্যান্ড:**

*Bangkok	Bangkok Center	66-2-2784054
	Ms. Nantana Ma	66-2-3551472
*Chiang Mai	Chiang Mai Center	66-53-276737
	Ms. Ampa Panyaraksa	66-53-512292
	Ms. Manaya Poonlarbyot	66-53-276737

আশু ভানের আলোক প্রাপ্তির উপায়

সুমা চিং হাই \*৮২\*

*Had Yai 024756)	Ms. Jintana Srimoon	66-74-211030 (c/
*Khon Kaen	Mr. Paisal Chuangcham	66-43-336459
বর্মা:	Mr. Sai San Aik	951-80378

— : আফ্রিকা : —

রিপাব্লিক অব আফ্রিকা :

Cape Town	Mr. & Mrs. Ching-Yang-Lu	27-21-610784
Johannesburg	Mr. Ching Tsung Ku	27-11-6162423

— : আমেরিকা : —

আজেন্টিনা :

Buenos Aires	Ms. Hui-Ling Ling Ms. Chung Yu-Chiao	54-1-9518130 54-1-4461060
--------------	---	------------------------------

বলিভিয়া :

Santa Cruz	Mr. Wu Chao Shien	59-13-363742
------------	-------------------	--------------

ব্রাজিল :

San Paulo	Mr. & Mrs. Lien-Ming Li	55-11-8228062
	Mr. & Mrs. Cheng-Ting Tsai	55-11-2610717
Belem	Mr. Ming-Hsun-Wu	55-91-2234375

কোলম্বিয়া :

Bogota	Mr. & Mrs. Jose Guzman Alonso	57-1-2261245
--------	-------------------------------	--------------

কোস্টারিকা :

San Jose	Costa Rica Center Ms. Aura Trejos Mr. Rolando Hwang Mr. Mark Sanchez Piltz	506-268-8666 506-256-0729 506-256-1048 506-2201479
----------	---	---

হুণ্ডাস :

Tegucigalpa	Mr. Ming-Jen Li	504-381238
-------------	-----------------	------------

মেক্সিকো :

*Mexico. D.F.	Ms. Guadalupe Leal Aragon	52-5-7547634
*Guanajuato	Mr. & Mrs. Jose Luis	

*Tijuana	Sanchez Vargas	52-4-7434557
*Mexicali	Dr. Sivano Diaz Martinez	52-66-34-3051
	Ms. Sylvia Lagrange	52-65-541587
পানামা:	Ms. Nuvia Angulo	507-2359744
	Ms. Alicia Chang	507-2293041

**পেরু:**

Lima	Mr. Alberto Ferreyros	511-4440844
	Mrs. Edelmira Murga Acharte	511-4442997

**কানাডা:**

*Kingston	Mr. Quang Thanh Le	613-531-8135
*London	Mr.&Mrs. Fong Tsao	513-438-3702
*Montreal	Montreal Center	514-274-1608
	Mr. & Mrs. Gerard Mangerel	514-967-5105
	Mr. Hung The Nguyen	514-494-7511
	Mr. & Mrs. Nai-Chi Hsu	514-928-8068
*Ottawa	Mr.&Mrs.David Trung Dung Tran	613-834-7280
*Toronto	Toronto Center	416-503-0515
	Ms. Diep Hoa	905-897-0650
	Mr.&Mrs. Lenh Van Pham	416-282-5297
	Ms. Zhen Yan Wang &	905-628-5388
	Mr. Zhen Bin Wang	
*Vancouver	Mr. David Stevens	604-535-7268
	Ms. Li-Hwa Liao	604-541-1530

**আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র:**

Arizona	Mr.Nguyen Cong Minh	602-581-0725
Arkansa	Mr. Robert Jeffreys	501-253-8287

**ক্যালিফোর্নিয়া:****California:**

*Los Angeles	Los Angeles Center	909-674-7814
	Mr.&Mrs. Steven Henderson	818-574-9282
	Mr.&Mrs. Thomas Tung Ngo	818-359-3820
	Mr. Tony Ch	818-445-3577
*Sacramento	Mr. & Mrs. Hieu De Tu	916-682-9540
*San Diego	San Diego Center	619-280-7982
	Mr. & Mrs. Tran Van Luu	619-475-9891
	Mr. & Mrs. Tang Thi	619-268-8651
	Mr. Paul Darby	619-566-8945
*San Jose	Ms. Sophie Lapaire	415-493-3355
	Ms. Annie Nguyen	408-998-2342

	Mr.&Mrs. Edgar Shyuan	408-463-0297
*San Francisco	Mr.&Mrs. Khoa DangLuong	415-753-2922
	Mr. & Mrs. Dan Hoang	415-333-9119
	Mr. &Mrs. Harold Barta	510-581-8806
Colorado	Mr. &Mrs. Steven Wander	970-229-0259
	Ms. Victoria Singson	970-986-1248
Florida	Mr. & Mrs. Thai Dinh Nguyen	813-458-2639
	Ms. Trina L. Strokes	941-482-7542
	Mr. & Mrs.Michael Lin	904-429-0245
Georgia	Bhiksuni Chan Mo	770-936-9926
	Ms. Chiung-Chen Chiu	770-493-9872
Hawaii	Hawaii Center	808-988-6590
	Mr. Luwellyn Maestro Punahele	8-236-1463
	Mr. &Mrs. Robert Truong	808-531-2183
Illinois	Mr.&Mrs. John W. Hickey	708-963-2821
	Ms. Duc Vu	815-223-6376
	Mr.&Mrs. Julian L. Chen	708-416-3821
Indiana	Mr. & Mrs. Jian Wu	317-293-5169
	Mr. Richard D. Stewart	812-333-5394
Kansas	Ms. Ting-Mei Hsiao	316-721-0666
Kentucky	Mr. & Mrs. Nguyen Minh Hung	502-695-7257
	Ms. Rui Wang	606-323-3274
Maine	Mr. Mark Andrew Lescault	207-7782627
Massachusetts:		
*Boston	Boston Center	508-436-9982
	Ms. Gan Mai-Ky	508-791-7316
	Mr.&Mrs. Huan-Chung Li	508-957-7021
	Ms. Cynthia A. Lombardo	508-388-4306
Maryland	Mr. Nguyen Van Hieu	301-933-5490
*Baltimore	Mr. Robert Ectman	301-990-1164
Minnesota	Ms. Quach Ngoc	612-722-7328
	Mr. Bob Caverly	612-557-9041
	Mr. Lingjie Guo	612-378-0536
Nebraska	Ms. Yu-Hua Tang	402-483-4067
Nevada:		
*Las Vegas	Ms. Helen Wong	702-242-5688
New Jersey	New Jersey Center	201-209-1651
	Mr. &Mrs. Nghiem The Trung	609-667-3829
	Mr. Chang-Sheng Chou	201-335-5336
New Mexico	Mr. Binhai Zhu	505-662-6526
New York	Mr. & Mrs. Chih-Hua Tung	718-372-3921

North Carolina	Mr. & Mrs. Huynh Thien Tan	919-460-4622
Ohio	Mr. & Mrs. Vu Van Phuong	513-887-8597
Oklahoma	Mr. & Mrs. Tran Kim Lam	405-685-5881
Oregon:		
*Portland	Mr. Marco S. Gallage	503-282-3356
	Mr. & Mrs. Minh Tran	503-614-0147
	Mr. & Mrs. Alister Phuoc Minh Pham	503-642-1252
Pennsylvania	Mr. Ben Zwickel	215-722-6386
	Mr. & Mrs. Diep Tam Nguyen	610-626-5546
	Mr. & Mrs. Shi-Tao Yeh	610-640-0463
Texas:		
*Austin	Austin Center	512-396-3471
	Mr. Dean Doung Tran	512-837-1684
	Mr. Tobert Yuan	512-326-3786
*Dallas	Dallas Center	214-339-9004
	Mr. Tim Mecha	214-717-5953
	Mr. Weidong Duan	214-528-9178
	Mr. Jimmy Nguyen	817-236-5601
*Houston	Houston Center	713-444-5529
	Mr. Arthur Michels	713-622-3172
	Mr. & Mrs. Nguyen Van Tuan	713-444-0269
	Mr. & Mrs. Nguyen Le Charles	713-896-4895
	Ms. Wayne Cheng	713-870-8081
*San Antonio	Mr. Khoi Kim Le	210-558-6088
Virginia	Mr. Tuan Nguyen	703-241-1342
Washington:		
*Seattle	Mr. Ben Tran	206-453-0698
	Mr. Edward Tan &	206-821-9877
	Mr. Bernard Leech	
*Spokane	Mr. & Mrs. Adela C. Castro	509-534-3754

— : ইউরোপ : —

ডেনমার্ক :	Ms. Lee Ping Brooks	45-75-151114
ফিনল্যান্ড :	Ms. Nhuyen Thi Vien	385-0-342-
1143		
সিডনী:		
*Stockholm	Ms. Pooi Lin Chen	46-8-7403792
	Ms. Yot Yin Wang	46-8-6419061

*Angelholm	Mr. & Mrs. Nguyen Van Tuyen	46-431-26151
*Are	Ms. Viveka Widlund	46-674-32097

**যুক্তরাজ্য:**

লণ্ডন:	Mr. Morham Singh Ms. Tsu-Yi Wu Mr. Nicholas Gardiner	44-1712860443 44-1895254521 44-1819773647
*Chester	Mr. & Mrs. Xiao-Ming Duan	44-1513553936
*Surrey	Mr. Xiao Tang	44-1342842202
*Oxford	Mr. & Mrs. Shih-Hurng Loh	44-1865244321
অস্ট্রিয়া:	Mr. Christiane Deutsch Mr. Kurt Kastner Mr. & Mrs. Nguyen Van Dinh Mr. Shih-Tsung Lu	43-2-24751288 43-1-4842639 43-2-95570535 43-1-5236978

**বেলজিয়াম:**

*Brussels	Mr. & Mrs. Chantraine Jacky	32-2-4791546
*Louvain-La-Neuve	Mr. & Ms. Luo Hong	32-10-455764

**ফ্রান্স:**

পারিস	Paris Center	33-1-43099067 33-1-43003653
	Mr. Leberton Patrick	33-1-43080559
	Ms. Pin-Shan Hsiung	33-1-48961046
*Vaires/Marne	Mr. Abdul Alim Pascal & Ms. Ngo Thi Huong	33-1-60200014
*Montpellier	Mr. Nguyen Tich Hung	33-67413257

**জার্মানী:**

বালিন	Mr. Monika Ratering Mr. & Mrs. Nguyen Van Nghia Mr. Liang- Tsai Ho	49-177-2031787 49-30-6053498 49-30-8593354
*Dusseldorf	Mr. Nguyen Van Luc	49-211-224075
*Hamburg	Mrs. Mai Kong	49-4131-407524
*Munchen	Munchen Center Mr. Cao Cong Ms. Chwan-Ying Lee Ms. Johanna Hoening	49-89-684735 449-89-1503092 49-89-398107 49-89-3401254

**গ্রীক:**

Athens	Mr. Lukas Georgiou	301-8075653
--------	--------------------	-------------

**হল্যাণ্ড:**

*Amsterdam	Mr. Nguyen Ngoc Trung	31-294-41-9783
*Nijmegen	Mr. Dung Van Chang	31-24-373-0511
*Vaassen	Mr. Sebe Kruijer	31-578-574378

**হাসেরী:**

Ms. Nguyen Thi Ngoc Bich	36-1-2229477
--------------------------	--------------

**পোলাণ্ড:**

Warszawa	Ms. Anetta Krysinska	48-22-258483
	Ms. To Soszynska	48-22-6593897
Bielsko-Biala	Ms. Bronislawa Dudziak	48-30-143235
Elblag	Mr. Tomasz	48-50-330189
Swidnica	Mr. Miroslaw Sosnicki	48-74-523905

**স্পেন:**

Valencia	Ms. Xi-Chun Wang &Ms. Xiu-Lan Yang Vegetarian House	34-6-3331850
		34-6-3744361

**সুইজারল্যাণ্ড:**

জেনাভা	Ms. Feng- Le Liu	41-22-7851673
	Ms. Varga S. Didier	33-1-50313822
Neuchatel	Mr. Dong Vinh Perrenoud	41-38-244209

**—: ওশিনিয়া:—****অস্ট্রেলিয়া:**

*Ade Laide	Mr. Nguyen Huu Hiep	618-243-1542
*Brisbane	Brisbane Center	617-3344-2518
	Mr. Gerard Bisshap	617-38471646
	Mrs. Tieng Thi Minh Chau	617-32826603
	Mr. Mrs. Yun-Lung Chen	617-33442519
*Sydney	Sydney Center	61-2-724-4997
	Ms. Le Thi Thu Huong	61-2-8294408
	Mr. Joseph P. Fallon	61-2-8211760
	Mr. Hong Bo	61-2-6461612
*Melbourne	Mr. Daniel Drenic	61-3-95784074
	Mr. & Mrs. Nguyen Luong Nang	61-3-93991893
	Mr. Ho Van Duong	61-3-98900320
	Mr. Alan Khor	61-3-98574239
*Perth	Perth Center	61-9-242-1189
	Mr. Ly Van Tri	61-9-446-2672

আশু জ্ঞানের আলোক প্রাপ্তির উপায়

সুমা চিং হাই \*৮৮\*

	Mr. Alastair Conwell	61-9-3422912
*Canberra	Mr. & Mrs. Khanh Huu Hoang	61-6-2591993
*Tasmania	Mr. Peter John Boatfield	61-2-293878

### নিউজিল্যাণ্ড:

*Auckland	Ms. Xiao Ling Li	649-4839454
	Ms. Ma Wu-Hung	649-4802839
*Christchurch	Mr. Chen Han-Chung	643-358-9869
*Tauranga	Ms. Pi-Hsia Chang	64-7-5765157

---

অতিরিক্ত বিনামূল্যে কিছু জ্ঞানার জন্যে ভারতের  
নিম্নলিখিত কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন

### *Suma Ching Hai International Association*

**Calcutta Center:** 26, Malipanchghara Street, Liluah,  
Howrah 711204 W.B.

Tel/Fax:033-665-6741 Mr. Ashok Sinha

**Mumbai:** 6. Court View, 2nd Floor, 126, Maharshi  
KarveRoad, Churchgate, Mumbai 400020  
Tel:022-282-0190 Dr. Suneel Ramaney;  
Fax:022-287-4236(c/o Dr. Suneel Ramaney)

---

যদি আপনার স্থানের কোন ব্যক্তি কোন কিছুর জ্ঞানার  
প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের মুখ্যকেন্দ্র ফরমোসায়  
যোগাযোগ করুন।

